পুরুলিয়ায় গীতাঞ্জলি ফরেস্ট রিট্রিট
পাহাড় আর সবুজের মাঝে এক অপরূপ ডেস্টিনেশন

# দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দামঃ ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 30, Issue No.: 117 Saturday, 29 March, 2025 ❋ ৩০ বর্ষ, ১১৭ সংখ্যা ❋ ১৫ চৈত্র ১৪৩১, শনিবার, ২৯ মার্চ ২০২৫ ❋ আজ ৮ পাতা ❋ মূল্য- ৩ টাকা

## ডিএ বাড়াল মোদি সরকার, বিরাট সুখবর পেলেন কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মীরা

**নয়াদিল্লি, ২৮ মার্চঃ** কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মীদের জন্য সুখবর। মহার্ঘ ভাতা বা ডিএ বাড়ছে তাঁদের। কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা ইতিমধ্যে ২ শতাংশ মহার্ঘ ভাতা বৃদ্ধিতে অনুমোদন দিয়েছে বলে সূত্রের খবর। এই বৃদ্ধির ফলে ৫৫.৯৮ শতাংশ ডিএ পেতে চলেছেন কর্মীরা। সার্বিকভাবে খুশির খবর হলেও সাম্প্রতিক অতীতে এটাই সবথেকে কম ডিএ বৃদ্ধি। এর আগে গত বছর জুলাই মাসে ৫০ শতাংশ থেকে ডিএ বাড়িয়ে ৫৩ শতাংশ করেছিল কেন্দ্র। তারপর এখন আবার তা বাড়িয়ে ৫৫ শতাংশ করা হল। করোনাকালে ডিএ দেওয়া স্থগিত করে দিয়েছিল কেন্দ্রীয় সরকার। তবে ২০২১ সালের পর থেকে তা আবার দেওয়া শুরু হয়। তারপর থেকে এখনও পর্যন্ত যে শতাংশ হাতে ডিএ দেওয়া হয়েছে, এবার সবথেকে কম বৃদ্ধি হল। যদিও এখনও পর্যন্ত এই নিয়ে কোনও সরকারি ঘোষণা হয়নি। যদিও খুব শীঘ্রই তা হবে বলে আশা করা হচ্ছে। ডিএ বৃদ্ধি হলে তা ২০২৫ সালের ১ জানুয়ারি কার্যকর হবে। অর্থাৎ, সপ্তম বেতন কমিশনের আওতায় কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মচারীদের প্রাপ্ত ডিএয়ের পরিমাণ বেড়ে দাঁড়াবে ৫৫ শতাংশ। কেন্দ্রীয় সরকার বলছে, ডিএ বাড়ানোর ফলে উপকৃত হতে চলেছেন এক কোটির বেশি কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মী ও পেনশনভোগী। আসলে অবসরপ্রাপ্ত কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মচারী তথা পেনশনভোগীদেরও দুই শতাংশ ডিয়ারনেস রিলিফ (ডিআর) বাড়ছে। অষ্টম পে কমিশন এখনও কার্যকর হয়নি। গত জানুয়ারি মাসে অষ্টম বেতন কমিশন গঠনের সিদ্ধান্তে অনুমোদন দিয়েছিল কেন্দ্রীয় সরকার। সরকারের দাবি, অষ্টম বেতন কমিশন গঠনের সিদ্ধান্তের নেওয়ার ফলে প্রায় ৫০ লক্ষ কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মচারীর লাভ হবেন। তবে তার আগেই এই ডিএ বৃদ্ধি স্বাভাবিকভাবে কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মীদের ভীষণ খুশি করেছে। কয়েকদিন আগে পশ্চিমবঙ্গ সরকার বিজ্ঞপ্তি দিয়ে জানিয়েছে, রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের ৪ শতাংশ মহার্ঘভাতা বাড়ছে। এপ্রিল থেকে এই সিদ্ধান্ত কার্যকর হবে। মহার্ঘভাতা বাড়ানোর কথা রাজ্য বাজেটেই ঘোষণা করা হয়েছিল। তারপর নবান্নের তরফে বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়। তবে এই ৪ শতাংশ মহার্ঘভাতা বৃদ্ধি খুশি নন রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের একাংশ। কেন্দ্রের সঙ্গে রাজ্য সরকারের কর্মীদের মহার্ঘভাতার পার্থক্যের কথা তুলে ধরেছিলেন তাঁরা। ৪ শতাংশ মহার্ঘভাতা বৃদ্ধির পর রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের মহার্ঘভাতা হয় ১৮ শতাংশ। এবার কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মচারীদের মহার্ঘভাতা আরও ২ শতাংশ বাড়ল। ফলে রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের সঙ্গে কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মচারীদের মহার্ঘভাতার পার্থক্য দাঁড়াল ৩৭ শতাংশ।

## যাদবপুরে অচলাবস্থা তৈরি করতে চাইছেন রাজ্যপাল ব্রাত্য

**দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৮ মার্চঃ** আচমকা সরানো হল যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের অস্থায়ী উপাচার্যকে। শুক্রবারই সেই চিঠি পৌঁছল বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্টারের কাছে। এবার কার হাতে দায়িত্ব যাবে, তা কারও জানা নেই। কেনই বা ভাস্কর গুপ্তকে অবসরের মাত্র তিন দিন আগে পদ থেকে সরানো হল? সেই প্রশ্নেরও কোনও উত্তর নেই। যাদবপুরকে এভাবে কার্যত শাটডাউন করে দেওয়া হল বলে মন্তব্য করলেন রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু। সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে ব্রাত্য বলেন, ''রবীন্দ্রভারতী ও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ডেডলক হওয়ার পথে। আর এবার যাদবপুরকেও শাটডাউন করা হল।'' একই সঙ্গে সুপ্রিম কোর্টের দৃষ্টি আকর্ষণ করার কথাও বলেছেন ব্রাত্য। তিনি বলেন, ''উপাচার্যকে অবসরের তিন দিন আগে যেভাবে সরিয়ে দেওয়া হল, যেভাবে তাঁকে অপমান করা হল, সেই বিষয়টি দেখার জন্য সুপ্রিম কোর্টের দৃষ্টি আকর্ষণ করব। সুপ্রিম কোর্ট বিষয়টা দেখুক।'' রাজ্যপাল তথা আচার্য সি ভি আনন্দ বোসকে

কটাক্ষ করে ব্রাত্য বলেন, ''বালখিল্যপনা চলছে শিক্ষা ব্যবস্থা নিয়ে।'' ভাস্কর গুপ্তের 'প্রফেসরশিপ'-এর মেয়াদ শেষ হওয়ার কথা ছিল ৩১ মার্চ। তার আগেই ভাস্কর গুপ্তকে অব্যাহতি দেওয়া হল। যা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন শিক্ষামন্ত্রী। ব্রাত্য বসু বলেন, ''ক'দিন আগেই আচার্য তথা রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোসকে চিঠি দিয়ে মেয়াদ শেষের আগে স্থায়ী উপাচার্য পদে নিয়োগ চেয়ে চিঠি পাঠানো হয়েছিল। কিন্তু তাতে গুরুত্ব না দিয়ে যাদবপুরকে উপাচার্যহীন করে অচলাবস্থা তৈরি করলেন রাজ্যপাল।'' গত ১ মার্চ যাদবপুরে চরম অশান্তি হয়। ব্রাত্য বসুর উপস্থিতিতে ছাত্র সংসদ নির্বাচনের দাবিতে চলে বিক্ষোভ। এদিন সেই বিক্ষোভকারীদের উদ্দেশে ব্রাত্য বলেন, ''যাঁরা সিসিটিভি লাগানো হবে কি না, তা নিয়ে মতামত দেন, তাঁরা এই অচলাবস্থা নিয়ে কী মতামত দেন, তা আমি জানতে চাই।'' সম্প্রতি বেসরকারি বিল নিয়ে রাজ্য বনাম রাজ্যপালের সংঘাত সামনে এসেছে। এরই মধ্যে এবার স্থায়ী উপাচার্য নিয়োগ নিয়েও ফের প্রকাশ্যে দু'পক্ষের মতান্তর।

# 'আরজি করে গণধর্ষণ হয়নি'

## তিলোত্তমা-কাণ্ডে রিপোর্টে জানিয়ে দিল সিবিআই

**দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৮ মার্চঃ** আরজি কর কাণ্ডে মৃত তরুণী চিকিৎসককে ধর্ষণ করা হয়েছিল, নাকি সেদিন গণধর্ষণের ঘটনা ঘটে, এমনই প্রশ্ন করেছিলেন কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষ। এবার আদালতে সেই প্রশ্নের উত্তর দিল কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা সিবিআই। সংস্থার তরফে স্পষ্ট জানানো হয়েছে, ''তিলোত্তমাকে গণধর্ষণ করা হয়নি। একজনই এই কাজ করেছিল।'' আদালতের নির্দেশ মেনে শুক্রবার হাইকোর্টে কেস ডায়েরি নিয়ে যায় সিবিআই। সেই সঙ্গে স্টেটাস রিপোর্টও জমা দেয় গোয়েন্দা সংস্থা। আর তাতেই প্রমাণের কথা উল্লেখ করে সিবিআই জানিয়েছে, এটা ধর্ষণের ঘটনা। আরজি কর মামলা সুপ্রিম কোর্ট থেকে হাইকোর্টে আসার পর প্রথম শুনানিতেই বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষ প্রশ্ন তুলেছিলেন। পরে আর কী তদন্ত করা হল? একটা চার্জশিটের পর আর কোনও চার্জশিট দেওয়া হয়েছে কি না, তা জানতে চাওয়া হয়। শুক্রবারের শুনানিতে সিবিআই জানায়, তিলোত্তমাকে গণধর্ষণ করা হয়নি। তাঁরা উল্লেখ করেন, ফরেনসিক বিভাগের তদন্তে উঠে এসেছে, একজনই ওই জঘন্য কাজ করেছে। এদিন বিচারপতি ঘোষ বলেন, ''আমি জানতে চাই, যদি গণধর্ষণ হয়ে থাকে, তাহলে কি তদন্তে কারও নাম আসছে?'' সিবিআই জানায়, সব প্রমাণ ডিএনএ পরীক্ষার জন্য ফরেন্সিকে পাঠানো হয়। ১৪ জন চিকিৎসকের টিম কাজ করেছিল। তারা জানিয়েছে, একজনই এই কাজে যুক্ত ছিল। সিবিআই-এর আইনজীবী আরও জানিয়েছেন, হাসপাতালের সঙ্গে যুক্ত সব নার্স ও চিকিৎসককে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছে ইতিমধ্যেই। অন্যদিকে এদিন তিলোত্তমা ধর্ষণ ও হত্যা মামলায় শিয়ালদহ আদালতে স্টেটাস

রিপোর্ট জমা দিল সিবিআই। শুক্রবার জমা পড়েছে সেই তিন পাতার স্টেটাস রিপোর্ট। এদিনই আদালতে প্রশ্ন উঠেছে, শর্তে বলা থাকলেও সন্দীপ ঘোষ ও অভিজিৎ মণ্ডল কেন আদালতে হাজিরা দিচ্ছেন না? আদালত তাঁদের হাজির হওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। সূত্রের খবর, ওই স্টেটাস রিপোর্টে সিবিআই জানিয়েছে নতুন করে তিনজনের কল ডিটেইলস জোগাড় করে নজর রাখা হচ্ছে। পাশাপাশি, ২৪ জনের বয়ান রেকর্ড করা হয়েছে বলেও সূত্রের খবর। আরজি কর হাসপাতালের আরও বেশ কিছু সিসিটিভি ফুটেজ সংগ্রহ করা হয়েছে তদন্তের জন্য। তিলোত্তমার মৃত্যুর পর তিনজনের কথোপকথন ট্র্যাক করার চেষ্টা করছে কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থা। তবে কোন তিনজনের কল রেকর্ড করা হয়েছে, তা উল্লেখ করেনি সিবিআই। সিবিআই এদিন রিপোর্টে উল্লেখ করেছে বৃহত্তর ষড়যন্ত্রের কথা। ঘটনা ধামাচাপা দেওয়া ও মূল ঘটনায় আর কেউ যুক্ত কি না, তা নিয়ে তদন্ত চলছে। আরজি কর মেডিক্যাল কলেজ ছাড়াও আশপাশের কয়েকটি স্ট্র্যাটেজিক পয়েন্টের সিসিটিভি ফুটেজ সংগ্রহ করা হয়েছে। সেগুলিও খতিয়ে দেখা হচ্ছে। সিবিআই আরও জানিয়েছে, সন্দীপ ঘোষ ও অভিজিৎ মণ্ডলের বিরুদ্ধে মূল ঘটনা ধামাচাপা দেওয়ার নতুন কোনও তথ্যপ্রমাণ পাওয়া গেলে জানানো হবে আদালতে। এদিকে, তিলোত্তমার পরিবারের আইনজীবী এদিন প্রশ্ন তোলেন, জামিনের শর্ত হিসেবে সন্দীপ ঘোষ ও অভিজিৎ মণ্ডলকে শিয়ালদহ আদালতে হাজির থাকার নির্দেশ থাকলেও তাঁরা হাজির থাকছেন না। এই অভিযোগ শোনার পর বিচারক নির্দেশ দিয়েছেন, আগামী ১৬ এপ্রিল আদালতে হাজির হতে হবে আরজি করের প্রাক্তন অধ্যক্ষ সন্দীপ ঘোষ ও টালা থানার প্রাক্তন ওসি অভিজিৎ মণ্ডলকে। এদিকে, তিলোত্তমার বাবা এদিন বিচারককে বলেন, ''আট মাস ধরে যেটা হবে হবে করছে, সেটা হচ্ছে না, এটাই বলার।'' এ কথা শুনে বিচারক বলেন, ''স্টেটাস রিপোর্টে অগ্রগতির কথা বলা আছে। একটু ধৈর্য্য ধরতে হবে। অভিযোগ যা আছে, তাতে রাতারাতি কিছু হবে না।'' আগামী ২৮ এপ্রিল সিবিআই-কে পরবর্তী স্টেটাস রিপোর্ট দিতে হবে বলে সিবিআইকে নির্দেশ আদালতের। তিলোত্তমার বাবা আরও বলেন, ''প্রথম চার্জশিটে যা লিখেছিল, এখনও তাই বলছে। বাকি যা বলার আইনজীবী বলবেন।'' তাঁকে বিচারক বলেন, ''নিজেকে ব্রাত্য ভাববেন না।''

## ৪০ ডিগ্রি ছুঁতে আর বেশিদিন বাকি নেই! প্রবল দাবদাহের আভাস দিয়ে দিল হাওয়া অফিস

**দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৮ মার্চঃ** কলকাতায় যে এবার ৪৫ ডিগ্রি তাপমাত্রা হতে পারে তার পূর্বাভাস আগেই মিলেছে। আর সেইদিন যে তাড়াতাড়ি আসছে তার ইঙ্গিতও চলে এল। শুক্রবার কলকাতার সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছুঁয়েছে ৩৭.৬ ডিগ্রি! যা স্বাভাবিকের তুলনায় প্রায় তিন ডিগ্রি বেশি। রাজ্যের বেশিরভাগ জেলায় প্রবল দাবদাহ শুরু হল বলে। হাওয়া অফিস বলছে, এতদিন ভোর এবং সন্ধেয় যে মনোরম আবহাওয়া ছিল তা উধাও হতে চলেছে। বরং এখন থেকে অস্বস্তি বাড়বে। কারণ ধীরে ধীরে তাপমাত্রার পারদ উর্ধ্বমুখী হবে। মার্চ মাসের শুরুর দিকে তাপপ্রবাহের সতর্কতা দেওয়া হয়েছিল। মাঝে বেশ কয়েকদিন তীব্র গরম অনুভূতও হয়েছে। তবে এরই মধ্যে খানিক বৃষ্টি হওয়ায় কিছুটা স্বস্তিদায়ক পরিবেশের দেখা মিলেছিল। তবে আর না। এবার পাকাপাকিভাবে গরম পড়ার পরিস্থিতি যে তৈরি হয়েছে তা পরিস্কার। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, বাতাসে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ তুলনামূলক ভাবে কম থাকতে পারে। তাই অস্বস্তিদায়ক গরম অনুভূত হবে। আপাতত দক্ষিণবঙ্গে বৃষ্টির কোনও সম্ভাবনা নেই। সব জেলাতেই শুষ্ক আবহাওয়া।

## 'তৃণমূলের সঙ্গে নয়, নিজেদের সঙ্গেই লড়েছি'

## বিজেপির অন্তর্দ্বন্দ্ব নিয়ে বিস্ফোরক মিঠুন

**দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৮ মার্চঃ** আগামী বছরের বিধানসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে রাজ্যের রাজনৈতিক উত্তাপ ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। এই পরিপ্রেক্ষিতে বিজেপির নেতা ও অভিনেতা মিঠুন চক্রবর্তী সম্প্রতি তাঁর বিস্ফোরক মন্তব্যের জন্য আলোচনায় এসেছেন। ২০২১-এর বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপির তৃণমূলের বিরুদ্ধে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার পর, তিনি বর্তমানে দলের ভিতরের অন্তর্দ্বন্দ্ব নিয়ে কথা বললেন। তাঁর মতে, দলের আগের ফলাফল ভালো না হওয়ার পেছনে সবচেয়ে বড় কারণ ছিল দলের মধ্যে বিভাজন এবং একে অপরের সঙ্গে লড়াই করা। মিঠুন চক্রবর্তী এক অনুষ্ঠানে বলেছেন, ''এবার আমাদের জিততেই হবে'', এবং এর পর সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে আরও বলেছেন, ''আমরা এবার জিতবই।'' তিনি জানিয়ে দিয়েছেন, দলের নেতারা যেমন সুকান্ত মজুমদার, শুভেন্দু অধিকারী প্রত্যেককে আলাদা আলাদা দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে এবং নিজেকে একটি আলাদা দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। তাঁর এই কথাগুলি বিজেপি দলের আত্মবিশ্বাসের প্রতিফলন হিসেবে দেখানো হচ্ছে, তবে তিনি ২০২১ সালের নির্বাচনের ফলাফল নিয়ে একেবারে খোলামেলা মন্তব্য করেছেন। ২০২১ সালের নির্বাচনের পর, বিজেপি তাদের প্রচার এবং প্রচেষ্টার পরেও তৃণমূল কংগ্রেসের বিরুদ্ধে সফল হতে পারেনি। এ বিষয়ে মিঠুন চক্রবর্তী বলেন, ''আসলে বোগাস বিষয়টা হল, আমরা তৃণমূলের সঙ্গে লড়িনি। নিজেদের সঙ্গে লড়েছি।'' তাঁর এই মন্তব্য দলের ভিতরের অশান্তি এবং অন্তর্দ্বন্দ্বকে

চিহ্নিত করছে। মিঠুন চক্রবর্তী এই অন্তর্দ্বন্দ্বের কারণেই ২০২১ সালের নির্বাচনে বিজেপি প্রত্যাশিত ফলাফল অর্জন করতে পারেনি বলে দাবি করেন। এছাড়া, মিঠুন চক্রবর্তী একটি বড় আর্জি জানিয়েছেন, ''৯ শতাংশ হিন্দু ভোটার যারা বিজেপিকে ভোট দেয় না, তারা যেন বিজেপিতে ফিরে আসে।'' তাঁর মতে, আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে যদি বিজেপি না জেতে, তাহলে হিন্দু বাঙালির ভবিষ্যৎ বিপদে পড়বে। তাঁর এই বক্তব্য বিজেপির প্রচারণা এবং দলীয় ইশতেহারের প্রতি সমর্থন বাড়ানোর একটি চেষ্টা হিসেবে দেখা যাচ্ছে। তবে, তৃণমূল কংগ্রেস এই মন্তব্যের প্রতিক্রিয়া জানিয়েছে এবং দাবি করেছে যে মিঠুন চক্রবর্তীর কথায় ভোটবাক্সে কোনো প্রভাব পড়বে না। তৃণমূলের বিধায়ক হুমায়ুন কবীর বলেছেন, ''এর আগে অমিত শাহের পাশে বসে মিঠুন বলেছিলেন এক কোটি সদস্য হলে রাজ্যটা বিজেপির হবে, কিন্তু সেই টার্গেটেও পৌঁছতে পারেনি বিজেপি। এবারও তাঁর কথায় কেউ ভোট দেবে না।'' তৃণমূলের মতে, বিজেপির জনপ্রিয়তা ক্রমশ কমছে এবং আগামী নির্বাচনে তার ভোট শতাংশ আরও কমবে। এখনও রাজ্যে রাজনৈতিক তাপমাত্রা বেশ উচ্চ রয়েছে। মিঠুন চক্রবর্তীর বক্তব্য, বিজেপির ভিতরের অশান্তি, এবং তৃণমূলের পাল্টা অভিযোগের মাধ্যমে আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনের ফলাফল নির্ধারণের দিক থেকে অনেক কিছু পরিস্কার হতে চলেছে। রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, এই ধরনের অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বগুলি যে কোনো দলের জন্য একটি বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়াতে পারে। আগামী বছর রাজ্যের ভোটযুদ্ধ কোন দিকে মোড় নেবে, তা নিয়ে এখনও নিশ্চিতভাবে কিছু বলা সম্ভব নয়, তবে এটা পরিস্কার যে এই নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা বেশ কঠিন হবে।

## বিদেশে মুখ্যমন্ত্রীকে 'অপমান', প্রতিবাদে পথে নাম তৃণমূলের মহিলা ব্রিগেড

**দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৮ মার্চঃ** অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের কেলগ কলেজে বৃহস্পতিবার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বক্তৃতার মাঝে বিশৃঙ্খলার পরিবেশ তৈরি করেছিলেন একাংশ শ্রোতা। অভিযোগ, বিশৃঙ্খলাকারীরা বামেদের ছাত্র সংগঠন এসএফআইয়ের সদস্য। এর প্রতিবাদে শুক্রবার কলকাতা-সহ রাজ্যের জেলায় জেলায় মিছিল করল তৃণমূল মহিলা কংগ্রেস। এদিন সুবোধ মল্লিক স্কোয়ার থেকে ডোরিনা ক্রসিং পর্যন্ত মিছিল করে তৃণমূল। নেতৃত্বে ছিলেন চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য, শশী পাঁজা। সম্প্রতি খড়গপুরে মহিলাদের গালিগালাজ করার অভিযোগ উঠেছিল বিজেপি নেতা দিলীপ ঘোষের বিরুদ্ধে। মিছিল থেকে দিলীপ ঘোষকেও ধিক্কার জানান তৃণমূলের মহিলারা। তাঁদের হাতে থাকা ব্যানার, পোস্টারে লেখা ছিল, 'বাম-রামের অসভ্যতা মানছি না।' অক্সফোর্ডের কেলগ কলেজের আমন্ত্রণে সাড়া দিয়ে সেখানে গিয়েছিলেন বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বৃহস্পতিবার তাঁর বক্তব্যের মধ্যেই রাজ্যের বিনিয়োগ পরিস্থিতি, টাটার

বাংলা ছেড়ে চলে যাওয়া থেকে শুরু করে আরজি কর- বিভিন্ন বিষয় নিয়ে প্রশ্ন তোলেন একাংশ শ্রোতা। তাঁরা চিৎকার করে মুখ্যমন্ত্রীর বক্তৃতা থামিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেন। মুখ্যমন্ত্রী পাল্টা বলেন, ''এখানে মিথ্যে কথা বলে আমাকে অপমান না করে বাংলায় গিয়ে নিজেদের দলকে শক্তিশালী করুন।'' ঘটনার কিছু পরে সোশ্যাল মাধ্যমে কেলগ কলেজের কিছু ছবি ভাইরাল হয়। তাতে দেখা যায়, মুখ্যমন্ত্রীর উদ্দেশে প্রশ্নকর্তাদের বেশির ভাগই সিপিএমের ছাত্র সংগঠন এসএফআইয়ের ইউকে ইউনিটের সদস্য। এরই প্রতিবাদে এদিন কলকাতা-সহ রাজ্যজুড়ে মিছিল করে মহিলা তৃণমূল কংগ্রেস। চন্দ্রিমা, শশীরা বলেন, ''মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় রাজ্য তথা দেশের প্রতিনিধি হিসেবে বিদেশে গিয়েছিলেন। বাম-রাম যেভাবে অসভ্যতা করল বাংলার মানুষ ভোটের আগে, ভোটের সময় এবং ভোটের পরে আবারও তার জবাব দেবে।'' অর্থাৎ লন্ডন কাণ্ডকে সামনে রেখে পাল্টা জনমত গঠনে নেমে পড়ল শাসকদল।

## যাদবপুরে উপাচার্য অপসারণের প্রতিবাদে উত্তাল ক্যাম্পাস

**দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৮ মার্চঃ** যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ভাস্কর গুপ্তের অপসারণের ঘটনা, যেটি তাঁর অবসর গ্রহণের মাত্র চার দিন আগে ঘটল, তা একাধিক প্রশ্ন এবং বিতর্কের সৃষ্টি করেছে। ২০২৪ সালের এপ্রিলে উপাচার্য হিসেবে নিয়োগ পাওয়ার পর, তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নতি এবং শিক্ষার মান বাড়ানোর জন্য নানা পদক্ষেপ নিয়েছিলেন। তবে, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে সাম্প্রতিক সময়ে চলতে থাকা অশান্তি এবং ছাত্র আন্দোলনকে কেন্দ্র করে উপাচার্য ভাস্কর গুপ্তের ভূমিকা নিয়ে বিভিন্ন মহলে বিতর্ক উঠেছিল। তাঁর বিরুদ্ধে একাধিক অভিযোগও উঠেছিল, যার মধ্যে অন্যতম ছিল বিশ্ববিদ্যালয়ের শৃঙ্খলা রক্ষায় ব্যর্থতা। ২৭ মার্চ, ২০২৫ তারিখে রাজভবন থেকে এক চিঠির মাধ্যমে উপাচার্য ভাস্কর গুপ্তকে জানানো হয় যে, তাঁর নিয়োগ সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি প্রত্যাহার করা হচ্ছে এবং তাকে তৎকালীনভাবে অপসারণ করা হচ্ছে। এটি একটি চমকপ্রদ এবং অপ্রত্যাশিত পদক্ষেপ ছিল, কারণ উপাচার্যকে অপসারণের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে তার অবসরের মাত্র চার দিন আগে। যদিও চিঠিতে এ সিদ্ধান্তের কোনো নির্দিষ্ট কারণ উল্লেখ করা হয়নি, তবে এর ফলে অনেকেই মনে করছেন যে, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে চলমান অশান্তির কারণেই এই পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে গত এক মাস ধরে চলা অশান্তি এবং ছাত্র আন্দোলন বিশেষ গুরুত্ব পায়। ওয়েবকুপার বৈঠককে কেন্দ্র করে এই অশান্তি আরও তীব্র হয়ে ওঠে। ছাত্ররা উপাচার্যকে উদ্দেশ্য করে নানা স্লোগান দিয়েছে এবং তার পদত্যাগের দাবিতে আন্দোলন চালিয়েছে। এর মধ্যে উপাচার্যের ভূমিকা নিয়ে নানা প্রশ্ন উঠেছিল, বিশেষ করে বিশ্ববিদ্যালয়ে ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে তাঁর অবস্থান এবং প্রতিক্রিয়া নিয়ে। বিভিন্ন রাজনৈতিক দল এবং শিক্ষাবিদরা এ বিষয়ে নিজেদের মতামত প্রকাশ করেছেন এবং পরিস্থিতির প্রতি উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। অপসারণের পর, উপাচার্য ভাস্কর গুপ্ত সংবাদ মাধ্যমের কাছে বলেন, ''আজকের দিন ধরলে অবসরের ৪ দিন বাকি। কেন এই নির্দেশ, তার কোনো কারণ লেখা নেই ওই চিঠিতে। আমি বিশ্ববিদ্যালয়কে ভালোবাসি, ভালো বা খারাপ লাগার উর্ধ্বে আমি। যখন বিশ্ববিদ্যালয় ডাকবে, আমি আছি।'' এই পদক্ষেপটি রাজ্যপাল সি ভি আনন্দ বোসের সিদ্ধান্ত বলে মনে করা হচ্ছে। যদিও রাজভবন বা রাজ্য সরকারের তরফে এর পেছনের কোনো সুনির্দিষ্ট কারণ জানানো হয়নি, তবে এটি স্পষ্ট যে, বিশ্ববিদ্যালয়ে চলমান অশান্তি এবং ছাত্রদের প্রতিবাদের চাপের কারণে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এমনকি, এটি বিশ্ববিদ্যালয়ের শৃঙ্খলা এবং প্রশাসনিক কাঠামোকে শক্তিশালী করার একটি পদক্ষেপও হতে পারে। এছাড়া, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার ইন্দ্রজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়ও এই চিঠির বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন এবং তিনি জানান, চিঠিটি পেয়েছেন এবং এর বিষয়ের সাথে পরিচিত। তবে এখনো পর্যন্ত কোনও সরকারি ব্যাখ্যা বা প্রতিক্রিয়া জানানো হয়নি। অবশেষে, এই ঘটনা একদিকে যেমন শিক্ষাব্যবস্থায় প্রশাসনিক হস্তক্ষেপের উদাহরণ হতে পারে, তেমনি অন্যদিকে এটি রাজনৈতিক এবং সামাজিক অশান্তির সঙ্গে সম্পর্কিত বলেও দেখা হচ্ছে। আগামী দিনগুলোতে, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে উপাচার্যের এই অপসারণের সিদ্ধান্তের পেছনে থাকা আসল কারণ এবং এর প্রভাব কী হবে, তা বুঝতে আরও সময় লাগবে।

## মায়ানমারে ভয়াবহ ভূমিকম্প, চারদিকে মৃতদেহ, ভাঙল বহুতল! বিধ্বস্ত ব্যাঙ্কক

**ব্যাঙ্কক, ২৮ মার্চঃ** জোড়া ভূমিকম্পে কার্যত ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে মায়ানমার। হু হু করে বাড়ছে মৃতের সংখ্যা। আর এই ভয়াবহ ভূমিকম্পের প্রভাব পড়েছে কলকাতা, দিল্লি-সহ উত্তর ভারতের বিস্তীর্ণ অংশেও। জোরাল কম্পন অনুভূত হয়েছে বাংলাদেশেও। ভূমিকম্প-বিশেষজ্ঞরা বলছেন, গত ২০ বছরে মায়ানমারে এমন ভূমিকম্প হয়নি। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জিওলজিক্যাল সার্ভের তথ্য অনুযায়ী, শুক্রবার মায়ানমারে জোড়া কম্পনের মাত্রা ছিল যথাক্রমে ৭.৭ এবং ৬.৪। প্রথম কম্পনটি হয় ভারতীয় সময় সকাল ১১টা ৫০ মিনিটে। আর দ্বিতীয় কম্পনটি হয় ১২টা ২ মিনিটে। প্রথমটির উৎসকেন্দ্র মায়ানমারের বার্মার ১২ কিলোমিটার উত্তরে অবস্থিত। আর দ্বিতীয়টির উৎসকেন্দ্র মায়ানমারের লকসকের ১৫১ কিলোমিটার পশ্চিমে। দু'টি কম্পনের ক্ষেত্রেই উৎপত্তিস্থল ছিল মাটির ১০ কিলোমিটার নীচে। সূত্রের খবর, মান্দালয় শহরে একাধিক বহুতল ভেঙে পড়েছে। একটি মসজিদ ভেঙে পড়েছে। তার নীচে চাপা পড়ে অনেকের মৃত্যু হয়েছে। জোরালো কম্পন অনুভূত হয়েছে প্রতিবেশী থাইল্যান্ডেও। সেখানকার রাজধানী ব্যাঙ্ককে একটি বহুতল ভেঙে পড়েছে। বহুতলটি নির্মীয়মাণ অবস্থায় ছিল। থাইল্যান্ডের উপপ্রধানমন্ত্রী জানিয়েছেন, এই ঘটনায় এখনও পর্যন্ত তিন জনের মৃত্যু হয়েছে। ৮১ জন নিখোঁজ। জলোচ্ছাস দেখা গিয়েছে বড় বড় হোটেলের সুইমিং পুলেও। কম্পন এতটাই তীব্র ছিল

যে, ৯০০ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত ব্যাঙ্ককের হোটেল, শপিং মল কাঁপতে শুরু করে। আতঙ্কে বাড়ির বাইরে বেরিয়ে আসেন স্থানীয় বাসিন্দারা। ভূমিকম্পের কারণে ব্যাঙ্ককে জরুরি বৈঠকে বসেন তাইল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রী। সংবাদ সংস্থা পিটিআই জানিয়েছে, অন্তত ৪৩ জন শ্রমিক নির্মীয়মাণ বহুতলের ধ্বংসস্তূপে আটকে পড়েছেন। এক জনের মৃত্যু নিশ্চিত করেছে রয়টার্স। এই পরিস্থিতিতে ব্যাঙ্ককে জরুরি বৈঠকে বসেন থাইল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রী। একটি ভিডিওতে দেখা গেছে, ব্যাঙ্ককের একটি নির্মীয়মাণ বাড়ি খোলামকুচির মতো গুঁড়িয়ে মাটিতে মিশে গিয়েছে। এখনও পর্যন্ত সুনামি সতর্কতা জারি করা হয়নি। মায়ানমারে ভূমিকম্পের উপত্তিস্থল থেকে ব্যাঙ্ককের দূরত্ব প্রায় ৯০০ কিলোমিটার। কিন্তু এই ভূমিকম্প এতটাই তীব্র ছিল যে, ব্যাঙ্ককে জোরালো কম্পন অনুভূত হয়েছে। ভূমিকম্পের পর ব্যাঙ্ককজুড়ে ট্রেন এবং মেট্রো পরিষেবা বন্ধ হয়ে গিয়েছে। মায়ানমারে ভেঙে পড়েছে বিখ্যাত আভা সেতু। সোশ্যাল মিডিয়ায় তার কিছু ভিডিও ছড়িয়ে পড়েছে। সাগাইং থেকে ২৪ কিলোমিটার দূরে মান্দালয়ে ধ্বংসস্তূপের মধ্যে কয়েক জন আটকে পড়েছেন বলে প্রাথমিক ভাবে খবর পাওয়া গিয়েছে। অন্যদিকে, এদিন কলকাতা, হাওড়া, দুই ২৪ পরগনার একাংশের বাসিন্দারা কম্পন টের পেয়েছেন। কলকাতার কয়েকটি বহুতলে সিলিংফ্যান নড়তে দেখেন অনেকে। দেওয়ালে টাঙানো ছবিও নড়তে থাকে। যা দেখে তীব্র আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। অনেকেই বহুতল ছেড়ে বেরিয়ে আসেন রাস্তায়। ওই ভূমিকম্পের পরেই ভারতের মেঘালয়ের পূর্ব গারো পাহাড়ে কম্পন হয়। রিখটার স্কেলে তীব্রতা ছিল ৪। মায়ানমার ও থাইল্যান্ডের ভূমিকম্প নিয়ে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। এক্স হ্যান্ডেলে তিনি লেখেন, 'মায়ানমার এবং থাইল্যান্ডের ভূমিকম্প পরবর্তী পরিস্থিতি নিয়ে উদ্বিগ্ন। সকলের নিরাপত্তা এবং সুস্থতা প্রার্থনা করছি। সম্ভাব্য সমস্ত রকম সহায়তা প্রদানের জন্য প্রস্তুত ভারত। সংশ্লিষ্ট সকল দফতরকে সাহায্যের জন্য প্রস্তুত থাকতে বলা হয়েছে। এছাড়াও, বিদেশ মন্ত্রককে মায়ানমার এবং থাইল্যান্ড সরকারের সাথে যোগাযোগ রাখতে বলা হয়েছে।' একদিকে, বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকা, চট্টগ্রাম-সহ একাধিক জায়গায় ভূমিকম্প অনুভূত হয়েছে। তবে কোনও ক্ষয়ক্ষতির খবর পাওয়া যায়নি। মায়ানমারে ভূমিকম্প অবশ্য নতুন নয়। ১৯৩০ থেকে ১৯৫৬ সালের মধ্যে সে দেশে সাত বা তার বেশি মাত্রার ছ'টি ভূমিকম্প হয়েছিল। মায়ানমারের উত্তর থেকে দক্ষিণে বিস্তৃত রয়েছে সাগাইং চ্যুতিরেখা। প্রায়ই ভূ-আন্দোলনের কারণে ভূমিকম্প হয় ভারতের এই পড়শি দেশে।

## জম্মু ও কাশ্মীরে জঙ্গিদমন অভিযানে শহীদ পুলিশকর্মী, শোকপ্রকাশ উপরাজ্যপালের

জম্মু, ২৮ মার্চ ঃ গত রবিবার থেকেই কাঠুয়ায় জঙ্গিদমন অভিযান চলছিল। তাতে প্রাণ গিয়েছে একাধিক পুলিশ কর্মীর। বিষয়টি নিশ্চিত করেছে ভারতীয় সেনাবাহিনীর রাইজিং স্টার কর্পস। এই ঘটনায় শোকপ্রকাশ করেছেন জম্মু ও কাশ্মীরের উপ রাজ্যপাল মনোজ সিনহা।তিনি জানান, জম্মু ও কাশ্মীর পুলিশের বীর শহীদদের প্রতি আমি শ্রদ্ধা জানাই, যারা মাতৃভূমির জন্য তাঁদের জীবন উৎসর্গ করেছেন। তাঁদের পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা জানাই। কাঠুয়ায় গুলির লড়াইয়ে বেশ কয়েকজন জঙ্গিকে নিকেশ করা হয়েছে। জম্মু ও কাশ্মীর পুলিশ এবং নিরাপত্তা বাহিনীর অভিযান চলছে।উল্লেখ্য, রবিবার থেকে কাঠুয়ায় জঙ্গিদের সঙ্গে সংঘর্ষ চলছে নিরাপত্তা বাহিনীর। সেনাবাহিনী, জাতীয় নিরাপত্তা রক্ষী, সীমান্তরক্ষী বাহিনী, পুলিশ, স্পেশাল অপারেশন গ্রুপ এবং সেন্ট্রাল রিজার্ভ পুলিশ ফোর্সের দল গত পাঁচ দিন ধরে এলাকায় জঙ্গি দমনে তপর হয়েছে। বৃহস্পতিবার বিকেলের দিকে দুই জঙ্গির নিকেশ হওয়ার খবর মেলে। আর শুক্রবার খবর পাওয়া যায় যে, জঙ্গিদমন অভিযানে শহীদ হয়েছেন পুলিশকর্মী।

## ওড়িশায় তাপপ্রবাহ, অরুণাচলে বৃষ্টির পূর্বাভাস

নয়াদিল্লি, ২৮ মার্চঃ ওড়িশার অভ্যন্তরীণ স্থানে বিভিন্ন অঞ্চলে তাপপ্রবাহের পূর্বাভাস দিয়েছে আবহাওয়া দফতর। এছাড়া উপকূলীয় অন্ধ্র প্রদেশ এবং ইয়ানামে সারাদিন গরম এবং আর্দ্র আবহাওয়া বিরাজ করার সম্ভাবনা রয়েছে। পাশাপাশি, হাওয়া অফিসের তরফে শনিবার পর্যন্ত অরুণাচল প্রদেশের কিছু অংশে ভারী বৃষ্টিপাত ও তুষারপাতের পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছে।উল্লেখ্য, কেরল, মাহে, অরুণাচল প্রদেশ, অসম, মেঘালয়, হিমালয় সন্নিহিত পশ্চিমবঙ্গে শুক্রবার বজ্রবিদ্যুৎসহ ঝড় বৃষ্টির পূর্বাভাস দিয়েছে আবহাওয়া দফতর।

## সুটকেস বন্দি মহিলার দেহ, ধৃত স্বামী

বেঙ্গালুরু, ২৮ মার্চ ঃ বেঙ্গালুরু-তে চাঞ্চল্যকর হত্যাকাণ্ড। দক্ষিণ বেঙ্গালুরুর এক আবাসনে এক ব্যক্তি তার স্ত্রী-কে খুন করে স্যুটকেসে দেহ লুকিয়ে রেখে পালায়। পরে সেই ব্যক্তি পুণে থেকে ফোন করে বেঙ্গালুরুতে নিজেই সেই খবর দেয়। জানায়, সে তার স্ত্রী-কে খুনের পর দেহ তার ঘরের এক কোণে স্যুটকেসে রেখে পালিয়ে গিয়েছে।এরপর বেঙ্গালুরু পুলিশের এক বিশেষ দল পুণেতে গিয়ে স্থানীয় পুলিশের সঙ্গে অভিযান চালিয়ে ওই ব্যক্তিকে গ্রেফতার করে। তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

## পশ্চিমবঙ্গে কোনও আইন-শৃঙ্খলা নেই, তোপ মনোজ টিগ্গার

নয়াদিল্লি, ২৮ মার্চ ঃ পশ্চিমবঙ্গের আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করলেন বিজেপি সাংসদ মনোজ টিগ্গা। বৃহস্পতিবার সকালে সংসদ চত্বরে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে মনোজ টিগ্গা বলেছেন, পশ্চিমবঙ্গে কোনও আইন-শৃঙ্খলা নেই। বিরোধী দলের নেতা, বিশেষ করে বিজেপিকে টার্গেট করা হচ্ছে। তৃণমূল কংগ্রেস সরকার গণতন্ত্র ও সংবিধানে বিশ্বাসী নয়।আসলে বিজেপি নেতা অর্জুন সিংয়ের বাড়িতে হামলা প্রসঙ্গে এই মন্তব্য করেছেন মনোজ। বুধবার রাতে অর্জুন সিংয়ের বাড়িতে হামলা চালায় অজ্ঞাত পরিচয় দুষ্কৃতীরা। অর্জুন সিং বলেছেন, আমি বুঝতে পারছি না কী হচ্ছে। ৪ অক্টোবরও নমিত সিং, সাদ্দাম এবং তার দলবল এখানে আক্রমণ করেছিল। তারা বোমা ছুঁড়েছিল এবং আমি আহত হয়েছিলাম। রাত ১০.২০ মিনিট নাগাদ আমরা গুলির শব্দ শুনতে পেলাম, আমরা যখন দেখতে গেলাম, তখন পুলিশ-সহ ৫০-৬০ জন লোক ইতিমধ্যেই ঘটনাস্থলে উপস্থিত ছিল। আমরা যখন ফিরে আসি, তখন দেখি আমার বাড়িতে দু'টি বোমা ছোঁড়া হয়েছে। একটি ফেটেছে এবং অন্যটি তাজা।

# প্রধানমন্ত্রী রাষ্ট্রীয় বাল পুরস্কারের জন্য আবেদনপত্র আহ্বান নারী ও শিশু কল্যাণ মন্ত্রকের

নয়াদিল্লি, ২৮ মার্চ ঃ নারী ও শিশু কল্যাণ মন্ত্রক, প্রধানমন্ত্রী রাষ্ট্রীয় বাল পুরস্কার-এর জন্য আবেদন আহ্বান করেছে। আবেদনকারীরা ১ এপ্রিল থেকে জাতীয় পুরস্কার পোর্টাল-এর মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন। ভারত সরকারের প্রেস ইনফরমেশন ব্যুরোর তরফে এই বিষয়ে জানানো হয়েছে।জানানো হয়েছে যে, https:awards.gov.in - এর মাধ্যমে আবেদনপত্র জমা দেওয়া যাবে। ভারতে বসবাসকারী ৫ বছর থেকে ১৮ বছর বয়সী (৩১ জুলাই, ২০২৫ তারিখের হিসেবে) যে কোনও ভারতীয় নাগরিক এই পুরস্কারের জন্য যোগ্য। পুরস্কারের জন্য স্ব-মনোনয়ন এবং সুপারিশ দুই-ই বিবেচ্য হবে। অনলাইনে আবেদন জমা দেওয়ার শেষ তারিখ ৩১ জুলাই, ২০২৫।উল্লেখ্য, নারী ও শিশু কল্যাণ মন্ত্রক প্রতি বছর সাহসিকতা, ক্রীড়া, সমাজ সেবা, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি, পরিবেশ এবং শিল্প ও সংস্কৃতিতে কৃতিত্বের অধিকারী বিশেষ শিশুদের প্রধানমন্ত্রী রাষ্ট্রীয় বাল পুরস্কার প্রদান করে।

## চীনা-কানাডার সঙ্গে একই সারিতে নয়, ট্রাম্পের শুল্ক -নীতিতে ছাড় পেতে পারে ভারত

নয়াদিল্লি,২৮ মার্চঃশুল্ক-যুদ্ধে নয়াদিল্লিকে খানিকটা রেহাই দেবে আমেরিকা। ক্ষমতায় এসেই ভারতে আমদানিকৃত পণ্যে চড়া করের হার নিয়ে সরব হয়েছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। আগামী ২ এপ্রিল থেকে পাল্টা শুল্ক আরোপের ঘোষণা করেছেন তিনি। এর মধ্যে হোয়াইট হাউস সূত্রে জানা যাচ্ছে, শুল্ক আরোপের ক্ষেত্রে চীন, মেক্সিকো ও কানাডার সঙ্গে ভারতকে এক বন্ধনীতে নাও রাখতে পারে আমেরিকা। দেওয়া হতে পারে বা।তি কিছু ছাড়।গত বুধবার থেকেই ভারত-মার্কিন বাণিজ্য চুক্তি নিয়ে বৈঠক শুরু হয়েছে নয়াদিল্লিতে। মার্কিন প্রতিনিধি দলের সঙ্গে আলোচনা মসৃণভাবেই এগচ্ছে। এখনও পর্যন্ত কোনও মতপার্থক্য সামনে আসেনি। সূত্র মারফত জানা গিয়েছে, নয়া বাণিজ্য ব্যবস্থা যাতে একধাক্কায় কার্যকর না হয়, সেই চেষ্টা চালাচ্ছেন ভারতীয় আধিকারিকরা। অর্থাৎ ক্ষেত্র বিশেষে ধাপে ধাপে এই সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত চালু হওয়ার উপর জোর দেওয়া হচ্ছে। সমঝোতা অনুসারে, আমেরিকায় যে সব ভারতীয় পণ্যের চাহিদা ও বাণিজ্যের পরিমাণ বেশি, সেগুলিতে মাঝারি হারে শুল্ক ধার্য হতে পারে। এমনটা হলে আমেরিকায় ভারতীয় রপ্তানিতে শুল্ক চাপানোর প্রভাব কমিয়ে আনা সম্ভব হবে। আগামী তিনদিনের মধ্যেই আলোচনায় নতুন চুক্তির রূপরেখা চূড়ান্ত করার চেষ্টা চালানো হচ্ছে। আলোচনা আপাতত ইতিবাচক । তবে ভারতের কাছে শুল্কে আরও ছাড় চেয়ে চাপ দিচ্ছে আমেরিকা।ভারত ইতিমধ্যেই নমনীয় অবস্থান নিয়েছে। সূত্রের খবর, আমেরিকা যে হারে শুল্ক আরোপের কথা বলেছে, তাতে ভারতের ৮৭ শতাংশ রপ্তানিতে প্রভাব ফেলবে। এজন্য ৫৫ শতাংশ মার্কিন পণ্যে কেন্দ্র শুল্ক হ্রাসের কথা কেন্দ্র ভাবছে বলে খবর মিলেছিল। তারপরই আমেরিকা পাল্টা শুল্ক থেকে ভারতীয় ব্যবসায়িক মহলকে স্বস্তি দিতেই পদক্ষেপ করার ব্যাপারে ভাবনাচিন্তা করছে। যদিও এই প্রস্তাব রয়েছে আলোচনা স্তরেই।

## কৃতীদের হাতে নিয়োগপত্র তুলে দিলেন যোগী, স্বচ্ছ পরীক্ষার ওপর জোর মুখ্যমন্ত্রীর

লখনউ, ২৮মার্চ ঃ কৃতীদের হাতে চাকরির নিয়োগপত্র তুলে দিলেন উত্তর প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ। গত বৃহস্পতিবার লখনউয়ের লোক ভবন অডিটোরিয়ামে আয়োজিত ইউপি পাবলিক সার্ভিস কমিশন এবং ইউপি সাবঅর্ডিনেট সার্ভিসেস সিলেকশন কমিশন কর্তৃক উত্তীর্ণ আয়ুষ বিভাগের ২৮৩ জন মেডিকেল অফিসারকে নিয়োগপত্র বিতরণ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ।মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ এদিন বলেছেন, এই নিয়োগপত্র বিতরণ অনুষ্ঠানটি সরকারের উদ্দেশ্য, সততা এবং স্বচ্ছতার একটি উদাহরণ। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর অনুপ্রেরণায়, রাজ্য সরকার গত ৮ বছরে রাজ্যের জনগণকে প্রায় ৮.৫ লক্ষ সরকারি চাকরি দিয়েছে। আমি ইউপিপিএসসি এবং।ইউপিএসএসএসসি-কে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই, সততার সাথে এবং সরকারের উদ্দেশ্য অনুসারে নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার জন্যএগিয়ে আসতে হবেই।

# বাড়িতে পুলিশি হানা, হাই কোর্টের দ্বারস্থ অর্জুন সিং

কলকাতা, ২৮ মার্চ ঃবোমা-গুলি কাণ্ডে গত বুধবার রাত থেকে উত্তপ্ত ভাটপাড়া। ঘটনায় ব্যারাকপুরের প্রাক্তন সাংসদ, বিজেপি নেতা অর্জুন সিংকে বার বার নোটিস ধরিয়েছে পুলিশ। এরই মধ্যে তাঁকে 'গ্রেফতার করে খুনের চেষ্টা করা হতে পারে' বলে আশঙ্কা প্রকাশ করে শুক্রবার সকালে কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হলেন তিনি। বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষ মামলা দায়েরের অনুমতি দিয়েছেন।জগদ্দল গুলিকাণ্ডে দু'দিনে তিনবার থানায় তলব করা হয়েছে বিজেপি নেতা অর্জুন সিংকে। তাঁর বাড়ি মজদুর ভবনেও হানা দিয়েছে পুলিশ। অর্জুনবাবুর অভিযোগ, বিরোধী দলের নেতা হওয়ার কারণেই তাঁকে হেনস্থা করছে পুলিশ।বুধবার রাতে জগদ্দলের মেঘনা মিলের শ্রমিকদের মধ্যে অশান্তি হচ্ছিল। খবর পেয়ে সেখানে যান ১৮ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলরের ছেলে নমিত সিং। এরপর অশান্তি বাড়তে থাকে, গুলি চলে বলে অভিযোগ। এই অশান্তি নিয়ে বারাকপুরের প্রাক্তন সাংসদ অর্জুন সিংয়ের দাবি, বুধবার রাতে মজদুর ভবনেই ছিলেন তিনি। আচমকা ২ রাউন্ড গুলির শব্দ পান। সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে কয়েকজনকে সঙ্গে নিয়ে মেঘনা মোড়ের কাছে যান। অর্জুন সিং অভিযোগ করেন, তিনিই ছিলেন হামলার লক্ষ্য। দু'পক্ষের বচসার মাঝে চম্পট দিতে গিয়ে জখম হন এক যুবক। ঘটনাকে কেন্দ্র করে উত্তাল হয়ে ওঠে এলাকা।

## রবীন্দ্র সরোবর সংরক্ষণের লক্ষ্যে মুখ্যমন্ত্রীকে আর্জি পরিবেশবিদের

কলকাতা, ২৮ মার্চ ঃ কলকাতার একটি গুরুত্বপূর্ণ বাস্তুতন্ত্র রবীন্দ্র সরোবর সংরক্ষণের লক্ষ্যে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রীকে ফের আবেদন করলেন পরিবেশবিদ সোমেন্দ্র মোহন ঘোষ।আগেও রবীন্দ্র সরোবরের জীববৈচিত্র্য অক্ষুন্ন রাখতে প্রশাসনের বিভিন্ন পর্যায়ে আর্জি জানিয়েছেন পরিবেশবিদদের একাংশ। শুক্রবার সোমেন্দ্রবাবু জানিয়েছেন, মুখ্যমন্ত্রীকে আজই আমি মেল করেছি। পশ্চিমবঙ্গ জীববৈচিত্র্য বোর্ডের বিস্তৃত জরিপে ঐতিহ্য সমৃদ্ধ জীববৈচিত্র্যের কেন্দ্রবিন্দু হিসাবে হ্রদের গুরুত্ব তুলে ধরা হয়েছে। 'হ্রদ' নামেও পরিচিত রবীন্দ্র সরোবর কলকাতার দ্বিতীয় বৃহত্তম জলাশয়, ১৯২ একর বিস্তৃত।হ্রদটিতে উদ্ভিদ ও প্রাণীর এক চিত্তাকর্ষক সমাহার রয়েছে, যেখানে ৩৬৬ টিরও বেশি প্রজাতির স্থলজ ভাস্কুলার উদ্ভিদ এবং ১০৭ প্রজাতির আবাসিক ও পরিযায়ী পাখি রয়েছে। হ্রদের পরিবেশগত গুরুত্ব অনস্বীকার্য, এটি কার্বন সিঙ্ক, একটি নগর সবুজ স্থান এবং বিভিন্ন জলজ ও স্থলজ প্রজাতির আবাসস্থল হিসেবে কাজ করে।তবে, এটি দূষণ, ইউট্রোফিকেশন এবং মানুষের চাপ সহ উল্লেখযোগ্য চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি। রবীন্দ্র সরোবরকে 'ঐতিহ্য জীববৈচিত্র্য স্থান' ঘোষণা করা এই গুরুত্বপূর্ণ বাস্তুতন্ত্র সংরক্ষণের দিকে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হবে। প্রস্তাবটি হ্রদের রক্ষক কলকাতা মেট্রোপলিটন ডেভেলপমেন্ট অথরিটির ছাড়পত্রের জন্য অপেক্ষা করছে।

## জোজিলা সড়ক সুড়ঙ্গের কাজ প্রায় ৭০ শতাংশ শেষ হয়েছে, জানালেন নীতিন

শ্রীনগর, ২৭ মার্চঃজম্মু ও কাশ্মীরে এশিয়ার দীর্ঘতম জোজিলা সড়ক সুড়ঙ্গের কাজ প্রায় ৭০ শতাংশ শেষ হয়েছে। ৫ হাজার ৫০০ কোটি টাকা ব্যয় নির্মীয়মান এই সড়ক সুড়ঙ্গটির কাজ সম্পূর্ণ হলে শ্রীনগর থেকে লাদাখের মধ্যে সারা বছর যোগাযোগ রক্ষা করা সম্ভব হবে। বৃহস্পতিবার কেন্দ্রীয় সড়ক পরিবহণ ও মহা সড়ক দফতরের মন্ত্রী নীতিন গড়কড়ি লোকসভায় এক প্রশ্নের লিখিত জবাবে একথা জানিয়েছেন। তিনি বলেন, সমগ্র জম্মু কাশ্মীরে সড়ক পরিকাঠামো নির্মাণে ২ লক্ষ কোটি টাকা ব্যয় করা হচ্ছে।

## ভূকম্পন অনুভূত কলকাতা সহ বাংলার একাধিক জেলায়

কলকাতা, ২৮ মার্চ ঃ শুক্রবার কয়েক মিনিটের ব্যবধানে জোড়া ভূমিকম্প মায়ানমারে। রিখটার স্কেলে প্রথম কম্পনের মাত্রা ৭.৭ এবং দ্বিতীয়টির মাত্রাও প্রায় ৭। এমনটাই জানিয়েছে ন্যাশনাল সেন্টার ফর সিসমোলজি। এই ভূমিকম্পের প্রভাব পড়েছে ভারত-বাংলাদেশেও। কম্পন অনুভূত হয়েছে কলকাতা, হাওড়া, হুগলি ও সিকিমের একাধিক জায়গায়। কেঁপেছে দিল্লিও।শুক্রবার দুপুর ১২ঃ০৫ নাগাদ হিঙ্গলগঞ্জ ও হাসনাবাদের একাংশে অনুভূত হল ভূমিকম্প। দুই মিনিটের বেশি সময় ধরে চলা কম্পনে আতঙ্কিত হয়ে পড়েন বাসিন্দারা। এদিন দুপুরে দক্ষিণ ২৪ পরগনার ক্যানিং হঠাই ভূমিকম্পে কেঁপে ওঠে। আতঙ্কিত হয়ে পড়েন মানুষজন। বাড়ি থেকে বেরিয়ে শাঁখ, ঘণ্টা বাজাতে থাকেন তাঁরা। এছাড়াও বারুইপুর, নন্দীগ্রাম, মহিষাদল, মেদিনীপুর একাধিক জেলাতেও কম্পন অনুভূত হয়।

# কর্পোরেটর ও কাউন্সিলরদের সাম্মানিক ভাতা প্রদান নিয়ে ত্রিপুরা সরকার চিন্তা করছেঃমুখ্যমন্ত্রী

আগরতলা, ২৮ মার্চ ঃ পুর নিগমের কর্পোরেটর ও পুর পরিষদ এবং নগর পঞ্চায়েতের কাউন্সিলরদের সাম্মানিক ভাতা প্রদানের বিষয়ে চিন্তাভাবনা করছে সরকার। বৃহস্পতিবার বিধানসভায় প্রশ্নোত্তর পর্বে বিধায়ক দীপক মজুমদারের এক প্রশ্নের উত্তরে একথা জানান নগর উন্নয়ন দপ্তরের দায়িত্বপ্রাপ্ত তথা মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডাঃ) মানিক সাহা।জেলা পরিষদ, পঞ্চায়েত সমিতি এবং পঞ্চায়েত ও ভিলেজ কমিটিগুলির পর এবার আগরতলা পুর নিগমের কর্পোরেটর সহ বিভিন্ন পুর পরিষদ ও নগর পঞ্চায়েতের কাউন্সিলরদের সাম্মানিক ভাতা প্রদানের বিষয়ে চিন্তাভাবনা করছে রাজ্য সরকার। বৃহস্পতিবার বিধানসভায় বিধায়ক দীপক মজুমদার কর্তৃক আনিত এক প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে নগর উন্নয়ন দপ্তরের দায়িত্বপ্রাপ্ত তথা মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডাঃ) মানিক সাহা এই তথ্য জানিয়েছেন।মুখ্যমন্ত্রী জানান ,বিষয়টি নিয়ে সরকার চিন্তা ভাবনা করছে। বিষয়টি সরকারের বিবেচনায় রয়েছে। এদিন বিধানসভায় মুখ্যমন্ত্রী এই আশ্বাস প্রদান করায় মুখ্যমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন আগরতলা বিধায়ক দীপক মজুমদার।প্রসঙ্গত, ত্রয়োদশ বিধানসভার ষষ্ঠ অধিবেশনে রাজ্যের মন্ত্রী, বিধায়ক, প্রাক্তন মন্ত্রী এবং প্রাক্তন বিধায়কদের বেতন ভাতা বৃদ্ধির সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। এরপর চলতি বিধানসভার বাজেট অধিবেশনে রাজ্যের জেলা পরিষদ, পঞ্চায়েত সমিতি, গ্রাম পঞ্চায়েত এবং ভিলেজ কমিটির নির্বাচিত সদস্যদের ভাতা বৃদ্ধির পরিকল্পনা রয়েছে বলে জানিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডাঃ) মানিক সাহা। এরপর পুর নিগম, পুর পরিষদ ও নগর পঞ্চায়েতের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের বেতন ভাতা প্রদানের বিষয়েও রাজ্য সরকারের চিন্তাভাবনা রয়েছে বলে জানান মুখ্যমন্ত্রী।

## অক্সফোর্ডে মমতার বক্তৃতার মাঝে বিক্ষোভ, খোঁচা কুণালের

কলকাতা ও লন্ডন, ২৮ মার্চঃ লন্ডনের অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের কেলগ কলেজে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বক্তব্যের মাঝে আচমকাই বাধা সৃষ্টির চেষ্টা করলেন জনাকয়েক বিক্ষোভকারী। ভোট পরবর্তী হিংসা, আরজি কর কাণ্ডের প্রসঙ্গ তুলতে মুখ্যমন্ত্রীকে বিড়ম্বনায় ফেলার চেষ্টা করেন বিক্ষোভকারীরা। যদিও ঠান্ডা মাথাতেই পাল্টা পরিস্থিতি সামাল দেন মুখ্যমন্ত্রী। সৌজন্য বজায় রেখেই বিক্ষোভকারীদের জবাব দেন তিনি।এর প্রেক্ষিতে বিক্ষোভকারীদের খোঁচা দিলেন তৃণমূল নেতা কুণাল ঘোষ। তিনি সোশ্যাল মিডিয়ায় লেখেন, সিপিএমের যে দুচারপিস অক্সফোর্ডে বাঁদরামি করল, এরা দেশ, বাংলার সম্মান ভাবে না।তাদের আমলে কী হয়েছিল, ভুলে গিয়েছে।সব ঘটনা মনে করাতে হবে সারা বাংলায়। সকলের বাধায় লেজ তুলে পালিয়েছে। বক্তৃতায় বাধা কেন? প্রশ্ন করো প্রশ্নোত্তর পর্বে। তা নয়, বাঁদরামিটা এদের সংস্কৃতি।এদের পরিকল্পিত অসভ্যতার খবর আগেই পেয়ে কদিন আগে পোস্ট করেছিলাম।এদের চিহ্নিত করে অনেকে কলকাতা কানেকশন পোস্ট করছেন। ভালো করছেন।রবীন্দ্রসঙ্গীত এরা বোঝে না। ডিজে শুনতে চাইছে।আরও একটি পোস্টে তিনি লেখেন, লেজ গুটিয়েই যদি পালাবি, তাহলে এলি কেন ছ'পিস বাঁদর?ফেস বুক আর গণশক্তিতে বিপ্লব করতে?

## পাঁচদিনের ভারত সফরে চিলির রাষ্ট্রপতি

নয়াদিল্লি, ২৮ মার্চ ঃচিলির রাষ্ট্রপতি, গ্যাব্রিয়েল বোরিক ১ এপ্রিল পাঁচদিনের ভারত সফরে আসছেন। এই সফরে মন্ত্রী, সাংসদ সহ উচ্চ পর্যায়ের প্রতিনিধিদের সাথে বৈঠক করবেন। রাষ্ট্রপতি হিসেবে এটি তাঁর প্রথম ভারত সফর। ভারত চিলি সম্পর্কের যাবতীয় ক্ষেত্র নিয়ে আলোচনার জন্য ১ এপ্রিল গ্যাব্রিয়েল বোরিক ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সঙ্গে বৈঠক করবেন। এছাড়াও, তিনি রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুর সঙ্গে সাক্ষা করবেন। রাষ্ট্রপতি বোরিক আগ্রা, মুম্বই, ও বেঙ্গালুরু ঘুরে ৫ তারিখে চিলির উদ্দেশ্যে রওনা হবেন। মুম্বই ও বেঙ্গালুরুতে তিনি রাজনীতিক, শিল্পপতি ও প্রযুক্তিবিদদের সঙ্গেও কথা বলবেন।

## চিন্ময়কৃষ্ণকে নিয়ে সতর্কতা তথাগত রায়ের

কলকাতা, ২৮ মার্চ মহম্মদ কামারুদ্দিন হেলাল নামে এক ব্যক্তির এক্সবার্তাকে কটাক্ষ করে বাংলাদেশে ধৃত চিন্ময়কৃষ্ণের ব্যাপারে ভারতের বিদেশ মন্ত্রককে সতর্ক করে দিলেন প্রাক্তন রাজ্যপাল তথাগত রায়।শুক্রবার তিনি এক্সবার্তায় লিখেছেন, প্রবাসী বাংলাদেশি টযলেট পরিচ্ছন্নতাকর্মীদের এই ধরনের মন্তব্য দেখায় যে এই সন্ন্যাসী (ধৃত ইসকন প্রচারক চিন্ময়কৃষ্ণ) অসুস্থ ইসলামপন্থীদের উপর কতটা আঘাত করেছেন। এখন ভারতের উচিত নিশ্চিত করা যে তাঁর যেন কোনও ক্ষতি না হয়। অন্যথায় তাঁর শেখ আবদুল্লাহ-নেহরু জুটির হাতে নিহত ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির মতো কপাল হতে পারে!এর আগে কামারুদ্দিন হেলাল এক্সবার্তায় লিখেছেন, এই সরকার হচ্ছে বাংলাদেশের জনগণের সরকার। এই সরকারের সাথে তোমরা সম্পর্ক না রাখতে পারলে তোমাদের সাথে আমাদের সম্পর্ক রাখার দরকার নেই। তোমরা যেই পা চাটা সরকার চাচ্ছ তা শুধু মাত্র হাসিনার পক্ষেই সম্ভব। সেই স্বপ্ন ভুলে যাও।বিদেশ মন্ত্রক ছাড়াও তথাগতবাবু তাঁর বার্তা যুক্ত করেছেন ভারতের বিদেশ মন্ত্রী ডঃ এস জয়শঙ্করের এক্স হ্যান্ডেলে।

## অনিল টাইগারের খুনে ক্ষুব্ধ বিজেপি, রাঁচিতে প্রতিবাদের সময় আটক প্রতুল

রাঁচি, ২৮ মার্চ ঃ দলীয় নেতা অনিল টাইগারকে খুনের ঘটনায় ক্ষোভে ফুঁসছে বিজেপি। অনিল টাইগারকে খুনের প্রতিবাদে গত বৃহস্পতিবার সকালে রাঁচিতে বিক্ষোভ দেখান বিজেপি নেতা প্রতুল শাহদেও। সেই প্রতিবাদের সময় প্রতুলকে পুলিশ আটক করে নিয়ে গিয়েছে। এক পুলিশ আধিকারিক প্রতুলকে গাড়িতে তুলে নিয়ে যায়। ক্ষোভের সুরে প্রতুল বলেছেন, অপরাধীদের ধরার পরিবর্তে, শান্তিপূর্ণভাবে প্রতিবাদকারী রাজনৈতিক নেতাদের পুলিশ ধরে নিয়ে যাচ্ছে।উল্লেখ্য, বিজেপি নেতা তথা প্রাক্তন জেলা পরিষদ সদস্য অনিল টাইগারের খুনের প্রতিবাদে বৃহস্পতিবার ঝাড়খণ্ডের বিভিন্ন সংগঠন ঝাড়খণ্ড বনধের ডাক দিয়েছে। বিজেপি, এজেএসইউ রাজ্যের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে। এই ঝাড়খণ্ড বনধের বিশেষ প্রভাব দেখা যায়নি। প্রসঙ্গত, গত বুধবার গুলি করে খুন করা হয় অনিল টাইগারকে।

## ঈদ উপলক্ষে গরিব সাধারণ মানুষদের ২০০০ শাড়ি ও বস্ত্র বিতরণ করা হল উত্তর ২৪ পরগনার শাসনে

দুরন্ত বার্তা,২৮ মার্চঃপবিত্র ঈদুল ফিতর উপলক্ষে ২০০০পিস বস্ত্র বিতরণ করা হল এবং তার সাথে সাথে বিরাট পরিপূর্ণ হেফজ কোরাণ প্রতিযোগিতা ২০২৫ অনুষ্ঠিত হলো উত্তর ২৪ পরগনার শাসনে পাকদহ জুনিয়র স্কুলের মাঠে। মঞ্চে এদিন প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মাননীয় পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মুখ্য সচেতক নির্মল ঘোষ, উত্তর ২৪ পরগনার জেলা সভাধিপতি নারায়ণ গোস্বামী, এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন সমাজসেবী আব্দুল হাই, মুজিবর ও ইফতার আলী সহ বিভিন্ন প্রথিতযশা ব্যক্তিবর্গ। মঞ্চে উপবিষ্ট প্রত্যেক অতিথিদের ব্যাচ ও উত্তরীয় এবং স্মারক সম্মাননার মাধ্যমে সম্মানিত করা হয়।

## মহারাষ্ট্রে কৃষকরা আত্মহত্যা করছেন, সরকারকে বিঁধলেন উদ্ধব

মুম্বই, ২৮ মার্চ ঃ মহারাষ্ট্র সরকারের সমালোচনায় সরব হলেন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী উদ্ধব ঠাকরে। গত বৃহস্পতিবার মুম্বইয়ে এক সাংবাদিক সম্মেলনে উদ্ধব ঠাকরে বলেছেন, রাজ্যে কৃষকরা আত্মহত্যা করছে। সরকারের প্রথম ১০০ দিনে তাদের যে পরিকল্পনাগুলি করার কথা ছিল তা তারা বাস্তবায়ন করেনি। বীড়ের সরপঞ্চকে হত্যা করা হয়েছে।উদ্ধব ঠাকরে আরও বলেছেন, এই ঈদে তারা শুরু করছেন 'সৌগত-ই-মোদি'। এটি 'সৌগত-ই-সত্তা, 'সৌগত-ই-মোদী নয়। উদ্ধব আরও বলেছেন, হিন্দুদের ঘণ্টা বাজানোর জন্য দেওয়া হয় এবং পরে দাঙ্গার জন্য ব্যবহার করা হয়। তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হয়, তাদের ঘরবাড়ি পুড়িয়ে দেওয়া হয়, এবং যারা দাঙ্গা ঘটিয়েছে তারা গিয়ে জনগণকে জড়িয়ে ধরে।

## ভারত সফরে আসছেন পুতিন, জানালেন সের্গেই ল্যাভরভ

নয়াদিল্লি, ২৮ মার্চ ঃ অবশেষে ভারত সফরে আসছেন রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন। গত বৃহস্পতিবার রাশিয়ার বিদেশমন্ত্রী সের্গেই ল্যাভরভ এমনটাই জানিয়েছেন। দীর্ঘদিন ধরেই পুতিনের ভারত সফরে আসার কথা চলছে। গত বছরে পরপর দু'বার রাশিয়া সফরে গিয়েছিলেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। প্রথমে জুলাইতে তারপরে অক্টোবরে ' বিক্সস' শীর্ষ সম্মেলনে যোগ দিতে মস্কো সফরে গিয়েছিলেন তিনি।জুলাইতে গিয়েই পুতিনের সঙ্গে বৈঠক করেন মোদী। তখনই তাঁকে ভারতে আসার জন্য আমন্ত্রণ জানান। এবার সেই ডাকে সাড়া দিয়েই ভারতে আসছেন পুতিন, এমনটাই জানিয়েছেন রাশিয়ার বিদেশমন্ত্রী। তিনি জানিয়েছেন, 'প্রেসিডেন্ট' পুতিন ভারত সরকারের আমন্ত্রণ গ্রহণ করেছেন। তাঁর সফরের প্রস্তুতি চলছে।' তিনি আরও জানিয়েছেন, ' প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী তৃতীয় বারের জন্য নির্বাচিত হয়েই রাশিয়ায় প্রথম বিদেশ সফর করেছিলেন। এ বার তাঁর আমন্ত্রণে সাড়া দেওয়ার সময় আমাদের।'

## আবহাওয়া

দক্ষিণবঙ্গে আগামী কয়েকদিনে তাপমাত্রা বেশ কয়েক ডিগ্রি পর্যন্ত বাড়তে পারে। আবহাওয়া দফতর সূত্রে জানা গেছে, শুক্রবার থেকে গরম বাড়বে এবং সপ্তাহান্তে তাপমাত্রা ৪০ ডিগ্রি সেলসিয়াস ছুঁতে পারে। এদিন পুরুলিয়া ও পশ্চিম বর্ধমানে গরম বাড়বে বলে জানা গেছে। আপাতত দক্ষিণবঙ্গে বৃষ্টির কোনও সম্ভাবনা নেই। কলকাতায় এদিন সর্বোচ্চ তাপমাত্রা থাকতে পারে ৩৭ ডিগ্রি সেলসিয়াস এবং সর্বনিম্ন ২৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস। জোয়ার-সকাল৯ টা ৫৫ মিনিট এবং রাত ০৯টা ৫৫ মিনিট। ভাটা-সকাল৯ টা৫৫মনিট এবং রাত ২ টা ৫৫মিনিট। সূর্যঃউদয় সকাল ৫টা ৩৫মিনিট এবং অস্ত ৫টা ৪৮মনিট

## পূর্ণাঙ্গ পাঞ্জিকা

১৫ চৈত্র ১৪৩১ বঙ্গাব্দ,শনিবার, ইংরেজীঃ২৯ মার্চ ২০২৫, ৫৩৮ চৈতনাব্দ, কলিঃ৫১২৫, সৌরঃ ১৪ চৈত্র, চান্দ্রঃ৫ বিষ্ণু মাস, ১৯৪৬ শকাব্দ ২০৮১ বিক্রম সাম্ব, ২৫৬৮ বুদ্ধাব্দাঃ, বাংলাদেশঃ১৩ চৈত্র ১৪৩১, ভারতীয় সিভিলঃ১২ চৈত্র ১৯৪৬, মৈতৈ৫ লমতা, আসামঃ৯ চৈত্র, মুসলিমঃ৪-রমজান-১৪৪৬ হিজরী।সূর্য উদয়ঃসকাল ০৫ঃ৫৭ঃ৪২ এবং অস্তঃবিকাল ০৫ঃ৩৮ঃ৪৫।চন্দ্র উদয়ঃসকাল ০৮ঃ৪২ঃ৫২(৪) এবং অস্তঃরাত্রি ১০ঃ২০ঃ৪৬(৪)।শুক্ল পক্ষ ।তিথিঃপঞ্চমী (পূর্ণা) রাত্রিঃ০৭ঃ৫৯ঃ৫৩ দং ৩৫৫১৫ পর্যন্তনক্ষঃভরণী কাল ঘ ০৭ঃ১৭ঃ৪৬ দং ৩২২৭.৫ পর্যন্ত পরে কৃত্তিকাকরণঃবালব রাত্রিঃ০৭ঃ৫৯ঃ৫৩ দং ৩৫৫১৫ পর্যন্ত পরে কৌলবযোগঃইন্দ্র। অমৃতযোগঃদিন ০৮ঃ১৮ঃ০০ থেকে - ১০ঃ৩৮ঃ১৩ পর্যন্ত, তারপর ১২ঃ৫৮ঃ২৬ থেকে - ০২ঃ৩১ঃ৫৪ পর্যন্ত, তারপর ০৩ঃ১৮ঃ৩৮ থেকে - ০৪ঃ৫২ঃ০৭ পর্যন্ত এবং রাত্রি ০৫ঃ৩৮ঃ৫১ থেকে - ০৬ঃ২৮ঃ০৭ পর্যন্ত, তারপর ০৮ঃ৫৫ঃ৫৪ থেকে - ১১ঃ২৩ঃ৪১ পর্যন্ত, তারপর ০১ঃ৫১ঃ২৯ থেকে - ০৩ঃ৩০ঃ০০ পর্যন্ত।কুলিকবেলাঃ দিন ১২ঃ৫৮ঃ২৬ থেকে - ০১ঃ৪৫ঃ১০ পর্যন্ত। কুলিকরাত্রিঃ১২ঃ১২ঃ৫৭ থেকে - ০১ঃ০২ঃ১৩ পর্যন্ত।বারবেলাঃদিন ০৭ঃ২৫ঃ২৫ থেকে - ০৮ঃ৫৩ঃ০৩ পর্যন্ত। কালবেলাদিন ০১ঃ১৫ঃ৫৭ থেকে - ০২ঃ৪৩ঃ৩৫ পর্যন্ত।কালরাত্রিঃ০৭ঃ১১ঃ১৩ থেকে - ০৮ঃ৪৩ঃ৩৫ পর্যন্ত।গ্রহস্ফুট (সূর্য উদয় কালীন)ঃ রবিঃ ১০২০১৬৫২ (২৫) ১ পদ চন্দ্রঃ ০২৪৫৪২ (২) ৪ পদমঙ্গলঃ ২২২২২৪৯ (৭) ১ পদবুধঃ ১১৪২৬৪ (২৬) ১ পদবৃহস্পতিঃ ১১৮৪৭২৯ (৪) ৩ পদশুক্রঃ ১১১০৪৬১২ (২৬) ৩ পদশনিঃ ১০২৪১০২০ (২৫) ২ পদরাহুঃ ১১৬১৪৪৫ (২৬) ১ পদকেতুঃ ৫৬১৪৪৫ (১২) ৩ পদশুক্র বক্রি।লগ্নঃকুম্ভ রাশি সকাল ০৬ঃ৩০ঃ৪৫ পর্যন্ত। মীন রাশি সকাল ০৮ঃ০১ঃ৪৯ পর্যন্ত। মেষ রাশি সকাল ০৯ঃ৪২ঃ২২ পর্যন্ত বৃষ রাশি সকাল ১১ঃ৪০ঃ৪৫ পর্যন্ত। মিথুন রাশি দুপুর ০১ঃ৫৪ঃ০৬ পর্যন্ত। কর্কট রাশি বিকাল ০৪ঃ০৯ঃ৪৭ পর্যন্ত। সিংহ রাশি বিকাল ০৬ঃ২১ঃ০৯ পর্যন্ত। কন্যা রাশি সন্ধ্যা ০৮ঃ৩১ঃ১৯ পর্যন্ত। তুলা রাশি রাত্র ১০ঃ৪৫ঃ২৯ পর্যন্ত। বৃশ্চিক রাশি শেষ রাত্রি ০১ঃ০১ঃ১৪ পর্যন্ত। ধনু রাশি শেষ রাত্রি ০৩ঃ০৬ঃ৩২ পর্যন্ত। মকর রাশি শেষ রাত্রি ০৪ঃ৫৩ঃ২৫ পর্যন্ত।

# শুরু হয়নি কাজ, উপভোক্তাদের কাছে পৌঁছালেন বি.ডি.ও

,সন্দেশখালি,২৮ মার্চ ঃ গ্রামে ঘুরে ঘুরে, বাংলা আবাস যোজনার বরাদ্দ অর্থ প্রাপ্ত উপভোক্তাদের, নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে বাড়ি তৈরির কাজ শুরুর নির্দেশ সন্দেশখালি ২ নং ব্লকের বি.ডি.ও এর। বুধবার,স্থানীয় বিভিন্ন পঞ্চায়েতের প্রধান,উপপ্রধানদের সঙ্গে নিয়ে আবাস যোজনার অর্থ প্রাপ্ত উপভোক্তাদের কাছে পৌঁছালেন বি.ডি.ও। যেসব উপভোক্তারা বাংলার আবাস যোজনার ঘরের টাকা পেয়েছেন কিন্তু এখনো বাড়ি তৈরির কাজ শুরু করেননি তাদেরকে এক সপ্তাহের মধ্যে বাড়ি তৈরীর কাজ শুরু করতে হবে বলে নির্দেশ দেন তিনি, অন্যথায় টাকা ফেরত নেওয়া হবে বলেও জানান তিনি। বি.ডি.ও অরুন কুমার সামন্ত জানান-সার্ভে চলছে, ইতিমধ্যে হাজার জন উপভোক্তা পাওয়া গেছে, যারা টাকা পেয়েও কাজ শুরু করেননি, তাদেরকে শীঘ্র কাজ শুরু করতে বলা হয়েছে। তার কথায়, যেহেতু চৈত্র মাস তাই প্রথা মেনে অনেকেই নতুন বাড়ি তৈরির কাজ শুরু করতে চাইছেন না আবার বাড়ি তৈরির সামগ্রী নিয়েও সমস্যা আছে। তার কথায়, আমাদের উদ্দেশ্য টাকা ফেরত নেওয়া নয়, আমাদের উদ্দেশ্য মানুষ কে বুঝিয়ে বাড়ি গুলি করিয়ে নেওয়া ।

## আগ্নেয়াস্ত্র সহ এবার গ্রেফতার এক তৃনমূল কংগ্রেসের কর্মী নরেন্দ্রপুরে

দরন্ত বার্তা, জয়নগর, ২৮ মার্চ ঃ আগ্নেয়াস্ত্র সহ এবার গ্রেফতার এক তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মী নন্দ্রেপুরে। গোপন সুত্রে খবর পেয়ে তাকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। ধৃতের নাম অনুপ পৈলান। তিনি সোনারপুর ব্লকের খেয়াদহের রণভুতিয়া গ্রামের বাসিন্দা। তার বিরুদ্ধে অভিযোগ তিনি স্থানীয় ভাবে মানুষের মধ্যে ভয় সৃষ্টি করে বেড়াতেন। দীর্ঘ সময় ধরে পুলিশ অনুপ পৈলানের বিরুদ্ধে অভিযোগ পাচ্ছিল। তার বিরুদ্ধে এলাকায় তোলা আদায়, সাট্টা এবং জুয়ার ঠেক চালানোর অভিযোগ ছিল। এ ছাড়া ও তার বিরুদ্ধে একাধিক থানায় সমাজবিরোধী কাজকর্মের অভিযোগ ছিলো। নন্দ্রেপুর থানার এসআই শান্তনু ব্যাধ গোপন সূত্রে খবর পান,অনুপ পৈলানের বাড়িতে আগ্নেযাস্ত্র রাখা আছে। এরপর তার নেতৃত্বে পুলিশের একটি টিম রানাভুতিয়া গ্রামের প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রের পিছনে অভিযান চালিয়ে সেখান থেকে তিনটি আগ্নেয়াস্ত্র ও ৬ রাউন্ড কার্তুজ উদ্ধার করে। পুলিশের প্রাথমিক অনুমান, এসব অস্ত্র ব্যবহার করে সে এলাকার মানুষের উপর হুমকি সৃষ্টি করত এবং তার অপরাধমূলক কার্যকলাপ চালাত। গ্রেফতার হওয়া ব্যক্তির বিরুদ্ধে পূর্বেও বিভিন্ন অভিযোগ রয়েছে। তার বিরুদ্ধে খেয়াদহ দু'নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় বোমাবাজির অভিযোগ রয়েছে, যার ফলে বেশ কয়েকটি শিশু আহত হয়েছিল। ধৃতকে বুধবার নন্দ্রেপুর থানা থেকে বারুইপুর মহকুমা আদালতে পেশ করা হয়। ধৃতকে নিজেদের হেফাজতে নিয়ে তদন্তের কাজ এগিয়ে নিয়ে যেতে চায় পুলিশ। তবে এবিষয়ে স্থানীয় তৃণমূল নেতৃত্ব কোনো মন্তব্য করতে রাজি হয়নি।

## বাসন্তীতে টোটো উল্টে মৃত্যু ঘটলো এক স্কুল ছাত্রীর

দুরন্ত বার্তা,জয়নগর, ২৮ মার্চ ঃ মর্মান্তিক পথ দূর্ঘটনা, মৃত এক স্কুল ছাত্রী। টোটোয় করে বাড়ি থেকে স্কুলে যাচ্ছিল এক ছাত্রী। যাত্রী নিয়েই বেপরোয়া গতিতে ছুটছিলেন টোটো চালক। শেষ পর্যন্ত নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে টোটো উল্টে গিয়ে মৃত্যু হল অষ্টম শ্রেণির ওই পড়ুয়ার।বুধবার মর্মান্তিক এই দুর্ঘচনা ঘটেছে দক্ষিণ ২৪ পরগণার বাসন্তীতে। জানা যায়, মৃত ওই ছাত্রীর নাম সুপ্রভা মিস্ত্রি। ১৪ বছর বয়সি ওই ছাত্রী বাসন্তীরই বাসিন্দা। ছাত্রীটির দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়ে তদন্তের কাজ শুরু করেছে পুলিশ।বাসন্তীর একটি বেসরকারি স্কুলের পড়ুয়া ছিল ওই ছাত্রী।স্থানীয় সূত্রে খবর, গোয়ালা মোড়ের দিক থেকে ওই টোটোটি বাসন্তীর দিকে আসছিল। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছেন, টোটোয় ওই ছাত্রী সহ মোট চার জন যাত্রী ছিলেন। তা সত্ত্বেও অত্যন্ত দ্রুত গতিতে টোটোটি চলছিল। একটি মোড় ঘুরতে গিয়ে নিয়ন্ত্রণ হারান টোটো চালক। ফলে উল্টে যায় টোটোটি। টোটোর নীচেই চাপা পড়ে যায় ওই ছাত্রী। স্থানীযরাই টোটোর নীচ থেকে ওই ছাত্রীকে উদ্ধার করে। পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে ওই ছাত্রীকে বাসন্তী ব্লক গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন।আরএই ঘটনায় টোটো চালকও আহত হন। পুলিশ তাঁকে আটক করেছে। ছাত্রীর এমন মর্মান্তিক পরিণতিতে কান্নায় ভেঙে পড়েছে তাঁর পরিবার।

**মা দয়াময়ী প্রতিষ্ঠা দিবস পালন প্রতি বছরের ন্যায় এই বছরও হুগলীর ধনেখালী থানার সিথিপলাশী গ্রামে জাগ্রত দেবী মা দয়াময়ী প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী দিবস পালন করা হয়। দূর দূরান্ত থেকে ভক্তদের আগমন ঘটে। ভক্তিভরে যাগযঞ্জ, পূজার্চনা মধ্যে দিয়ে সকলের উপস্থিতিতে উৎসবের আমেজ নিয়ে আসে। গ্রামবাসী সহ বহু মানুষকে প্রসাদ ও নরনারায়ন সেবা বিতরণ করা হয়। ছবিঃ বিনয় সিংহ রায়।**

# ক্যানিং-এ জমির পাম্পের মটর চুরিকে কেন্দ্র করে মারপিঠে জখম আটজন

উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়,জয়নগর,২৮ মার্চ ঃ এবার চাষের জমির পাম্পের মটর চুরিকে কেন্দ্র করে বিবাদের জেরে চাঞ্চল্য ছড়ালো ক্যানিংয়ে। দুই পরিবারের মধ্যে মারামারির ঘটনা ঘটলো। উঠলো শ্লীলতাহানির অভিযোগ। জখমরা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। এই ঘটনায় আট জন জখম হয়েছেন বলে জানা গিয়েছে। পুলিশ পুরো ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। পুলিশ সূত্রে জানা গেল,দুই পরিবারের বিবাদকে কেন্দ্র করে মারামারির ঘটনায় গুরুতর জখম হলেন উভয়পক্ষের মোট পাঁচজন। বৃহস্পতিবার রাতে ঘটনাটি ঘটেছে ক্যানিং থানার অন্তর্গত তালদি পঞ্চায়েতের রাজাপুর গ্রামে। গুরুতর জখম হয়েছেন এক গৃহবধূ-সহ তাপসকুমার বৈদ্য,তারক সর্দার, কাঙাল চন্দ্র বৈদ্য ও রমেশ বৈদ্য।এই ঘটনায় দুই পরিবারে তরফেই ক্যানিং থানায় অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে।আর তার পরেই তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।তালদি রাজাপুর গ্রামের বাসিন্দা রমেশ বৈদ্য। তাঁর চাষের জমি থেকে মোটর চুরি করা হয় বলে অভিযোগ। সেই মোটর চুরিকে কেন্দ্র করে প্রথমে প্রতিবেশী তারক সর্দারকে বেধড়ক মারধর করা হয়। তাতেও ক্ষান্ত থাকা হয়নি। বৃহস্পতিবার রাতে রমেশ, রাজীব ও নিখিল বৈদ্যরা ফের তারক সর্দারদের বাড়িতে চড়াও হন। তারক সর্দার, তাপস বৈদ্যদের লাঠি, বাঁশ দিয়ে বেধড়ক মারধর করা হয় বলে অভিযোগ। আক্রান্তদের উদ্ধার করতে গিয়েছিলেন বৃদ্ধ কাঙালচঃদ্র বৈদ্য ও তাপসের স্ত্রী। তাঁদেরও ফেলে পেটানো হয় বলে অভিযোগ। এমনকি ওই বধূর শ্লীলতাহানি করা হয়। কাপড় ছিঁড়ে দেওয়ার অভিযোগ ও উঠেছে। এই ঘটনায় গুরুতর জখম হন ওই পরিবারের চার জন। পরে রক্তাক্ত অবস্থায় তাঁদের উদ্ধার করে ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানেই তাঁদের চিকিৎসা চলছে।

আক্রান্ত বধূ শুক্রবার বলেন,ধান জমিতে মোটর চুরির বদনাম দিয়ে আমাদের বাড়িতে চড়াও হয় রমেশ, রাজীব ও নিখিল বৈদ্যরা। আমার স্বামী তাপস বৈদ্যকে মারধর করেন। তারক সর্দারকেও মারধর করেন। আমি ও আমার শ্বশুর তাঁদের উদ্ধার করতে গেলে আমাকে ও শ্বশুরকে মারধর করেন। ক্যানিং থানায় অভিযোগ জানিয়েছি।অন্যদিকে রমেশ বৈদ্য বলেন,তারক সর্দার ও তাপস বৈদ্যরা আমাদের জমি দখল করার চেষ্টা করেন।প্রতিবাদ করলে মেরে মাথা ফাটিয়ে দেন। থানায় অভিযোগ দায়ের করেছি।আর পুরো ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে ক্যানিং থানার পুলিশ।

# ইটভাটার শ্রমিক শিশুদের সঙ্গে জন্মদিন উদযাপন,মানবিকতার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন

দুরন্ত বার্তা, হুগলি, ২৮ মার্চ ঃ জন্মদিন মানেই উপহার, কেক, আলোকসজ্জা আর বন্ধু-বান্ধবদের নিয়ে আনঃদ উদযাপন। কিন্তু সমাজের একাংশ যখন নিজেকে নিয়েই ব্যস্ত, তখন ব্যতিক্রমী এক নজির গ।লেন পূর্বস্থলীর যুবতী মুসকান মীর। বিলাসিতা কিংবা জাঁকজমকের বদলে তিনি বেছে নিলেন সমাজের বঞ্চিত শিশুদের মুখে হাসি ফোটানোর পথ।পূর্বস্থলী ২ নম্বর ব্লকের নিমদহ পঞ্চাযেতের পানামা ইটভাটায়, দূরদূরান্ত থেকে আসা পরিযাযী. শ্রমিকদের খুদে সন্তানদের সঙ্গে কেক কেটে নিজের জন্মদিন উদযাপন করেন মুসকান। শুধু তাই নয়, তিনি ওই শিশুদের হাতে তুলে দেন বিভিন্ন ধরনের খাবার ও উপহার। তার এই উদ্যোগে ইটভাটার শিশুরা একদিনের জন্য হলেও পেল এক অন্যরকম আনঃদের স্বাদ।শিশুদের মুখে হাসি ফোটাতে জন্মদিনের ব্যতিক্রমী আয়োজনএই বিশেষ দিনে মুসকানের একটাই উদ্দেশ্য ছিল- সমাজের প্রান্তিক শিশুদের সঙ্গে আনঃদ ভাগ করে নেওয়া। জন্মদিনের অনুভূতি প্রকাশ করতে গিয়ে তিনি বলেন,আমরা যখন নিজেদের জন্মদিন ধুমধাম করে পালন করি, তখন এই শিশুরা সেই আনঃদ থেকে বঞ্চিত থাকে। তারা হয়তো জানেও না জন্মদিন মানে কী! তাই আমি চেয়েছিলাম আমার জন্মদিনের দিন অন্তত ওদের মুখে একটু হাসি ফুটুক।তিনি আরও বলেন, জীবনের সবচেয়ে ব। উপহার হলো মানুষের ভালোবাসা। আর এই শিশুদের হাসিমুখ দেখেই আমি আজ সত্যিকারের আনঃদ অনুভব করছি।ইটভাটার শ্রমিক পরিবারগুলোর কষ্ট আর শিশুদের স্বপ্নপানামা ইটভাটায় প্রতিদিন কঠোর পরিশ্রম করেন বহু পরিযায়ী শ্রমিক। অল্প পারিশ্রমিকে দিনভর খাটুনি খেটে কোনোরকমে সংসার চালান তারা। তাদের সন্তানদের বেশিরভাগ সময় কাটে ইটভাটার আশেপাশে ধুলো-মাটির মধ্যে। শিক্ষা, বিনোদন বা একটু আনঃদ-এসব যেন তাদের জীবনে বিলাসিতা।তাই মুসকানের এই উদ্যোগ শ্রমিকদের মধ্যেও ছ।য়িছে উচ্ছ্বাস। এক শ্রমিক বলেন, আমাদের সন্তানদের কেউ কখনও এভাবে গুরুত্ব দেয়নি। আজ ওদের মুখে যে আনঃদ দেখছি, তা সত্যিই আমাদের মন ভরে দিয়েছে।সাহায্যের হাত বা।য়ে দেওয়ার আহ্বান, মুসকানের এই উদ্যোগ প্রশংসনীয় হলেও সমাজের বাকি অংশেরও দায়িত্ব রয়েছে এই শিশুদের পাশে দাঁ।নোর। তিনি আশাবাদী, তার এই ছোট প্রয়াস আরও অনেককে অনুপ্রাণিত করবে।তিনি বলেন, শুধু একদিনের জন্য নয়, বছরের অন্য দিনগুলোতেও আমরা যদি এই শিশুদের পাশে দাঁ।ই, তাহলে ওদের ভবিষ্য হয়তো একটু উজ্জ্বল হতে পারে।মুসকানের মতো আরও অনেক তরুণ-তরুণী যদি এমন উদ্যোগ নেন, তাহলে সমাজের অনগ্রসর শিশুরাও আনঃদ, ভালোবাসা আর স্বপ্ন দেখার সুযোগ পাবে। একবেলা খাবার বা একটুখানি ভালোবাসা হয়তো তাদের জীবনের সব সমস্যা মিটিয়ে দেবে না, কিন্তু নিঃসঃদেহে তাদের মনে আনঃদের একটা উজ্জ্বল স্মৃতি হয়ে থাকবে।মুসকানের জন্মদিন উদযাপন সত্যিই প্রমাণ করল- উদযাপনের প্রকৃত মানে শুধু নিজের আনঃদ নয়, বরং অন্যের মুখে হাসি ফোটানো।

## আগ্নেয়াস্ত্র সহ এবার গ্রেফতার এক তৃনমূল কংগ্রেসের কর্মী

দুরন্ত বার্তা, জয়নগর, ২৬ মার্চ ঃ আগ্নেয়াস্ত্র সহ এবার গ্রেফতার এক তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মী নন্দ্রেপুরে। গোপন সুত্রে খবর পেয়ে বুধবার রাতে তাকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। ধৃতের নাম অনুপ পৈলান। তিনি সোনারপুর ব্লকের খেয়াদহের রণভুতিয়া গ্রামের বাসিন্দা। তার বিরুদ্ধে অভিযোগ তিনি স্থানীয় ভাবে মানুষের মধ্যে ভয় সৃষ্টি করে বেড়াতেন। দীর্ঘ সময় ধরে পুলিশ অনুপ পৈলানের বিরুদ্ধে অভিযোগ পাচ্ছিল। তার বিরুদ্ধে এলাকায় তোলা আদায়, সাট্টা এবং জুয়ার ঠেক চালানোর অভিযোগ ছিল। এ ছাড়া ও তার বিরুদ্ধে একাধিক থানায় সমাজবিরোধী কাজকর্মের অভিযোগ ছিলো। নন্দ্রেপুর থানার এসআই শান্তনু ব্যাধ গোপন সূত্রে খবর পান,অনুপ পৈলানের বাড়িতে আগ্নেযাস্ত্র রাখা আছে। এরপর তার নেতৃত্বে পুলিশের একটি টিম রানাভুতিয়া গ্রামের প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রের পিছনে অভিযান চালিয়ে সেখান থেকে তিনটি আগ্নেয়াস্ত্র ও ৬ রাউন্ড কার্তুজ উদ্ধার করে। পুলিশের প্রাথমিক অনুমান, এসব অস্ত্র ব্যবহার করে সে এলাকার মানুষের উপর হুমকি সৃষ্টি করত এবং তার অপরাধমূলক কার্যকলাপ চালাত। গ্রেফতার হওয়া ব্যক্তির বিরুদ্ধে পূর্বেও বিভিন্ন অভিযোগ রয়েছে। তার বিরুদ্ধে খেয়াদহ দু'নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় বোমাবাজির অভিযোগ রয়েছে, যার ফলে বেশ কয়েকটি শিশু আহত হয়েছিল। ধৃতকে বুধবার নন্দ্রেপুর থানা থেকে বারুইপুর মহকুমা আদালতে পেশ করা হয়।

# সুন্দরবনে উন্নত প্রজাতির গোরু পালনে জোর উদ্যানপালন দফতরের

সৌরভ দাশ,হিঙ্গলগঞ্জ,২৮ মার্চ ঃ সুন্দরবনে প্রান্তিক মানুষদের অর্থনীতির হাল ফেরাতে হিঙ্গলগঞ্জ কিষানমান্ডি থেকে প্রাণীসম্পদ বিকাশ দফতরের উদ্যোগে শতাধিক গোরু দেওয়া হল হিঙ্গলগঞ্জের একাধিক জায়গায়। পশুপালনে উৎসাহিত করার পাশাপাশি এটি কিভাবে লাভজনক ব্যবসায় পরিণত করা যায় তা নিয়ে.বিশেষ সচেতনতার পাশাপাশি মানুষের হাতে উন্নত প্রজাতির গরু শাবক তুলে দেওয়া হয়। গোরু লালন পালন করে বড় করার জন্য সমস্ত রকম ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে প্রাণী সম্পদ বিকাশ দফতরের তরফে। গোরু গুলিকে বড় করার জন্য বিনা পয়সায় ওষুধ পত্র দেওয়ার পাশাপাশি রোগে আক্রান্ত হওয়া আটকাতে সঠিক সময়ে চিকিৎসা পরিষেবার ব্যবস্থাও করা হচ্ছে সরকারি উদ্যোগেই।

## টাকীতে শেষ হলো টাকী নাট্যমের পঞ্চাশ তম নাট্যোৎসব

দুরন্ত বার্তা,বসিরহাট, ২৮ মার্চঃ টাকীতে শেষ হলো টাকী নাট্যমের পঞ্চাশ তম নাট্যোৎসব। টাকীর থিয়েটার চর্চার পরিধিকে বিস্তৃত করে রাজ্য কিংবা জাতীয় স্তরে উন্নীত করতে টাকী নাট্যমের ভূমিকা উল্লেখযোগ্য। টাকীর অন্যতম নাট্যদল নাট্যমের পঞ্চাশ তম বর্ষ উদযাপন উপলক্ষে টাকী পৌরসাংস্কৃতিক মঞ্চে অনুষ্ঠিত হলো তিনদিনের নাট্য উৎসব। সবার পথ প্রযোজিত নাটক শীতলপাটি, একটি প্রযোজনা প্রযোজিত তারিণী মাঝি,নাট্যজন প্রযোজিত মন কি বাত,শ্যাম বাজার নাট্য চর্চা কেঃদ্র প্রযোজিত নাটক নবজাতক,কাঁচ।পা। কৃষ্টি প্রযোজিত ফেনল ও টাকী নাট্যম প্রযোজিত সন্ত্রাস এই ছয়টি নাটক মঞ্চস্থ হয় নাট্য উৎসবে। অভিনেত্রী সঞ্জিতার হাত ধরে উদ্বোধন হয় পঞ্চাশ তম এই নাটকের উসবের, উপস্থিত ছিলেন। নাট্য ব্যক্তিত্ব সমরেশ বসু,বনানী চক্রবর্তী সহ পৌরপ্রধান সোমনাথ মুখোপাধ্যায়, নাট্য ব্যক্তিত্ব মনীষ ভট্টাচার্য সহ অন্যান্নরা। টাকী পৌর সাংস্কৃতিক মঞ্চে নাট্য উৎসবের সমাপ্তির পর বিশ্ব নাট্য দিবস উদযাপনের অঙ্গ হিসাবে টাকীর থুবা মালঞ্চ প্রেক্ষাগৃহে বাংলা নাটকের একাল সেকাল বিষয়ক এক আলোচনা সভার আয়োজন করা হয় নাট্যমের তরফে।নাট্য পরিচালক মনীষ ভট্টাচার্য ছাড়াও এদিনের সেমিনারে নাটকের একাল সেকাল বিষয়ক আলোকপা করেন ডিরোজিও কলেজের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ ডঃ সৈকত মন্ডল। সেমিনার শেষে বসিরহাট স্বপ্ন সৃজনীর প্রযোজনায় ব্যাঙের রাজা এবং টাকী আমরা অমলকান্তি প্রযোজিত নাটক 'জনগন' মঞ্চস্থ হয়। প্রতি সন্ধ্যায় রঙীন টেলিভিশানে মেগা সিরিয়ালের নেশা ছেড়ে,তিনদিনের এই নাট্য উৎসবে ও নাট্যম আয়োজিত নাটক বিষয়ক সেমিনারে সামিল হতে থিয়েটার প্রেমী মানুষের উপস্থিতি ছিলো চোখে পড়ার মতো।

## বেলেঘাটায় যুবকের রহস্যমৃত্যু, আত্মহত্যা বলেই দাবি পরিবারের

কলকাতা, ২৮ মার্চ ঃ বেলেঘাটায় বাড়ি থেকে এক যুবকের দেহ উদ্ধারকে কেন্দ্র করে বৃহস্পতিবার ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়ায়। দেহ ময়নাতদন্তে পাঠানো হয়েছে। শুক্রবারও রিপোর্টের অপেক্ষায় রয়েছেন তদন্তকারীরা। মৃতের নাম রোহন মণ্ডল। সাতাশ বছর বয়সি ওই যুবক দাদার সঙ্গে থাকতেন। স্থানীয়দের দাবি, বছরখানেক আগে বিয়ে হয় রোহনের। তবে তাঁর স্ত্রী এক বাড়িতে থাকতেন না। ওই বাড়ির একটি ঘরে রোহনকে বিছানার উপর পড়ে থাকতে দেখা যায়। সেই সময় তাঁর পিঠে ছিল রক্তের দাগ। তড়িঘড়ি বেলেঘাটা থানায় খবর দেওয়া হয়। পুলিশ দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তে পাঠায়। খুন নাকি আত্মহত্যা করেছেন রোহন, তা নিয়ে তৈরি হয়েছে ধোঁয়াশা। পরিবারের লোকজনের দাবি, বেশ কয়েকমাস যাব মানসিক অবসাদে ভুগছিলেন রোহন। এর আগে একাধিকবার আত্মহত্যার চেষ্টা করেন তিনি। তিনি আত্মহত্যা করেছেন বলেই দাবি পরিবারের।

## ভারপ্রাপ্ত উপাচার্যকে তাঁর দ্বায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে

**যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়**

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৮ মার্চ ঃ যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত উপাচার্য ভাস্কর গুপ্তকে তাঁর দ্বায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে। রাজ্যপাল তথা উপাচার্যের দফতর থেকে পাঠানো এক চিঠিতে তাঁকে অবিলম্বে পদ থেকে সরিয়ে দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। জানা গেছে, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক হিসেবে ভাস্কর গুপ্তের চাকরি জীবনের মেয়াদ শেষ হওয়ার কথা ৩১ মার্চ। তার আগেই রাজ্যপাল তথা আচার্য তাকে অব্যাহতি দিয়েছেন। উল্লেখ্য গত বছর এপ্রিল মাসে রাজভবন থেকে ইলেকট্রনিক্স অ্যান্ড টেলিকমিউনিকেশন ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের অধ্যাপক ভাস্কর গুপ্তকে বিশ্ববিদ্যালয়ে অস্থায়ী উপাচার্য হিসাবে নিয়োগ করেন সিভি আনন্দ বোস। তাঁর নিয়োগের সময় একজন অধ্যাপক হিসাবেই উপাচার্যপদের অতিরিক্ত দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল। এইদিকে শিক্ষা ব্যবস্থা নিয়ে রাজ্যপাল তথা আচার্য শিশুদের মত আচরন করছেন বলে রাজ্য সরকার জানিয়েছে। মেয়াদ শেষ হওয়ার আগেই যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ভাস্কর গুপ্তকে সরিয়ে দেওয়ার ঘটনায় শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু আজ কলকাতায় বলেন, স্থায়ী উপাচার্য চেয়ে কয়েকদিন আগেই রাজ্যপালকে চিঠি দেওয়া হলেও তাকে গুরুত্ব না দিয়ে উপাচার্যকে সরিয়ে দিয়ে তিনি কার্যত যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে অচলাবস্থা তৈরি করলেন।

## গন আইন অমান্য কর্মসূচি নিয়ে সাংবাদিক বৈঠকে এস ইউ সি আই নেতৃত্ব

দুরন্ত বার্তা,জয়নগর, ২৮ মার্চ ঃ একাধিক দাবিকে সামনে রেখে আগামী ৩ রা এপ্রিল সারা রাজ্য জুড়ে গণ আইন অমান্য কর্মসূচির আয়োজন করতে চলেছে এস ইউ সি আই দল।এস ইউ সি আই দলের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির আহবানে অভয়ার ন্যায় বিচার, গণ আন্দোলনের কর্মীদের উপর বর্বর পুলিশি অত্যাচার বন্ধ, রাজ্য সরকারি স্তর থেকে পঞ্চায়েতের সমস্ত স্তরে প্রশাসনিক নিরপেক্ষতা বজায় রাখা, দুর্নীতি বন্ধের দাবিতে, আকাশ ছোঁয়া মূল্যবৃদ্ধি, স্বাস্থ্য, শিক্ষা সহ সর্বক্ষেত্রে দুর্নীতি, সাম্প্রদায়িক রাজনীতি, স্মার্ট মিটার চালুর বিরুদ্ধে আগামী ৩ রা এপ্রিল রাজ্যের জেলায় জেলায় এই আইন অমান্য আন্দোলন সংগঠিত করবে তাঁরা। আর এই কর্মসূচির অঙ্গ হিসেবে শুক্রবার বারুইপুরে সাংবাদিক বৈঠকে এস ইউ সি আই দলের তরফে দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলার সুনির্দিষ্ট দাবি গুলো তুলে ধরা হয়। দাবি গুলো হলো, স্থায়ী নদী বাঁধ নির্মাণ, শিয়ালদহ দক্ষিণ শাখার রেলপথ সম্প্রসারণ ও ট্রেনের সংখ্যা বৃদ্ধি, সেচের জল,জল নিকাশির সুব্যবস্থা, হিমঘর নির্মাণ, শ্রম নির্ভর শিল্প স্থাপন, জেলার অভ্যন্তরে ব্লক হাসপাতাল গুলির সার্বিক উন্নয়ন,সুন্দরবনের নদীতে মানুষের অধিকার রক্ষা এবং জীবন জীবিকার অনুসারী শিল্প স্থাপন,গোসাবার গদখালীতে ব্রীজ নির্মাণ করতে হবে এবং জেলার অভ্যন্তরে মদের দোকান প্রসার বন্ধ করতে সরকারি উদ্যোগ নিতে হবে। আর এই দশ দফা দাবিতে বারুইপুর,ডায়মন্ড হারবার, কাকদ্বীপ ও ক্যানিং মহকুমা শাসকের দপ্তরে ৩ রা এপ্রিল বেলা ৩টায়.গণ আইন অমান্য সংগঠিত হবে। হাজার হাজার মানুষ জীবন যন্ত্রণায় স্বতঃস্ফূর্তভাবে সামিল হবেন এই আইন অমান্য আন্দোলনে। জনগণের দাবি পূরণ না হলে আগামী দিনে এলাকায় এলাকায় গণ কমিটি গড়ে তুলে আরো বৃহত্তর আন্দোলনের রাস্তায় আমরা নামতে বাধ্য হবো বলে এদিন এস ইউ সি আই দলের তরফে জানানো হয়।এ দিনের সাংবাদিক বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন জয়নগরের প্রাক্তন বিধায়ক ও এস ইউ সি আই এর রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলী সদস্য তরুণ কান্তি নস্কর, কুলতলির প্রাক্তন বিধায়ক ও রাজ্য কমিটির সদস্য জয়কৃষ্ণ হালদার, রাজ্য কমিটির সদস্য বাদল সরদার, রাজ্য কমিটির সদস্য সুজিত পাত্র, রাজ্য কমিটি সদস্য গোপাল সাহু ও বিশ্বনাথ সরদার।

# বিশাখাপত্তনম এবং সাঁতরাগাছির মধ্যে বিশেষ ট্রেন চলাচল

কলকাতা, ২৮ মার্চ, ঃ নিম্নলিখিত সময়সূচী অনুসারে বিশাখাপত্তনম-সাঁতরাগাছি-বিশাখাপত্তনম স্পেশাল ট্রেন চালানোর সিদ্ধান্ত নেওযা. হয়েছেঃ ০৮৫৭৭০৮৫৭৮ বিশাখাপত্তনম -সাঁতরাগাছি-বিশাখাপত্তনম স্পেশালঃ ০৮৫৭৭ বিশাখাপত্তনম-সাঁতরাগাছি স্পেশাল ২৯.০৩.২০২৫ এবং ০২.০৪.২০২৫ তারিখে বিশাখাপত্তনম থেকে ২৩.৪৫ মিনিটে ছেড়ে যাবে এবং পরের দিন দুপুর ২০ঃ০ টায়. সাঁতরাগাছি পৌঁছাবে। বিপরীত দিকে, ০৮৫৭৮ সাঁতরাগাছি-বিশাখাপত্তনম স্পেশাল ট্রেন ৩০.০৩.২০২৫ এবং ০৩.০৪.২০২৫ তারিখে সাঁতরাগাছি থেকে ১৮.৪৫ মিনিটে ছেড়ে যাবে এবং পরের দিন সকাল ৯.৪৫ মিনিটে বিশাখাপত্তনম পৌঁছাবে।বিশেষ ট্রেনটি এসইআর অধিক্ষেত্রে খড়গপুর এবং বালেশ্বরে স্টপেজ করবে।

## বাংলার বাড়ি প্রকল্পে রিপোর্ট জমা পড়েছে

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৮ মার্চ ঃ বাংলার বাড়ি প্রকল্পে গত ডিসেম্বরে প্রথম কিস্তির টাকা হাতে পাওয়ার পরে তিন মাসে রাজ্যের ২১ জেলায় ১২ লক্ষ বাড়ির মধ্যে এক লক্ষের বেশি বাড়ির নির্মান কাজ এখনও শুরু করা যায়নি বলে জেলা প্রশাসনের তরফে পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন দপ্তরে রিপোর্ট জমা পড়েছে বলে জানা গিয়েছে। দুই চব্বিশ পরগনা ছাড়াও পূর্ব বর্ধমান, পশ্চিম মেদিনীপুর, মুর্শিদাবাদ ও দক্ষিন দিনাজপুর জেলা অনেক পিছিয়ে রয়েছে বলে রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়েছে। এই তিন মাসে তিন লক্ষ ২২ হাজার ৮৭২টি বাড়ির কাজ লিনটন পর্যন্ত হয়েছে। ৪৬ হাজার উপভোক্তা এখনও বাড়ি তৈরির নির্মান সামগ্রী সংগ্রহ করতে পারেনি বলে জানানো হয়েছে। এর প্রেক্ষিতে উপভোক্তারা কি ধরনের সমস্যার মুখে পড়েছেন তা জেনে দ্রুত সমাধান করার জন্যে জেলা প্রশাসনকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

## নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে হাওড়া ময়দানে ফুটপাতের রেলিংয়ে ধাক্কা মারল স্কুলবাস

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ২৮ মার্চ ঃ নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে হাওড়া ময়দানে ফুটপাতের রেলিংয়ে ধাক্কা মারল স্কুলবাস, মৃত মহিলা ফলবিক্রেতা। ঘটনায় জখম চার মহিলা সহ আরও ৬। শুক্রবার বিকেল সা।ে ৩টে নাগাদ হাওড়া ময়দানের কাছে ওই দুর্ঘটনা ঘটে। একটি স্কুলবাস নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ধাক্কা মারে রাস্তার ফুটপাতের রেলিংয়ে। ঘটনাস্থলেই এক মহিলা ফল বিক্রেতার মৃত্যু হয়। জখম ৪ মহিলা সহ ৬ জন। আহতদের হাও। জেলা হাসপাতালে পাঠানো হয়। বাসটি আটক করা হয়েছে। বাস চালকও জখম হন বলে জানা গেছে। এদিন বিকেল সাড়ে ৩টে নাগাদ ওই দুর্ঘটনাকে ঘিরে তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। পুলিশ জানায়, মৃতার নাম রেখা সোনকার (৫৩)। হাওড়া ময়দান এলাকার পঞ্চাননতলায় তাঁর বাড়ি। আহতদের মধ্যে ৪ জন হাওড়া জেলা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন। জানা গেছে, এদিন একটি বেসরকারি ইংরেজি মাধ্যম স্কুলের বাস হাওড়া ময়দান থেকে ফাঁসিতলা মোড়ের দিকে যাবার সময় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফুটপাথের রেলিংয়ে ধাক্কা মারে। ব্রেক ফেল করে বাসটি সেখানে থাকা এক ফল বিক্রেতাকে পিষে দেয় এবং ওখানে দাঁড়িয়ে থাকা ৬ জন পথচারীকে পরপর ধাক্কা মারে। ছুটে আসে কর্তব্যরত ট্রাফিক পুলিশের কর্মীরা। দুর্ঘটনার কবলে প।। লোকজনদের দ্রুত হাওড়া জেলা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসকরা একজনকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। জানা গেছে, ওই বাসে ৩-৪ জন স্কুল পড়ুয়া ছিল। তবে দুর্ঘটনায় তাদের কিছু হয়নি। ব্রেক ফেল করেই স্কুলের বাসটি দুর্ঘটনার কবলে পড়ে। ঘাতক বাস ও চালককে আটক করা হয়েছে। এই বাস দুর্ঘটনা প্রসঙ্গে এলাকার বাসিন্দা ভিকি সোনকার বলেন, একই এলাকায় এই নিয়ে ৩ বার দুর্ঘটনা ঘটল। প্রশাসন কি করছে ? বারেবারে এখানে দুর্ঘটনা ঘটছে। পরশু বঙ্গবাসীর কাছে একজনের দুর্ঘটনা ঘটে। প্রশাসন যদি সজাগ না হয় তাহলে এরকম ঘটনা বারবার ঘটবে। এটা প্রশাসনের গাফিলতি।

# দাবি নিষ্পত্তির অভিজ্ঞতায় এস ইউ ডি লাইফের ক্রমাগত উন্নতির যাত্রা

২৮ মার্চ ঃ ২০০৯ সাল থেকে ভারতীয় জীবন বীমা খাতে একটি বিশ্বস্ত নাম, স্টার ইউনিয়ন দাই-ইচি লাইফ ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি লিমিটেড (এসইউডি লাইফ) ক্রমাগত উন্নতি এবং উদ্ভাবন, দক্ষতা ও গ্রাহক-কেন্দ্রিকতার উপর উপর জোর দিয়ে তাদের দাবি নিষ্পত্তির অভিজ্ঞতায় বিপ্লব ঘটাচ্ছে ।শুধুমাত্র ২০২৩-২৪ অর্থবছরে, এসইউডি লাইফ ব্যক্তিগত দাবির জন্য ৯৮.২৯, গোষ্ঠী দাবির জন্য ৯৫.৫৩ এবং প্রধানমন্ত্রী জীবন জ্যোতি বীমা যোজনা (পিএম-জেজে-বিওয়াই) দাবির জন্য ৯৯.০৯ নিষ্পত্তির চিত্তাকর্ষক অনুপাত অর্জন করেছে। এছাড়াও, একই আর্থিক বছরে, কোম্পানিটি সফলভাবে ১,৯৯২টি ব্যক্তিগত মৃত্যু দাবির নিষ্পত্তি করেছে যার মূল্য ১২০.৯৭ কোটি টাকা, ২,১৯০টি গ্রুপ দাবির নিষ্পত্তি করেছে যার মূল্য ১৫৯.১৬ কোটি টাকা এবং ১৭,৩৮৬ টি পিএম-জেজে-বিওয়াই দাবি দাবির নিষ্পত্তি করেছে যার মূল্য ৩৪৭.৭২ কোটি টাকা।এই পরিসংখ্যানগুলি গত কয়েক বছরে দাবি নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে এসইউডি লাইফের ধারাবাহিক উৎকর্ষতার চূড়ান্ত ফলাফলকে প্রতিনিধিত্ব করে। কোম্পানির ২০২৩-২৪ অর্থবছরের কার্যক্রম ২০২২-২৩ অর্থবছরের তুলনায় উল্লেখযোগ্যভাবে উন্নত হয়েছে , যখন এটি ব্যক্তিগত দাবির জন্য ৯৬.০৭, গোষ্ঠী দাবির জন্য ৯৭.৩৭ এবং পিএম-জেজে-বিওয়াই দাবির জন্য ৯৬ এর শক্তিশালী নিষ্পত্তি অনুপাত বজায় রেখেছিল। এই ঊর্ধ্বমুখী প্রবণতা ২০২১-২২ অর্থবছরে শুরু হয়েছিল, যখন এসইউডি লাইফ ব্যক্তিগত দাবির জন্য ৯৭.৪২, গোষ্ঠী দাবির জন্য ৯৭.৯৫ এবং পিএমজেজেবিওয়াই দাবির জন্য ৯৮.২৬ চমৎকার নিষ্পত্তি অনুপাত অর্জন করেছিল। দাবি নিষ্পত্তি অনুপাতের ধারাবাহিক বৃদ্ধির সাথে সাথে, এসইউডি লাইফ তার কর্মক্ষম উৎকর্ষতা, ক্রমাগত উন্নতির প্রতিশ্রুতি এবং যখন প্রয়োজনীয় সময়ে দ্রুত সহায়তা প্রদান করার ক্ষমতা প্রমাণ করেছে।এই বিশ্বাসের উপর ভিত্তি করে, এসইউডি লাইফ তার উদ্ভাবনী ডিজিক্লেইমস প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে দাবি নিষ্পত্তির অভিজ্ঞতাকে আরও কার্যকরী করেছে, যা দাবি নিষ্পত্তি দ্রুত, আরও স্বচ্ছ এবং অসাধারণভাবে নির্বিঘ্ন করে তোলে ,গ্রাহকদের একটি স্মুথ ক্লিক টু ক্লেইম অভিজ্ঞতা প্রদান করে এবং যোগ্য দাবিগুলিকে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে প্রক্রিয়া করে দ্রুত অর্থপ্রদান নিশ্চিত করে। প্ল্যাটফর্মটি সুবিধাভোগী এবং দাবিদারদের এসএমএস, ইমেল, হোয়াটসঅ্যাপ এবং চিঠির মাধ্যমে রিয়েল-টাইম আপডেট প্রদান করে স্বচ্ছতা বৃদ্ধি করে, প্রতিটি ধাপে আশ্বাস প্রদান করে এবং নিরবচ্ছিন্ন নথি জমা এবং ট্র্যাকিং সহজতর করে, সুবিধা বৃদ্ধি করে এবং ব্যতিক্রমী পরিষেবা প্রদানের জন্য এসইউডি লাইফের প্রতিশ্রুতিকে শক্তিশালী করে। এই প্রযুক্তিগত অগ্রগতি এসইউডি লাইফের দাবি নিষ্পত্তির সময়সীমা উল্লেখযোগ্যভাবে উন্নত করেছে, যার ফলে ২০২২-২৩ অর্থবছরের গড় প্রক্রিয়াকরণ সময় ১১ দিন থেকে কমিয়ে ২০২৩-২৪ অর্থবছরে মাত্র ৭ দিনে নেমে এসেছে। এই অগ্রগতি দক্ষতা এবং গ্রাহক সন্তুষ্টির প্রতি কোম্পানির দৃঢ় প্রতিশ্রুতিকে তুলে ধরে, যা নিশ্চিত করে যে বৈধ দাবি দ্রুত এবং নির্বিঘ্নে নিষ্পত্তি করা হচ্ছে।এই কৃতিত্ব সম্পর্কে বলতে গিয়ে, স্টার ইউনিয়ন দাই-ইচি লাইফ ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি লিমিটেডের এমডি এবং সিইও শ্রী অভয় তেওয়ারি বলেন, এসইউডি লাইফ-এ, আমাদের পলিসিধারীদের প্রতি আমাদের প্রতিশ্রুতি আমাদের প্রথম অগ্রাধিকার। আমরা বুঝতে পারি যে প্রতিটি দাবি তাদের সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ মুহূর্তে আমাদের উপর পরিবারের বিশ্বাসের প্রতীক। উদ্ভাবন গ্রহণ করে এবং আমাদের প্রক্রিয়াগুলিকে ক্রমাগত পরিমার্জন করে, আমরা নিশ্চিত করছি যে এই বিশ্বাসটি দ্রুততা, স্বচ্ছতা এবং সহানুভূতির সাথে সম্মানিত হচ্ছে।এস ইউ ডি লাইফ বিশ্বাস করে যে ক্ষমতাযিত্ ব্যক্তিরা হলেন সহানুভূতিশীল এবং দক্ষ পরিষেবার ভিত্তি। কোম্পানিটি নিয়মিত প্রশিক্ষণ সেশন এবং সর্বশেষ পদ্ধতি এবং নিয়মকানুন সম্পর্কে মূল্যায়নের মাধ্যমে দক্ষতার সাথে দাবিগুলি পরিচালনা করার জন্য তার কর্মীবাহিনীকে সুসজ্জিত করে, সেই সাথে কর্মশালা এবং অনলাইন লার্নিং মডিউলের মাধ্যমে যা ক্রমাগত উন্নতির সংস্কৃতি গড়ে তোলে। এস ইউ ডি লাইফ তার কর্মীদের উপর বিনিয়োগ করে, এমন একটি পরিবেশ তৈরি করে যেখানে সহানুভূতি এবং দক্ষতা একসঙ্গে চলে, যা গ্রাহকদের প্রতি তার প্রতিশ্রুতি আরও দৃঢ় করে।

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব
# দুরন্ত বার্তা
৩০ বর্ষ, দৈনিক ১১৭ সংখ্যা, শনিবার, ১৫ চৈত্র , ১৪৩১

## টালমাটাল বাংলাদেশ, শিরে সংক্রান্তি অন্তর্দ্বন্দ্ব

বাংলাদেশের পরিস্থিতি এখন কি রকম, প্রশ্ন করলেই উত্তর হবে টলমলে। রাজনীতি, অর্থনীতি, বিদেশনীতি সবই টালমাটাল পরিস্থিতির মধ্যে রয়েছে বলে খবর মিলছে। তার মধ্যে আবার দানা বাঁধছে অন্তর্দ্বন্দ্ব।

বাংলাদেশের বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে সম্মক দারনা প্রায় সকলেই রয়েছে। মনে করা হচ্ছে অদুর ভবিষতে এই দেশটি বোধহয় মিলিটারি শাসন ব্যবস্থার হাতে চলে যাবে। ব্যস তাহলে আর কি সমস্ত রাজনৈতিক দলগুলো খাবি খাবে। শেখ হাসিনার পতন ও দেশ ছাড়ার পর দেশ পরিচালনার দায়িত্বে রয়েছেন নোবেলজয়ী অর্থনীতিবিদ মহম্মদ ইউনুস। আট মাস হতে চলেছে তাঁর শাসন, অথচ দেশ এখনও টলমলে। এই নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। প্রশ্ন উঠছে কেন বাংলাদেশের রাজনীতি, অর্থনীতি, বিদেশনীতি স্পষ্ট নয়। আইনের শাসন নেই বললেই চলে। সবকিছু কবে থামবে কেউ জানে না।

**সম্পাদকীয়**

ক্ষোভ-বিক্ষোভ দেখা দিচ্ছে সমস্ত জায়গায়। প্রত্যাশা-পূরণে ছাত্র নেতৃত্ব সফল হবে তেমন আশার আলোও দৃশ্যমান নয়।

ফলে হতাশা বা।ছে। অরাজকতাও। এই পরিস্থিতিতে মতপার্থক্য দেখা দিচ্ছে গোটা দেশে। সরকারের সঙ্গে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের এমন কি ছাত্রনেতাদের মধ্যেও মতানৈক্য স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। বাংলাদেশে রাজনৈতিক পালাবদলের পর সবকিছু যখন ঘেঁটে ঘ গিয়েছে- পুলিশ, আমলাশাহি, বিচারব্যবস্থা, প্রশাসন সব যেন নড়বড়ে হয়ে গিয়েছে। এত দিন যা ছিল ভেতরে ভেতরে, হঠাৎ যেন তা প্রকাশ্যে চলে আসছে। ছাত্রনেতারা সরকারে থেকেই দল গড়েছে। বাংলাদেসের এই পরিণতির শেষ কোথায়, তা নিয়ে বাংলাদেশে ও ভারত সহ বিশ্বের নানা দেশে চর্চা চলছে। শাসক হিসাবে টিকে থাকার অদম্য ইচ্ছাতে বাধ্য করতে পারে এগিয়ে আসতে সেনাবাহিনীকে। এই ধারণা সত্যি হলে বাংলাদেশের গণতন্ত্রের চর্চা নিশ্চিতভাবে আরও একবার ব্যাহত হবে বই কি। কিন্তু সম্ভবত এই প্রথমবার সেজন্য কেউ সেনাকর্তাদের অপরাধী বলে চিহ্নিত করা যাবে না। প্রশ্ন উঠছে এই পরিস্থিতি কেন হল সেদেশে, আলোচনার মাধ্যমে জানতে পারা গিয়েছে,

নিজেদের মধ্যে হানাহানি, মারামারি, কাটাকাটি ও কাদা ছোড়াছুড়ি এর জন্য দায়ী। এতে দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব বিপন্ন হবে। সেনাপ্রধানের ভাষণ অরাজক দেশের অসহায় নাগরিকদের আশ্বস্ত করেছিল। কিন্তু দু'টি বিষয় ছাত্র নেতৃত্বকে চিন্তিত রাখে। একটি ডিসেম্বরের মধ্যে নির্বাচন, অন্যটি সেই নির্বাচনে আওয়ামি লিগকে অংশ নিতে দেওয়া। মোটামুটিভাবে এই দুই প্রশ্নে দেশটা এখনও দ্বিধাবিভক্ত। ছাত্র নেতৃত্ব চায় ফ্যাসিবাদ ও মুজিববাদের নিকেশ। সেজন্য প্রয়োজন সংস্কার, নতুন সংবিধান রচনা- তারপর নির্বাচন। সেই নির্বাচনও হবে আগে স্থানীয় পর্যায়ের, পরে সংসদের। এই বিতর্কে প্রধান উপদেষ্টা মুহাম্মদ ইউনূস পেন্ডুলামের মতো দুলছেন। কখনও তিনি জোর দিচ্ছেন ডিসেম্বরে ভোট করানোর উপর, কখনও সংস্কারে। সংস্কারকেও তিনি অল্প ও বেশির মধ্যে ভাগাভাগি করেছেন।

---

## জলসঙ্কট

সকলই জানেন, পৃথিবীর তিনভাগ জলে ঢাকা। সেই জলের মধ্যে পানীয় জলের পরিমাণ মাত্র ২.৫। বাকি জল পানের অযোগ্য। ফলে জলময় এই পৃথিবীতে বেঁচে থাকার যে জলটুকু প্রয়োজন, তা নিয়ে মানুষের বিরাট চিন্তা।

পৃথিবীর জনসংখ্যার ১৭ শতাংশ মানুষ এ-দেশে বাস করে, মিষ্টি পানীয় জলের ভাণ্ডারের মাত্র ৪শতাংশ পুঁজি নিয়ে। ঐকিক নিয়মেই এটা স্পষ্ট যে, জনসংখ্যার নিরিখে এ-দেশের জলের ভাঁড়ার কম। জলের জোগান যে কোনও অঞ্চলের ভূ-প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্যের উপর নির্ভর করলেও- চাহিদা নির্ভর করে মূলত জনসংখ্যার উপর। তাই অনুমান, বিপুল জনসংখ্যার দাপটে জলের চাহিদা ও জোগানের

**সম্পাদকীয়**

ভারসাম্যের সংকটে পড়তে পারে এই দেশ। আমাদের দেশের জনঘনত্ব সর্বত্র সমান নয়। গ্রামের তুলনায় শহরের জনঘনত্ব অনেক বেশি। ক্রমবর্ধমান জনঘনত্বের ধাক্কায় শহরের বাস্তুতন্ত্রে আসতে চলেছে জলের তীব্র সংকট। পৃথিবীর আর্থিক বৃদ্ধির মডেলের সঙ্গে সংগতি রেখেই এ-দেশেও দ্রুত বেড়ে চলেছে নগরায়নের গতি। এমন প্রেক্ষিতে অদূর ভবিষ্যতেই এ-দেশের ৩০টি শহরে জল সংকট তীব্রতম হবে বলেই আশঙ্কা করা হচ্ছে।

জলের জোগান নিশ্চিত করতে বৃষ্টির জলে-ভরা নদী, পুকুর, খাল, বিলের জল ছাপিয়ে ভূগর্ভের জলের উপর নির্ভরতা বেড়ে চলেছে। এই নির্ভরতা গ্রামের কৃষিকাজে যেমন বাড়ছে, সেচের প্রয়োজনে তেমনই শহরাঞ্চলে বেড়ে চলেছে শিল্প-পরিষেবা। মনে রাখা দরকার যে, ভূগর্ভের জমা জলের ভাণ্ডার অফুরন্ত নয়, ত শেষ হবে একদিন। দিল্লি, বেঙ্গালুরু বা মুম্বইয়ের তুলনায় জলসম্পদের নিরিখে কলকাতা নিরাপদ হলেও, এই শহরের জলস্তর ক্রমাগত নেমে চলেছে ভূগর্ভের জলের ব্যবহারের জন্য। নর্মাণ ক্ষেত্রের বৃদ্ধির কারণে শহর জুড়ে বেড়ে চলেছে কংক্রিটের আস্তরণ। কমে চলেছে বনজঙ্গল। কংক্রিটের জঙ্গলে বৃষ্টির জলের পাতালপ্রবেশের পথ বন্ধ। জল নদী-খাল পেরিয়ে নোনা জলের সমুদ্রে মিশে নষ্ট হচ্ছে।

---

## অনুকূলচন্দ্র ঠাকুরের অমৃত বাণী

তোমার নজর যদি অন্যের কেবল খারাপটাই দেখে, তবে তুমি কখনই কাউকে ভালোবাসতে পারবেনা। আর যে সৎ দেখতে পারে না সে কখনই সৎ হয় না। যার উপর যা কিছু সব দাঁড়িয়ে আছে তাই ধর্ম, আর তিনিই পরম পুরুষ। ধর্ম কখনও বহু হয় না ধর্ম একই আর তার কোনো প্রকার নেই। মত বহু হতে পারে, এমনিকি যত মানুষ তত মত হতে পারে কিন্তু তাই বলে ধর্ম বহু হতে পারে। সব মতই সাধনা বিস্তারের জন্য, তবে তা নানান প্রকারের হতে পারে আর যতটুকু বিস্তারে যা হয় তাই অনুভূতি ও জ্ঞান। তাই ধর্ম অনুভূতির উপর। কোনো মতের সঙ্গে কোনো মতের প্রকৃত পক্ষে কোনো বিরোধ নেই, ভাবের বিভিন্নতা, রকমের বিভিন্নতা বলেই নানাপ্রকারে একরকম অনুভব । হিন্দু ধর্ম, মুসলমান ধর্ম, খ্রিস্টান ধর্ম, বৌদ্ধ ধর্ম ইত্যাদি কথা আমার মতে ভুল, বরং ও সবগুলি এক একটি মত।

---

## স্বামী বিবেকানন্দ ও বাণী

রামকৃষ্ণদেবের প্রধান শিষ্য স্বামী বিবেকানন্দ বারবার বলতেন যে কোনও সময়ে দেশমাতার বিরূপ কাজ করোনা। যদি দেশ মাতার বিরূপ কাজ করো তাহলে কিন্তু তুমি নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। তোমাকে আর খুঁজে পাওয়া যাবে না। একেবারে নিখোঁজ হয়ে যাবে। নিজের সাধ্যমতো দেশ সেবা করো। দেশের মানুষদের ভালোবাসা দেওয়ার চেষ্টা করো। কোনও সময়ে অহং বোধ প্রকাশ করবে না। সব জানি হবে জ্ঞান প্রকাশ করবে না। সবার মধ্যে কিছু দেওয়ার শক্তি থাকে। সেই শক্তিকে গ্রহণ করতে হবে। সবার শক্তি নিয়ে নিজেকে শক্তিশালী করতে হবে। মা দুর্গা সবার কাছ থেকে শক্তি নিয়ে তিনি শক্তিশালী হয়েছিলেন। আর আজকে ভারতবাসীকে সবার কাছ থেকে শক্তি নিয়ে নিড়জেকে শক্তিশালী করতে হবে।

---

# বিদ্যাসাগর ঘোড়ার গাড়ি চড়তেন না। কেন?

# ঘোড়া নিজের বেতন বলতে পারে না

**কৌশিক দাস**

সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যে অগাধ পাণ্ডিত্যের জন্য সংস্কৃত কলেজ থেকে ১৮৩৯ সালে তিনি বিদ্যাসাগর উপাধি লাভ করেন। সংস্কৃত ছাড়াও বাংলা ও ইংরেজি ভাষায় বিশেষ ব্যুপত্তি ছিল তার। তিনিই প্রথম বাংলা লিপি সংস্কার করে তাকে যুক্তিবহ ও সহজপাঠ্য করে তোলেন। বাংলা গদ্যের প্রথম সার্থক রূপকার তিনিই। এহেন বিদ্যাসাগর সম্বন্ধে অনেক সত্য ঘটনা শোনা যায়। যেমন, তিনি মাছ মাংস খেতেন না। খাওয়ার মধ্যে সামান্য দুধ। তা একবার গ্রামের বাড়ি থেকে কলকাতা ফিরছেন। হেঁটে! বাবার হাত ধরে হেঁটে এসেছিলেন ছোটোবেলায়, তাই বোধহয় তখনও হাঁটতেন। আসতে আসতে একজায়গায় বিশ্রাম নিচ্ছেন। দেখলেন একটু দূরে একটা বাড়িতে গরুর দুধ দোওয়া হচ্ছে। আর ছোট্টো বাছুরগুলো দূরে দাঁড়িয়ে ক্ষিদেতে ডাকাডাকি করছে। এত কষ্ট পেলেন দেখে, কলকাতা ফিরে দুধ খাওয়াটাও ত্যাগ করলেন। সহস্র পুঁথি পড়া পন্ডিতের টিকি কেটে নেওয়া পন্ডিত, তাঁর এই মন! এইখানটাতে তিনি বিদ্যাসাগর। ঘোড়ার গাড়ি চা।তেন না। কেন? না, ঘোড়া নিজের বেতন বলতে পারে না। কী কান্ড! দু ঃখ কষ্ট দেখলেই কেমন যেন হয়ে যেতেন। একে ওই তেজ, তায় এরকম শিশুর মতন হাবভাব। লোকে টাকা নিত। মিথ্যে কথা বলে বলে। নিয়ে নিয়ে এমন অবস্থা দাঁড়ালো যে, রাস্তায় বেরোতে পারতেন না। কেন? সে কারণ শুনলে আমরা হেসে ফেলব। বাড়ি থেকে বেরিয়ে হেঁটে যাচ্ছেন, সামনে ক-বাবু আসছে। তার কাছে চাড্ডি টাকা পান। মুখোমুখি পড়লে সে একটা বড্ড অস্বস্তির বিষয় হবে। বিদ্যাসাগর পালালেন। তার কিন্তু হেলদোল নেই। এদিকেই আসছে। বিদ্যেসাগর উল্টোদিকে দৌড়তে গিয়ে দেখলেন খ- বাবু আসছে। সে আরো বেশী টাকা নিয়েছে। বিদ্যাসাগর লুকোলেন গাছের আড়ালে। এই দৃশ্যটার একটা ফটো কোথাও না কোথাও তুলে নিশ্চি সংরক্ষণে রাখা আছে। আমাদের সেখানে প্রবেশ নিষেধ। একবার দুর্ভিক্ষের সময় লঙ্গরখানা খুলেছিলেন শহরে। অনেক লোক খেত। ভাত, ডাল, একটা তরকারি। পুরোটাই নিজের টাকায়। কিছুদিন চলার পর কলকাতার কিছু ভদ্রলোক এসে বললো, বাঙালীর কি একটু মাছ না হলে চলে? বিদ্যাসাগর, যাঁরা দেখভাল করছিলেন, তাঁদের বললেন, একটুকরো করে মাছও দিও। আবার চললো কিছুদিন। আবার সেই ভদ্রলোকগুলো এলো। বলল-সবই হলো। বাঙালীর শেষ পাতে একটু অম্বল হলে ভালো হয় বিদ্যাসাগর লঙ্গরখানা বন্ধ করে দিলেন।

তাঁকে নিয়ে প্রচুর ব্যঙ্গ রসিকতা করেছে বাঙালী। খিস্তি দিয়েছে তার চতুর্গুণ। বিধবা বিয়ে করবে বলে তাঁর কাছে গুচ্ছ গুচ্ছ টাকা নিয়ে মেরে দিয়েছে। তবু তারই মধ্যে মেয়েদের জন্যে তিনি আজীবন ল।ে গেছেন। মেয়েরা লেখাপড়া করবে এর ওপর তাঁর যে কী টান ছিলো একটা সময়ের পর কলকাতার ভদ্র বাঙালী দেখলেই ক্ষেপে যেতেন। তারপর চলে গেলেন সাঁওতাল পরগণায়। ওখানেই থাকতেন। ওঁদের সঙ্গে। ওখানেও ইস্কুল করেছিলেন। হোমিওপ্যাথিক ওষুধ- টষুধ দিতেন। গবেষকেরা বলেন বিদ্যাসাগরের দাম্পত্যজীবন খুব সুখের ছিল না। খুব অল্প বয়সে ক্ষীরপাইয়ের শত্রুঘ্ন ভট্টাচার্যের মেয়ে দীনময়ীর সঙ্গে বিয়ে হয়েছিল ঈশ্বরচন্দ্রের। ঈশ্বরচন্দ্রের বয়স তখন চোদ্দ আর দিনময়ীর আট। বিয়ের ১৫ বছর পেরিয়ে গেলেও সন্তান জন্মাচ্ছিল না তাঁদের। দীর্ঘদিন নিঃসন্তান থাকায় তাঁকে বন্ধ্যা ধরে নিয়ে আত্মীয় পরিজনেরা ঈশ্বরচন্দ্রের দ্বিতীয় বিয়ের পরিকল্পনাও শুরু করে দেন। বহুবিবাহে বিরোধী বিদ্যাসাগর নিজেই হেসে উড়িয়ে দেয় সেসব পরিকল্পনা। বিয়ের ১৬ বছরের মাথায় জন্ম হয় ঈশ্বরচন্দ্র আর দীনময়ীর প্রথম সন্তান নারায়ণচন্দ্র। তারপর একে একে আরও চার মেয়ের জন্ম দেন দীনময়ী। একমাত্র ছেলে নারায়ণের প্রতি অন্ধ স্নেহ ছিল মায়ের। ছেলের অন্যায় কাজেও তাঁর প্রশ্রয় থাকত। প্রয়োজনে নিজের গয়না বন্ধক দিয়েও অর্থের জোগান দিতেন ছেলেকে। যথেচ্ছাচারী ও কুপথগামী সেই ছেলেকে নিয়েই ফাটল ধরে দীনময়ী বিদ্যাসাগরের দাম্পত্যে। একসময় পরিবারের সঙ্গেও সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করেন বীতশ্রদ্ধ বিদ্যাসাগর। বিদ্যাসাগরের পাণ্ডিত্য নিয়ে যত কথা হয়, তার অর্ধেক আলোচনাও হয় না তাঁর রসিকতা নিয়ে। অথচ 'যশুরে কৈ' ঈশ্বরচন্দ্রের রসবোধ ছিল প্রবল। ১৮৭৩ সাল। সেসময় বিদ্যাসাগরের বহুবিবাহ-নিরোধ আন্দোলনের বিরোধিতায় মাঠে নেমেছিলেন পণ্ডিত তারানাথ বাচস্পতি। বহু বিবাহের সমর্থনে একটা বই লিখলেন তারানাথ। বহু সংস্কৃত শ্লোকের ভুল ব্যাখ্যা করলেন সে বইতে। বেঁচে থাকলে সম্ভবতঃ তিনি বাঙালী ভদ্রজনের হ্যাপি বার্থডে নিতেন না। তখনই নেননি। এখন তো তিনি এখানে থাকতে চাননি। তিনি নেই। কেবল, বারবার মনে হয়, ওই গ্রাম থেকে আসা শহরের মেঠো রাস্তায় তিনি আজও হাঁটছেন। দেখছেন, বাছুরগুলো ভ্যা ভ্যা করছে গরুর দুধ দোওয়া হচ্ছে তাঁর চোখে জল এসে যাচ্ছে এইখানে তিনি চিরকাল থাকবেন। বিদ্যাসাগর হয়ে নয়, দয়ার সাগর হয়ে!

---

# শক্তি দিয়ে বিশ্ব জয় করার প্রবণতা দেশগুলির মধ্যে বিরাজ করছে

'**বিশেষ প্রতিবেদক** ঃ শক্তি দিয়ে বিশ্ব জয় করার প্রবণতা এখন এই সব শক্তিশালী দেশগুলির মনের মধ্যে বিরাজ করতে শুরু করে দিয়েছে। তিনটি শক্তিশালী দেশ যুদ্ধকে জিইয়ে রাখার চেষ্টাা করছে। সেই সব শক্তিশালী দেশগুলির মধ্যে রয়েছে রাশিয়া, চিন এবং আমেরিকা। এদেরকে থামানো সম্ভব হচ্ছে না। রাষ্ট্রপুঞ্জ পরাস্ত হয়ে গিয়েছে। শক্তিশালী রাষ্ট্র নেতারা অস্ত্র সরবরাহ করার আশ্বাস দিতে শুরু করে দিয়েছে। তার ফলে যুদ্ধ থমবে না। বরং আরও বৃদ্ধি পেতে থাকবে। যুদ্ধকে পাশে রেখে শান্তির কথা বলা যায় না। আর্থিক উন্নয়নের কথা বলা যায় না। সমস্যার সমাধানের সূত্র বের করা যায় না। কবে যুদ্ধ থামবে তার কোনও উত্তর কেউ দিতে পারছে না। সবাই মুখ বন্ধ করে রয়েছে। একমাত্র ভারত বলতে পেরেছে, এটা যুদ্ধের সময় নয়। ইউক্রেন যুদ্ধ শুরু হওয়ার ফলে আন্তর্জাতিক সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে। বহু দেশ আজকে সঙ্কটে ভুগতে শুরু করে দিয়েছে। বহু দেশের বাসিন্দারা আজকে অনাহারে থাকছে। মানবাধিকার লঙ্ঘিত হতে শুরু করেছে। তার সমাধান করার কোনও পথ তৈরি করতে পারছে না। আন্তর্জাতিক বাজারে কৃত্রিম চাহিদার সৃষ্টি হয়েছে। তার ফলে নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিস থেকে শুরু করে প্রতি পণ্যের দাম আকাশ ছোঁয়া। তার প্রভাব পড়তে শুরু করেছে মানুষের দৈনন্দিন জীবনে। বিশ্বের কোনও মানুষ আজকে সুস্থভাবে বসবাস করতে পারছে না। তারা সবাই আক্রান্ত হতে শুরু করে দিয়েছে। খাদ্যে আক্রান্ত হচ্ছে। বসবাসস্থান না পাওয়ার ফলে মানসিক আক্রান্ত হতে শুরু করে দিয়েছে। সুস্থ নাগরিক জীবন ব্যাহত হতে শুরু করেছে। এর হাত থেকে রেহাই পাওয়ার ব্যাপারে সবাই সচেষ্ট হলেও শক্তিধর রাষ্ট্রগুলি শুধু মাত্র রাজনৈতিক স্বার্থকে চরিতার্থ করতে একের পর এক সমস্যার সৃষ্টি করতে শুরু করেছে। কৃত্রিম সমস্যার সৃষ্টি করছে। তার সমাধান করা ইচ্ছা প্রকাশ করছে না। তার ফলে আজকে গোটা বিশ্ব নানা রকম সমস্যার জর্জরিত। ভারতই আগামি দিনে নয়া বিশ্ব রচনা করার পথ তৈরি করতে থাকবে বলে সবাই বিশ্বাস করতে শুরু করেছে। জাতীয় রাজনীতির উর্ধ্বে থেকে আন্তর্জাতিক রাজনীতিকে গুরুত্ব দিতে হবে। রাষ্ট্রপুঞ্জের সনদ সবাইকে গ্রহণ করতে হবে এবং তা মেনে চলতে হবে। আজকে গোটা বিশ্ব একটি সঙ্কটের মধ্যে দিয়ে বইতে শুরু করে দিয়েছে। তাকে রোধ করতে হবে। তার জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। আন্তর্জাতিক রাজনীতিকে প্রাধান্য দিতে না পারলে কিন্তু আন্তর্জাতিক মৈত্রী বৃদ্ধি লাভ করবে না। রাষ্ট্রপুঞ্জ তখ ন একটি পুতুলে পরিণত হতে থাকবে। আজকে নিরাপত্তা পরিষদের মুখ্য কারিগর রাষ্ট্রগুলি পরস্পরের মধ্যে শক্তিকে যাচাই করতে শুরু করে দিয়েছে। তার ফলে সারা বিশ্ব একদিকে যেমন উত্তপ্ত আবার অন্য দিকে দেখতে পাওয়া গিয়েছে বহু মানুষ ক্ষুধার তাড়নায় ঘুরে বেড়াতে শুরু করে দিয়েছে। ইউরোপের ইতিহাসে প্রথম শরনার্থী দেখতে পাওয়া গেল। বহু লোকেরা আজকে খে ালা আকাশের নিচে বাস করতে শুরু করে দিয়েছে। এই সব সমস্যার কথা ভাবতে হবে। তার সমাধান করার পথ তৈরি করতে হবে। এই সব সমস্যার সমাধান সূত্র বের করতে হবে। এত টাকা ব্যয় করে এই সব সম্মেলন থেকে কোনও বার্তা কি উঠে আসবে না বিশ্ববাসীদের কাছে পৌঁছে দেওয়ার? মানব শক্তিকে ধ্বংস করার যজ্ঞ শুরু হয়ে গিয়েছে। তাকে এখনই দমন করা উচিত। রাষ্ট্রপুঞ্জের নিরাপত্তা পরিষদের সদস্যদের কাজ হচ্ছে সব রাষ্ট্রকে পথ দেখানো। কিন্তু তারাই এখন শক্তি পরীক্ষা দিতে শুরু করেছে। রাজার অর্থনীতি ত্যাগ করে অস্ত্র নীতি গ্রহণ করতে শুরু করেছে। তার ফলে আজকে সারা বিশ্বে কৃত্রিম চাহিদা সৃষ্টি হয়েছে। জ্বালানি, তেল এবং খদ্যের সঙ্কট দেখতে পাওয়া গিয়েছে। তার হাত থেকে মুক্তি পেতে গেলে আলোচনারনর মধ্যে দিয়ে পথ রচনা করতে হবে। এই বার্তা উঠে আসতে শুরু করে দিয়েছে। এদিকে চিনের বিদেশ মন্ত্রী থেকে শুরু করে আমেরিকার বিদেশ সচিব পরস্পরের সঙ্গে আলোচনায় অংশ গ্রণ করে সমস্যার সমাধান সূত্র বের করার চেষ্টা করছে। সেখান থেকে কী বার্তা উঠে আসে তার দিকে বিশ্বের রাষ্ট্র নেতারা তাকিয়ে রয়েছেন। সেখানে বলা হচ্ছে যে জাতীয় রাজনীতির উর্ধ্বে থেকে আন্তর্জাতিক রাজনীতিকে বেশি করে প্রাধান্য দিতে হবে। আন্তর্জাতিকতাবাদকে গ্রহণ করতে হবে। তাকে বেশি করে প্রাধান্য দিতে হবে। রাষ্ট্রপুঞ্জের সনদকে গ্রহণ করতে হবে। তাকে মর্যাদা দিতে হবে। শক্তিশালী করতে হবে বিশ্বাসকে। রাজনৈতিক বিশ্বাস, অর্থনৈতিক বিশ্বাস এবং কূটনীতিক বিশ্বাসের ওপরে বেশি করে জোর দিতে হবে। তবেই বিশ্বের বর্তমান যে ভযাবহ পরিবেশ তৈরি হয়েছে তার হাত থেকে মুক্তি পাওয়া সম্ভব হবে। এদিকে যুদ্ধনীতি গ্রহণ করার ফলে বিশ্বের শক্তির ভারসাম্য হারিয়ে ফেলতে শুরু করেছে। ইউক্রেন যুদ্ধকে হাতিয়ার করে এখ ন অস্ত্রের উস্কানি দিতে শুরু করে দিয়েছে শক্তিশালী রাষ্ট্রগুলি । এর হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার পথ তৈরি করতে হবে। উস্কানি অস্ত্র বিরোধী আইন প্রস্তুত করতে হবে। তার জন্য রাষ্ট্রপুঞ্জকে এগিয়ে আসার খুবই প্রয়োজন। রাষ্ট্রপুঞ্জকে এড়িয়ে যেভাবে শক্তিশালী দেশগুলি ইউক্রেনকে উস্কানি দিতে শুরু করে দিয়েছে ভারত তার বিরোধিতা করেছে। কিন্তু ভারত কাউকে সরাসরি বলতে পারছে না যুদ্ধ থামান। কারণ এই সব শক্তিশালী দেশগুলি ভারতের কথায় কান দেবে না। তারা নেটোর নেতাদের কথায় কান দেবে। যারা যুদ্ধ অস্ত্র নির্মাণ করে তাদের কথায় কান দেবে। পৃথিবীতে যদি শান্তি বিরাজ করে তাহলে সব অস্ত্র কারখানাগুলি তো একেবারে বন্ধ হয়ে যাবে। অস্ত্র উৎপাদন তো একেবারে স্তব্ধ হয়ে যাবে। তার ফলে বহু রাষ্ট্রকে ভিক্ষার থালা নিয়ে ঘুরে বেড়াতে হবে দ্বারে দ্বারে।

---

# ভারতীয় উপমহাদেশের একটি সামাজিক-ধর্মীয় সংস্কার আন্দোলন ব্রাহ্ম সমাজের পূর্বসূরী

রামমোহন রায় (২২ মে ১৭৭২ - ২৭ সেপ্টেম্বর ১৮৩৩) ছিলেন একজন ভারতীয় সংস্কারক এবং লেখক যিনি ১৮২৮ সালে ব্রাহ্মসভার প্রতিষ্ঠাতাদের একজন ছিলেন, যা ভারতীয় উপমহাদেশের একটি সামাজিক-ধর্মীয় সংস্কার আন্দোলন ব্রাহ্ম সমাজের পূর্বসূরী । তাকে ভারতীয় নবজাগরণের জনক বলা হয়। ১ মুঘল সম্রাট দ্বিতীয় আকবর তাকে রাজা উপাধি দিয়েছিলেন। রাজনীতি, জনপ্রশাসন, শিক্ষা এবং ধর্মের ক্ষেত্রে তাঁর প্রভাব স্পষ্ট ছিল। তিনি সতীদাহ এবং বাল্যবিবাহ প্রথা বিলোপের প্রচেষ্টার জন্য পরিচিত ছিলেন। ২ রায় গৌড়ীয় ব্যাকরণ রচনা করেন যা ছিল প্রথম সম্পূর্ণ বাংলা ব্যাকরণ লিখিত বই। রামমোহন রায়ের জন্ম বেঙ্গল প্রেসিডেন্সির হুগলি জেলার রাধানগরে। তাঁর প্রপিতামহ কৃষ্ণকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন একজন রাঢ়ী কুলীন (সম্ভ্রান্ত) ব্রাহ্মণ। জনপ্রিয় পৌরাণিক কাহিনী অনুসারে, দ্বাদশ শতাব্দীতে কনৌজ থেকে বল্লাল সেন কর্তৃক আমদানি করা পাঁচটি ব্রাহ্মণ পরিবারের বংশধর - কুলিন ব্রাহ্মণদের মধ্যে - পশ্চিমবঙ্গের রাঢ়ী জেলার লোকেরা ঊনবিংশ শতাব্দীতে একাধিক মহিলাকে বিয়ে করে যৌতুক দিয়ে জীবনযাপন করার জন্য কুখ্যাত ছিল। কুলিনবাদ ছিল বহুবিবাহ এবং যৌতুক প্রথার সমার্থক, যার বিরুদ্ধে রামমোহন প্রচারণা চালিয়েছিলেন। ৪ তাঁর পিতা রামকান্ত ছিলেন একজন বৈষ্ণব , অন্যদিকে তাঁর মা তারিণী দেবী ছিলেন শৈব পরিবারের। তিনি সংস্কৃত, ফার্সি এবং ইংরেজি ভাষার একজন মহান পণ্ডিত ছিলেন এবং আরবি, ল্যাটিন এবং গ্রীক ভাষাও জানতেন। একজন পিতামাতা তাকে একজন পণ্ডিত, শাস্ত্রী হিসেবে পেশার জন্য প্রস্তুত করেছিলেন , অন্যদিকে অন্যজন

তাকে জনপ্রশাসনের লৌকিক বা পার্থিব ক্ষেত্রে ক্যারিয়ার শুরু করার জন্য প্রয়োজনীয় সমস্ত পার্থিব সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত করেছিলেন। শৈশবকাল থেকেই এই দুটি পিতামাতার আদর্শের মধ্যে ছিন্নভিন্ন হয়ে, রাম মোহন তার বাকি জীবন এই দুটির মধ্যে দ্বিধাগ্রস্ত ছিলেন। শৈশবে রামমোহন রায় তাঁর শ্যালিকার সতীদাহের মাধ্যমে মৃত্যু প্রত্যক্ষ করেছিলেন। সতেরো বছর বয়সী মেয়েটিকে চিতার দিকে টেনে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল যেখানে রামমোহন রায় তার আতঙ্কিত অবস্থা দেখেছিলেন। তিনি প্রতিবাদ করার চেষ্টা করেছিলেন কিন্তু কোনও লাভ হয়নি। তাকে জীবন্ত পুড়িয়ে মারা হয়েছিল। তার যন্ত্রণাদায়ক চিৎকারের উপর লোকেরা মহা সতী! মহা সতী! মহা সতী! স্লোগান দিতে থাকে। রামমোহন রায় তিনবার বিবাহ করেছিলেন। তাঁর প্রথম স্ত্রী অকাল মৃত্যুবরণ করেন। তাঁর দুই পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করেন, ১৮০০ সালে রাধাপ্রসাদ এবং ১৮১২ সালে রামপ্রসাদ। দ্বিতীয় স্ত্রী ১৮২৪ সালে মারা যান। রায়ের তৃতীয় স্ত্রী তাঁর চেয়েও বেশি সময় বেঁচে ছিলেন। রামমোহন রায়ের প্রাথমিক শিক্ষার প্রকৃতি এবং বিষয়বস্তু নিয়ে বিতর্ক রয়েছে। একটি মতামত হল যে রামমোহন তার আনুষ্ঠানিক শিক্ষা শুরু করেছিলেন গ্রামের পাঠশালায় যেখানে তিনি বাংলা এবং কিছু সংস্কৃত ও ফারসি ভাষা শিখেছিলেন। পরে তিনি পাটনার একটি মাদ্রাসায় ফারসি ও আরবি ভাষা অধ্যয়ন করেছিলেন বলে জানা যায় এবং এরপর তাকে বেদ ও উপনিষদ সহ সংস্কৃত এবং হিন্দু ধর্মগ্রন্থের জটিলতা শেখার জন্য বেনারসে পাঠানো হয়েছিল। এই দুটি স্থানে তার সময়কাল অনিশ্চিত। তবে, এটি বিশ্বাস করা হয় যে তাকে নয় বছর বয়সে পাটনায় পাঠানো হয়েছিল এবং দুই বছর পরে তিনি বেনারসে যান। আধুনিক ভারতীয় ইতিহাসে রামমোহন রায়ের প্রভাব ছিল উপনিষদে পাওয়া বেদান্ত দর্শনের বিশুদ্ধ ও নীতিগত নীতিগুলির পুনরুজ্জীবন। তিনি ঈশ্বরের একত্ব প্রচার করেছিলেন, বৈদিক শাস্ত্রের প্রাথমিক অনুবাদ ইংরেজিতে করেছিলেন, কলকাতা ইউনিটারিয়ান সোসাইটির সহ-প্রতিষ্ঠা করেছিলেন এবং ব্রাহ্ম সমাজের পূর্বসূরী ব্রাহ্মসভা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। ব্রাহ্ম সমাজ ভারতীয় সমাজের সংস্কার ও আধুনিকীকরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। তিনি বিধবাদের পুড়িয়ে মারার প্রথা সতীদাহের বিরুদ্ধে সফলভাবে প্রচারণা চালিয়েছিলেন। তিনি তার দেশের ঐতিহ্যের সেরা বৈশিষ্ট্যগুলির সাথে পশ্চিমা সংস্কৃতিকে একীভূত করার চেষ্টা করেছিলেন। তিনি ভারতে একটি আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থা জনপিয় করার জন্য বেশ কয়েকটি স্কুল প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তিনি হিন্দুধর্মে যুক্তিবাদী, নীতিবান, কর্তৃত্ববাদী, পার্থিব দৃষ্টিভঙ্গি এবং সামাজিক সংস্কার প্রচার করেছিলেন। তাঁর লেখা ব্রিটিশ এবং আমেরিকান ইউনিটারিয়ানদের মধ্যেও আগ্রহ জাগিয়ে তোলে।

---

# বাংলায় গণিত চর্চার সেরা পথিকৃত কে সি নাগ

কলকাতায় এসে রসা রোডে একটি ভাড়া ঘর নিয়ে থাকতেন। পরে দক্ষিণ কলকাতায় গোবিন্দ ঘোষাল লেনে বাড়ি করেছিলেন। মিত্র স্কুলে অগ্রজ শিক্ষক ছিলেন কবি কালিদাস রায়। তাঁর বাড়িতে সাহিত্যিকদের আড্ডা বসতো। সেখানে মধ্যমনি ছিলেন কথা সাহিত্যিক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। এই সাহিত্যিকদের আড্ডাখানায় কে সি নাগ উপস্থিত থাকতেন। কবি কালিদাস রায় এবং কথা সাহিত্যিক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় অঙ্কের বই রচনা করতে কে সি নাগকে উৎসাহিত করেছিলেন। এর ফলে 'ইউ এন ধর' থেকে প্রকাশিত হল 'নব পাটীগণিত'। বই প্রকাশিত হওয়ার পর থেকেই কেশবচন্দ্র নাগ থেকে কে সি নাগ হিসাবে পরিচিতি লাভ করলেন।

ক্যালকাটা বুক থেকে প্রকাশিত হল ১৯৪২ সালে 'ম্যাট্রিক ম্যাথামেটিকস'। কীভাবে অঙ্ক করলে সুবিধা হবে ছাত্রদের সেই পদ্ধতি এই বইটিতে লিখিত আছে। বিভিন্ন ভাষায় কে সি নাগের বই প্রকাশিত হয়েছে। পাকিস্তান বোর্ডের জন্য বই লিখেছিলেন তিনি। আছে ব্রেল সংস্করণও। গণিতের বইরে বহু আধ্যাত্মিক গ্রন্থও রচনা করেছিলেন। জিতেন্দ্রলাল রায় ছিলেন তাঁর পাড়ার বন্ধু। পরে যিনি রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের অধ্যক্ষ বিশুদ্ধানন্দ হিসাবে পরিচিতি লাভ করেন। তাঁর নির্দেশ কেশববাবু খুব পালন করতেন। শ্রীশ্রী সারদা মায়ের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছিলেন কে সি নাগ।

স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশ গ্রহণ করেছিলেন। মহাত্মা গান্ধিজির 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করে কারাবাস বরণ করেছিলেন। পরে শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় তাঁকে ভোটে দাঁড়ানোর প্রস্তাব দিয়েছিলেন। কিন্তু তিনি তা গ্রহণ করেননি। খেলাধূলার প্রতি তাঁর আকর্ষন ছিল। ফুটবল, ক্রিকেট এবং টেনিস খেলার প্রতি তাঁর আগ্রহ দেখা যায়। তিনি মোহনবাগান ক্লাবের সমর্থক ছিলেন। তাঁর অতি প্রিয় ছিল আইএফএ শিল্ড এর খেলাগুলি। ১৯৮৫ সালে ১ ফেব্রুয়ারি কানপুরে ভারত ইংল্যাণ্ড টেস্টে ভারতের ক্রিকেট খেলোয়াড় মহম্মদ আজাহারউদ্দিন তৃতীয় শতরান এর ধারাবিবরণী শুনতে শুনতে মস্তিকে রক্তক্ষরণ হয়। এর দুই বছর বাদে ১৯৮৭ সালে ৬ ফেব্রুয়ারি পরলোকগমন করলেন গণিতশাস্ত্রজ্ঞ।

তাঁর ছাত্রদের তালিকায় আছেন সোমনাথ চট্টোপাধ্যায়, সুভাষ মুখে ।পাধ্যায়, হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, বিকাশ রায়, রঞ্জিত মল্লিকের মতো দিকপালরা। তাঁর বই বিক্রির টাকা চলে যায় তাঁর স্ত্রী লক্ষীমণি দেবীর ফাণ্ডে। সমাজ সেবার কাজে ও দরিদ্র ছাত্রদের পড়াশুনার জন্য সেই টাকা ব্যবহার করা হয়ে থাকে। তিনি সারা জীবন ছাত্রদের কল্যাণের জন্য জীবনকে উৎসর্গ করেছিলেন। বইতে তিনি তাঁর নামের পাশে কোনও দিন ডিগ্রির কথা উল্লেখ করেননি। শুধু লিখতেন কে সি নাগ। চেনা বামুনের পইতে লাগে না বলে তিনি মনে করতেন। আজকের প্রচার সর্বস্ব যুগে তাঁর মতো বিরল ব্যক্তির অভাব রয়েছে।

# হাওড়ার বর্জ্য নিতে কোনও অসুবিধা হবে না বলেই মনে করছে বৈদ্যবাটি পুর কর্তৃপক্ষ

বনস্পতি দে, হুগলি, ২৮ মার্চ ঃ হাওড়ার বর্জ্য নিতে কোনও অসুবিধা হবে না বলেই মনে করছে বৈদ্যবাটি পুর কর্তৃপক্ষ। জঞ্জাল সরানোর জন্য ইতিমধ্যেই বিকল্প ব্যবস্থা শুরু হয়েছে। হাওড়ার বেলগাছিয়ার ভাগাড় নিয়ে যখন চর্চা তুঙ্গে, তখনই এগিয়ে এল হুগলির বৈদ্যবাটি পুরসভা। বৈদ্যবাটি পুরসভার ৫২ একর জায়গা জুড়ে রয়েছে সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট প্ল্যান্ট। সেখানে প্রতদিন ৫০০-৬০০ টন বর্জ্য জমা পড়ে।

বেলগাছিয়ার ভাগাড়ের পরিবর্তে আবর্জনা ফেলা হবে হুগলির বৈদ্যবাটিতে। সেখানে প্রায় আড়াইশো মেট্রিক টন আবর্জনাকে স্থানান্তরিত করা হবে বলে জানা গিয়েছে। পুরমন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম এই প্রসঙ্গে বলার পরেই প্রস্তুতি নিতে শুরু করেছে বৈদ্যবাটি পুরসভা। হুগলির বৈদ্যবাটিতে সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট প্ল্যান্ট- এ মোট সাতটি পুরসভার কঠিন বর্জ্য পদার্থ এসে জমা হয়। সেখান থেকে বর্জ্য রিসাইক্লিং-এর মাধ্যমে বিভিন্ন সার ও অন্যান্য ব্যবহারযোগ্য জিনিস তৈরি করা হয়। ফলত, পার্শ্ববর্তী জেলা হাওড়ার বর্জ্য নিয়ে আসা হলে শুধুমাত্র ডাম্পিং গ্রাউন্ডে পড়ে না থেকে সেই বর্জ্য পদার্থকে রিসাইক্লিং-এর মাধ্যমে কাজে লাগানো হবে। এমনটাই জানানো হয়েছে পুরসভার পক্ষ থেকে। বৈদ্যবাটি পুরসভার স্যানিটারি ইন্সপেক্টর কৃষ্ণেন্দু কুন্ডু বলেন, 'পুর ও নগরোন্নয়ন মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিমের ঘোষণার পর থেকেই তৎপরতা শুরু হয়ে গিয়েছে বৈদ্যবাটি পুরসভার সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট সিস্টেমে। কঠিন বর্জ্য পদার্থ যা এখানে আনা হবে সেই জায়গাও প্রস্তুত করা হয়েছে।' তিনি জানান, এখানে যে পরিকাঠামো রয়েছে, তা দিয়ে অনেক বেশি পরিমাণ আবর্জনা রিসাইকেল করা যায়। সাতটি পুরসভার আবর্জনা বৈদ্যবাটি প্ল্যান্টে জমা হয়। তাই হাওড়ার আবর্জনা এলেও অসুবিধা হবে না।

# নীল লাইনে আরও দুটি ডালিয়ান রেক চালু করা হয়েছে

কলকাতা, ২৮ মার্চ ঃ সকল মেট্রো ব্যবহারকারীদের জন্য সুখবর! মেট্রো রেলওয়ে আজ, অর্থাৎ ২৮.০৩.২০২৫ তারিখে যাত্রীদের পরিষেবার জন্য আরও দুটি ডালিয়ান রেক MR - ৫০৪ এবং MR -৫১২ চালু করেছে।

এর ফলে, পাঁচটি ডালিয়ান রেক এখন মেট্রো নেটওয়ার্কে চলাচল করছে। বাণিজ্যিক পরিষেবায় অন্তর্ভুক্তির আগে, CEA রেগুলেশন ২০১০ (বৈদ্যুতিক সুরক্ষা এবং বিদ্যুৎ সরবরাহ সম্পর্কিত ব্যবস্থা) এর বিধান অনুসারে বৈদ্যুতিক সুরক্ষা যাচাইয়ের জন্য ২৭.০৩.২০২৫ তারিখে EIG (সরকারের বৈদ্যুতিক পরিদর্শক) দ্বারা উভয় রেক পরিদর্শন করা হয়েছিল। নতুন রেক MR -৫০৪ এবং MR- ৫১২ নোয়াপাড়া স্টেশন থেকে সকাল ১১.৫৮ টায় তাদের প্রথম যাত্রা শুরু করে। যথাক্রমে ১২.৩৫ ঘন্টা এবং ১২.৩৫ ঘন্টায় এবং তারা কবি সুভাষ মেট্রো স্টেশনে যথাক্রমে ১২.৫৬ ঘন্টা এবং ১৩.৩৯ ঘন্টায় পৌঁছায়। আবার তারা কবি সুভাষ থেকে যথাক্রমে ১৩.০১ ঘন্টা এবং ১৩.৪১ ঘন্টায় তাদের ফিরতি যাত্রা শুরু করে এবং তারা যথাক্রমে ১৪.০৫ ঘন্টা এবং ১৪.৪৫ ঘন্টায় দক্ষিণেশ্বর স্টেশনে পৌঁছায়। মেট্রো রেল নেটওয়ার্কের যাত্রীদের আরাম এবং আনন্দ বৃদ্ধির জন্য এই রেকগুলিতে বিশেষ বৈশিষ্ট্য রয়েছে। বিদ্যমান এসি রেকের তুলনায় এই ধরণের রেকগুলিতে ১০০ মিমি চওড়া দরজা রয়েছে। তাছাড়া, বসার ক্ষমতা বেশি, উন্নত এয়ার কন্ডিশনিং, শব্দ কমানোর বৈশিষ্ট্য এবং চোখ প্রশান্ত করার মতো আলোকসজ্জা মেট্রো রেলের যাত্রীদের আরামের অতিরিক্ত। ডালিয়ান রেকের প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি নিম্নরূপ ঃ- যাত্রী সুবিধার বৈশিষ্ট্য- এই রেকগুলিতে প্রশস্ত দরজা যাত্রীদের সহজ প্রবেশ এবং প্রস্থান সহজ করবে, বিশেষ করে ব্যস্ত সময়ে। এই রেকগুলির সব বৈশিষ্ট্যগুলি ঝাঁকুনিমুক্ত যাত্রাও প্রদান করবে। কোচের ভেতরে সিসিটিভি কভারেজ, মড়ুলার এবং প্রশস্ত ভেস্টিবুল, বর্ধিত বসার ক্ষমতা সহ প্রবীণ নাগরিক এবং বিশেষভাবে সক্ষমদের জন্য আরও আসনের ব্যবস্থা এই রেকগুলির কিছু অনন্য বৈশিষ্ট্য। এগুলি ছাড়াও, নান্দনিকভাবে ডিজাইন করা অভ্যন্তরীণ, উন্নত এয়ার ডিফিউজার, উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন এসি, বাইরের ইঙ্গিত বাতি সহ ছোট এবং মসৃণ অ্যালার্ম ডিভাইস, উজ্জ্বল বহু রঙের বহুভাষিক ডিসপ্লে বোর্ড, অভিন্ন আলোকসজ্জা, হুইল চেয়ার পার্কিং সুবিধা এবং দরজার পাশে হ্যান্ড রেলের মতো বৈশিষ্ট্যগুলি কলকাতা মেট্রোতে এই রেকগুলিকে অনন্য করে তুলেছে। এই নতুন রেকগুলির অন্যান্য বৈশিষ্ট্যগুলির মধ্যে রয়েছেঃ - প্রযুক্তিগত বৈশিষ্ট্যঃ এই রেকগুলির প্রযুক্তিগত বৈশিষ্ট্যগুলির মধ্যে রয়েছে বৃষ্টির জলের চ্যানেল, রঙ-মুক্ত স্টেইনলেস স্টিলের গাড়ির বডি, সাইড স্টপার সহ উন্নত দরজার চ্যানেল এবং উন্নত শক্তি খরচ যা আরও পরিবেশবান্ধব হবে। নিরাপত্তা বৈশিষ্ট্য- এই রেকগুলিতে ডিস্ক ব্রেক সিস্টেম, স্ট্র্যাপ সহ নিয়ন্ত্রিত ডিসচার্জ অগ্নি নির্বাপক যন্ত্র, প্রশস্ত ইভাকুয়েশন দরজা এবং অ্যান্টি- স্কিড রাবার ফ্লোরিং সহ ইভাকুয়েশন র‍্যাম্পের মতো কিছু উন্নত সুরক্ষাবৈশিষ্ট্যও রয়েছে। এই বৈশিষ্ট্যগুলি অবশ্যই যাত্রীদের নিরাপত্তা বৃদ্ধি করবে এবং নিশ্চিত করবে যা মেট্রো কর্তৃপক্ষ সর্বদা খোঁজে। উল্লেখ্য, মেট্রো রেলওয়ের সম্পূর্ণ শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত বহরে বর্তমানে ব্লু লাইনের জন্য ৩১টি, অরেঞ্জ লাইনের জন্য ৩টি, পার্পল লাইনের জন্য ২টি এবং গ্রিন লাইনের জন্য ১৪ টি রেক রয়েছে।

# সাজা ঘোষনার কয়েক ঘন্টার মধ্যেই জামিন পেলেন বর্ধমান উন্নয়ন পর্ষদের চেয়ারপার্সনঃ বাকিদের ১০ বছর সশ্রম কারাদন্ড

সুজিত দত্ত, বর্ধমান, ২৮ মার্চ ঃ ২০১৭ সালে তৃণমূল নেতার বাবাকে মারধোর ও হত্যার চেষ্টার মামলায় সাজা পাওয়ার ঘন্টা খানেকের মধ্যেই ২০ হাজার টাকার বেল বন্ডে অস্থায়ী জামিন পেলেন বর্ধমান উন্নয়ন সংস্থার চেয়ারপার্সন তথা বর্ধমান ১ ব্লক তৃণমূলের সভানেত্রী কাকলি গুপ্ত তা। যা নিয়ে আপাতত কিছুটা হলেও স্বস্তিতে পূর্ব বর্ধমান জেলা তৃণমূলের নেতৃত্বরা। সাজা ঘোষনার পর থেকেই বিচারক দোষী স্যাব্যস্ত তৃণমূল নেতা কর্মীদের কি সাজা দেন তা জানার জন্য একদিকে যেমন উন্মুখ হয়েছিল তৃণমূল নেতা কর্মীরা, তেমনি পাশাপাশি এই মামলার সাজা ঘোষনার দিকে নজর রেখেছিল বিজেপি, কংগ্রেস ও সিপিএমের মত বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলিও। শুক্রবার সকাল থেকে বর্ধমান আদালত চত্বরে টান টান উত্তেজনার মধ্যে হাজির হয়েছিলেন সাধারণ মানুষও। সকাল থেকে বেশ কিছু কারণে রায়দান বিলম্বিত হতে থাকে, শেষ পর্যন্ত বিকালে রায় ঘোষণা করেন বর্ধমান ফাস্ট ট্র্যাক সেকেন্ড কোর্টের বিচারক অরিন্দম মিশ্র। শারীরিক অসুস্থতার কথা মাথায় রেখে কাকলি গুপ্ত তা কে তিন বছরের বিনাশ্রম কারাদন্ডের পাশাপাশি ৫ হাজার টাকা আর্থিক জরিমানা করলেন বিচারক অরবিন্দ মিশ্র। অপরদিকে বর্ধমান-১ ব্লকের তৃণমূল যুব সভাপতি মানস ভট্টাচার্য্য সহ ১২ জন আসামীর ১০ বছর সশ্রম কারাদন্ডের নির্দেশ দিলো বিচারক। সরকারি আইনজীবী হরিদাস মুখার্জি বলেন, বিচারক অরিন্দম মিশ্র, কাকলি গুপ্ত তা কে হত্যার চেষ্টা (৩০৭) ও ধারালো অস্ত্র নিয়ে আক্রমণ (৩২৬) এই ধারা থেকে মুক্ত করে, অপরাধমূলক চিন্তা নিয়ে কোন ব্যক্তিকে আক্রমণ (৩৪১) ও সঙ্গবদ্ধ অপরাধ (৩৪) ধারায় অভিযুক্ত করে তিন বছরের জেল ও পাঁচ হাজার টাকা জরিমানা করেন। মানষ ভট্টাচার্য্য, কার্তিক বাগ, শেখ জামাল সহ ১২ জন অভিযুক্ত কে (৩০৭) হত্যার চেষ্টা, (৩২৬) ধারালো অস্ত্র নিয়ে আক্রমণ ও (৩৪১) অপরাধমূলক চিন্তা নিয়ে কোন ব্যক্তিকে আক্রমণ এই ধারায় ১০ বছরের সশ্রম কারাদন্ডের নির্দেশ দিয়েছেন বিচারক। অভিযুক্তদের পক্ষে আইনজীবী বিশ্বজিৎ দাস, কমল দত্তরা জানিয়েছিলেন, কাকলি গুপ্ত তা কে তিন বছরের সাজা দেওয়ায় তারা তড়িঘড়ি এদিনই বর্ধমান জেলা আদালতে জামিনের আবেদন করা হয়েছে যা পরে শর্তসাপেক্ষে ২০ হাজার টাকার বেল বন্ডে এক মাসের জন্য অস্থায়ী জামিন মঞ্জুর করা হয়। বাকিদের জন্য হাইকোর্টের দারস্থ হবেন তারা। আদালতের এই রায় কার্যতই অস্বস্তিতে তৃণমূল কংগ্রেস। প্রদেশ কংগ্রেস নেতা গৌরব সমাদ্দার জানান, ২০১৭ সালে গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের জেরে তৃণমূলের ১৩ জন নেতা- নেত্রী আদালতের রায়ে আজ সাজা প্রাপ্ত। এরা ক্ষমতার দম্ভে ভুলে গিয়েছিল যে আইন-আদালত বলে কিছু আছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, আদালতের সাজা প্রাপ্ত দলীয় নেতাদের তাদের পদ থেকে বরখাস্ত করেনি তৃণমূলের রাজ্য নেতৃত্ব। বিজেপি বর্ধমান সাংগঠনিক জেলার সভাপতি অভিজিত তা বলেন, ভোট পরবর্তী হিংসায় ভারতীয় জনতা পাটির কর্মীরা শুধু আক্রান্ত হয় না শাসকদলের হাতে শাসক নেতারা আক্রান্ত হয় আদালতের রায়ে আজ তা পরিস্কার। আদালতের এই রায় দেখে পিসি-ভাইপো প্রাইভেট লিমিটেডের হার্মাদ নেতাদের যদি একটু চেতনা হয়, তা হলে পশ্চিমবঙ্গের মঙ্গল হবে। তৃণমূলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের জেরে ১৩ জন তৃণমূল নেতা সাজা পেলেন তা সম্পূর্ণ অস্বীকার করেন তৃণমূল কংগ্রেসের রাজ্য মুখপাত্র প্রসেনজিত দাস। তিনি বলেন, যিনি অভিযোগ করেছিলেন তিনি আদালতে জানিয়েছেন অভিযুক্তদের চিনতে পারছেন না তিনি। এর থেকে অনেক কিছু পরিস্কার। আদালতে রায় নিয়ে আমাদের কিছু বলার নাই। এই রায়ের বিরুদ্ধে আমরা উচ্চ আদালতে যাবো বলে জানান প্রসেনজিত দাস। উল্লেখ্য, ২০১৭ সালের ৫ সেপ্টেম্বর পূর্ব বর্ধমানের নাড়ীগ্রাম দাসপাড়ায় তৃণমূল কংগ্রেসের দুই গোষ্ঠীর সংঘর্ষ বাঁধে। সেই ঘটনায় গুরুতর আহত হন তৎকালীন তৃণমূল কংগ্রেসেরই পঞ্চায়েত সদস্য জীবন পালের বাবা দেবু পাল। তাঁর স্ত্রী সন্ধ্যারানি পাল পরের দিনই বর্ধমান থানায় অভিযোগ দায়ের করেন তৃণমূলের অভিযুক্তদের নামে।

# লোন পরিশোধ করলেও ফিরে পেলেন না সোনা, বাড়িতে এসে হুমকি ব্যাংক কর্তৃপক্ষের

দেবাশিস কংশবণিক, নদীয়া, ২৮ মার্চ ঃ এক অসুস্থ ব্যক্তির সঙ্গে অমানবিক আচরণ ব্যাংক কর্তৃপক্ষের। এমনই অমানবিক ঘটনার সাক্ষী

নদীয়ার শান্তিপুর। চিকিৎসার খরচের জন্য সোনা রেখে ৮০ হাজার টাকা লোন নেয় অসুস্থ এক ব্যক্তি। পরবর্তীতে সুদ সহ সেই টাকা পরিশোধ করলেও সোনা ফিরিয়ে নিতে গিয়ে চরম হয়রানির শিকার হতে হয় হৃদরোগে আক্রান্ত এক ব্যক্তিকে। ঘটনায় সুবিচার পেতে থানার দ্বারস্থ হয়েছেন অসুস্থ ওই ব্যক্তি। জানা যায়, নদীয়ার শান্তিপুর থানার নিকুঞ্জ নগর এলাকার বাসিন্দা রঞ্জিত দত্ত। তিনি দীর্ঘদিন ধরেই হৃদরোগে আক্রান্ত। তিনবার তার অস্ত্রপচার হওয়ার কারণে তিনি খুবই অসুস্থ। চিকিৎসার জন্য বাড়ির সোনা বন্ধক রেখেছিলেন নদীয়ার শান্তিপুরের একটি বেসরকারি রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকে। তার দাবি, প্রায় ২৫ গ্রাম সোনা জমা রেখে লোন নিয়েছিলেন আশি হাজার টাকা। আজ থেকে ১০ মাস আগে সেই লোন নেন। ২৭ মার্চ বৃহস্পতিবার সুদ সহ ৯০ হাজার ৬০০ ৫৯ টাকা পরিশোধ করেন। ব্যাংক কর্তৃপক্ষ সেই টাকা জমা নেওয়ার পরেও সোনা ব্যাংকে নেই বলে সাফ জানিযে .দেন হৃদরোগে আক্রান্ত ওই ব্যক্তিকে। এখানেই শেষ নয়। ওই বেসরকারি ব্যাংকের দুই কর্মী বাড়িতে গিয়ে বিভিন্নভাবে হুমকি দেয় বলে অভিযোগ। এই ঘটনার পর থেকেই আরও অসুস্থ হয়ে পড়েন হৃদরোগে আক্রান্ত ব্যক্তি রঞ্জিত দত্ত। কোনও উপায় খুঁজে না পেয়ে শুক্রবার শান্তিপুর থানার দ্বারস্থ হয়ে একটি লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। বিষয়টি তদন্ত করে দেখা হবে বলে জানায় শান্তিপুর থানার পুলিশ। স্বাভাবিকভাবেই এমত পরিস্থিতিতে কোনও কুল কিনারা খুঁজে পাচ্ছেন না অসুস্থ রঞ্জিত দত্ত। ন্যায়বিচার পেতে পুলিশের উপর ভরসা রাখছেন তিনি।

# ডোমজুড়ের সলপে নিখোঁজ শিশু খুনের ঘটনায় গ্রেফতার নাবালক

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ২৮ মার্চ ঃ হাওড়ার ডোমজুড়ের সলপে নিখোঁজ শিশু খুনের ঘটনায় গ্রেফতার এক নাবালক, খেলা নিয়ে বিবাদের জেরেই শিশুটিকে খুন করা হয় বলে তদন্তে অনুমান পুলিশের। ডোমজুড় থানার অন্তর্গত ডাঁসপাড়া এলাকার চাঞ্চল্যকর শিশু খুনের ঘটনায় এবার নতুন মোড়। ঘটনায় গ্রেফতার হয় এক নাবালক। বৃহস্পতিবার বাড়ির কিছুটা দূরে ঝোপের মধ্যে পাওয়া যায় বছর চারেকের ওই শিশুর দেহ। তার মুখে ও শরীরে আঘাতের চিহ্ন ছিল। গলায় জামার ফাঁস দিয়ে শ্বাসরোধ করে খুন করা হয়েছিল তাকে। খবর পেয়ে তদন্তে নামে পুলিশ। সিসিটিভি ফুটেজে দেখা যায় ওই শিশুকে হেঁটে যেতে। তার পিছনে ছিল এক নাবালক। সেই সূত্র ধরেই ওই নাবালককে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ করে পুলিশ। জেরায় ভেঙে পড়ে সে অপরাধের কথা স্বীকার করে। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, এখানে দর্জির কাজ শিখতে এসেছিল সে। পুলিশ জানায়, সামান্য এক কারণেই এই খুনের ঘটনা। গ্রেফতার করা হয়েছে ওই নাবালককে। শুক্রবার ধৃতকে জুভেনাইল জাস্টিস কোর্টে পেশ করা হয়। উল্লেখ্য, বৃহস্পতিবার সকাল সাড়ে ৯টা নাগাদ ডোমজুড়ের সলপ ডাঁসপাড়া এলাকায় বাড়ির সামনে থেকে হঠাৎই নিখোঁজ হয়ে যায় আয়ুশ। কয়েকঘন্টা খোঁজার পর বাড়ির সামনে ঝোপের আড়াল থেকে উদ্ধার হয় শেখ আয়ুশের মৃতদেহ। গলায় একটা জামা পেঁচানো ছিল। দেহে একাধিক আঘাতের চিহ্ন ছিল। শিশুটিকে শ্বাসরোধ করে খুন করা হয়েছে বলে মৃতের পরিবার অভিযোগ তোলে। এরপর শিশুটির পরিবারের লোকজন পুলিশের কাছে অভিযোগ জানান। অভিযোগ পেয়ে খুনের তদন্তে নামে পুলিশ। এরপর গ্রেফতার করা হয় অভিযুক্ত নাবালককে।

# চিড়িয়াখানার পরিকাঠামোর উন্নয়নে পদক্ষেপ গ্রহন রাজ্যের

কলকাতা, ২৮ মার্চ ঃ রাজ্য সরকার উত্তরবঙ্গের রেড পান্ডার প্রজনন কেন্দ্র ও বিভিন্ন চিড়িয়াখানার পরিকাঠামোর উন্নয়নে বেশ কিছু পদক্ষেপ গ্রহন করেছে বলে রাজ্য সরকার জানিয়েছে। বনমন্ত্রী বীরবাহা হাঁসদা গত কয়েকদিন ধরে উত্তরবঙ্গের দার্জিলিং এর সিঙ্গালিলা জাতীয় উদ্যান, সান্দাকফু, শিলিগুড়ির বেঙ্গল সাফারি, ডাউহিল, দার্জিলিং চিড়িয়াখানা, মহানন্দা অভয়ারন্য সহ রেড পান্ডার প্রজনন কেন্দ্রটি ঘুরে দেখেন। পরে বন দপ্তরের আধিকারিকদের সঙ্গে বৈঠকে আগামীদিনে বন দপ্তরের কাজের উন্নয়নে কি ধরনের পরিকল্পনা করা হয়েছে তা নিয়ে আলোচনা করেন।

# শিশু সুরক্ষা নিয়ে সচেতনতা শিবির সুন্দরবনে

দুরন্ত বার্তা, সুন্দরবন, ২৮ মার্চ ঃ সুন্দরবনের পাথর প্রতিমা ব্লকের দিগম্বরপুর অঙ্গীকার ক্লাবে শিশুর সুরক্ষা নিয়ে সচেতনতা শিবির হয়ে গেল শুক্রবার। এদিন উপস্থিত প্রায় বক্তাদের মুখেই অভিযোগকারী পাওয়া যায় না বলে প্রশ্ন তোলা হয়। কোন কোন ক্ষেত্রে অভিযোগকারীর নিরাপত্তা নিয়ে ও এদিন প্রশ্ন ওঠে। এদিন এই শিবিরে উপস্থিত ছিলেন পাথর প্রতিমার বিধায়ক সমীর কুমার জানা, মন্দির বাজারের সি আই তিতাস মিত্র, ঢোলাহাট থানার আইসি দেবাশীষ রায়, পাথরপ্রতিমার সিডিপিও সঞ্জয় সাহা সহ আরো অনেকে। মূলতঃ অল্প বয়সে বিবাহ বন্ধের উপর জোর দেওয়া হয়। এছাড়া পকসো আইনের সুফল এবং কুফল নিয়ে আলোচনা করা হয়। নাবালিকা মেয়েদের উপর অত্যাচার, ভালোবাসার ফাঁদে ফেলে বিয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়ে পাচারের উপর আলোকপাত করা হয়। এদিন বিধায়ক সমীর কুমার জানা বলেন, পাথরপ্রতিমা ব্লকের কোথাও যদি সঠিক অভিযোগকারীর উপরে হুমকি আসে তিনি দাযিত্ব নিয়ে তাঁর পাশে থাকবেন। এদিনএই অনুষ্ঠানে চাইল্ড লাইন সংগঠনের বিভিন্ন আধিকারিকরা উপস্থিত ছিলেন। এছাড়া উপস্থিত ছিলেন দিগম্বরপুর অঙ্গীকার ক্লাবের বিভিন্ন প্রতিনিধিরা, আই সি ডি এস কর্মী, স্বাস্থ্য দপ্তরের বিভিন্ন প্রতিনিধিরা।

# ড্রামে বোমা উদ্ধার লাভপুরে

দুরন্ত বার্তা, বীরভূম, ২৮ মার্চ ঃ শুক্রবার লাভপুর থানা এলাকায় নতুন করে বোমা উদ্ধার হয়েছে। এই ঘটনায় এলাকায় উত্তেজনা দেখা দিয়েছে। পুলিশ সূত্রের খবর, মোট দুই ড্রাম বোমা উদ্ধার করা হয়েছে। দুটি ড্রামে প্রায় ৩৫ থেকে ৩৭ টি বোমা ছিল। এর সঙ্গে কারা জড়িত তাদের চিহ্নিত করার চেষ্টা চলছে। কেষ্টর গড় বীরভূমে বোমা উদ্ধার হওয়া নতুন কিছু নয়। তবে '২৬-এর বিধানসভা নির্বাচনের আগে নতুন করে যেভাবে বোমা উদ্ধার হচ্ছে তাতে চাঞ্চল্য ছড়াচ্ছে। এই নিয়ে বিরোধীদের তরফে বারবার কটাক্ষও করা হচ্ছে। গত ১৮ মার্চ বীরভূমের দুবরাজপুরে ১ ড্রাম তাজা বোমা উদ্ধার করে পুলিশ। খয়রাশোল ব্লকের কাঁকড়তলা থানার জামালপুর গ্রামে একটা ইটভাটার পাশে থাকা পুকুর পাড়ের ঝোপ থেকে এই বোমা উদ্ধার হয়। ঘটনায় এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়ায়। কিন্তু মূল দোষীরা চিহ্নিত হয়নি।

# দুই জোড়া স্পেশাল ট্রেনের পরিষেবার মেয়াদ বৃদ্ধি করল উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

মালিগাঁও, ২৮ মার্চ ঃ যাত্রীর অতিরিক্ত ভিড় সামাল দিতে, উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে দুই জোড়া স্পেশাল ট্রেন অর্থাৎ ০৫৬৩৮ / ০৫৬৩৭ নং. (শিলচল - নাহরলগুন - শিলচর) এবং ০৫৬২৮/০৫৬২৭ নং. (আগরতলা -গুয়াহাটি - আগরতলা)-এর মেয়াদ এবং পরিষেবা উভয়দিক থেকে ২৬ ট্রিপ করে বৃদ্ধি করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এই স্পেশাল ট্রেনগুলি বিদ্যমান পরিষেবার দিন, সময়, গঠন ও স্টপেজ সহ চলাচল করবে। ট্রেন নং. ০৫৬৩৮ (শিলচর - নাহরলগুন) সাপ্তাহিক স্পেশাল ৭ এপ্রিল, ২০২৫ থেকে ২৯ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ পর্যন্ত প্রত্যেক সোমবারে শিলচর থেকে ১৩.১০ ঘন্টায় রওনা দিয়ে পরের দিন ০৮.৪০ ঘন্টায় নাহরলগুন পৌঁছাবে। একইভাবে, ট্রেন নং. ০৫৬৩৭ (নাহরলগুন - শিলচর) সাপ্তাহিক স্পেশাল ৮ এপ্রিল, ২০২৫ থেকে ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ পর্যন্ত প্রত্যেক মঙ্গলবারে গুয়াহাটি থেকে ১০.০০ ঘন্টায় রওনা দিয়ে পরের দিন ০৫.২০ ঘন্টায় শিলচর পৌঁছাবে। ট্রেন নং. ০৫৬২৮ (আগরতলা - গুয়াহাটি) সাপ্তাহিক স্পেশাল ৩ এপ্রিল, ২০২৫ থেকে ২৫ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ পর্যন্ত প্রত্যেক বৃহস্পতিবারে আগরতলা থেকে ১৯.০০ ঘন্টায় রওনা দিয়ে পরের দিন ০৮.৪৫ ঘন্টায় গুয়াহাটি পৌঁছাবে। একইভাবে, ট্রেন নং. ০৫৬২৭ (গুয়াহাটি - আগরতলা) সাপ্তাহিক স্পেশাল ৪ এপ্রিল, ২০২৫ থেকে ২৬ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ পর্যন্ত প্রত্যেক শুক্রবারে গুয়াহাটি থেকে ১৩.১৫ ঘন্টায় রওনা দিয়ে পরের দিন ০৪.১০ ঘন্টায় আগরতলা পৌঁছাবে। এই ট্রেনগুলির স্টপেজ ও সময়সূচির বিশদ বিবরণ আইআরসিটিসি ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে এবং সোসিয়াল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মেও অধিসূচিত করা হয়েছে। যাত্রার করার পূর্বে বিশদ বিবরণগুলি দেখে নেওয়ার জন্য যাত্রীদের অনুরোধ জানানো হচ্ছে।


## মেট্রো রেলওয়ে, কলকাতা

ভারতের রাষ্ট্রপতির জন্যে ও পক্ষে প্রিন্সিপাল চিফ ইঞ্জিনিয়ার, মেট্রো রেলওয়ে, কলকাতা নিম্নলিখিত কাজের ই-টেন্ডারিংয়ের জন্য টেন্ডার আহ্বান করছেনঃ **কাজের নামঃ** মেট্রো রেলওয়ে, কলকাতার গ্রীন লাইন করিডোরে আনুষঙ্গিক বিল্ডিং এবং সেন্ট্রাল পার্ক ডিপো সহ কিমি (-)০.৩১০ থেকে কিমি ১৫.৬৫৭ পর্যন্ত বিস্তৃত সল্টলেক সেক্টর-V (এসভিএসএ) থেকে হাওড়া ময়দান (এইচডব্লুএমএম) পর্যন্ত গ্রীন লাইনের কাঠামোসমূহের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য জোনাল চুক্তি। **কাজের আনুমানিক ব্যয়ঃ** ১,২১,৯৪,০৭৮.৭৫ টাকা, **বায়না মূল্যঃ** ২,১১,০০০ টাকা, **সম্পূর্ণ করার সময়সীমাঃ** চৌদ্দ (১৪) মাস, **বন্ধের তারিখ এবং সময়ঃ** ২১.০৪.২০২৫ তারিখ দুপুর ১২টা। টেন্ডার নথিপত্র এবং অন্যান্য বিবরণ www.ireps.gov.in ওয়েবসাইট থেকে পাওয়া যাবে। যদি কোনো পরিমার্জন/সংশোধন থাকে, তবে তা কেবলমাত্র ওয়েবসাইটে প্রকাশিত হবে।

**সংক্ষিপ্ত ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নংঃ সিভিল-২৫১৬-২০২৫ (ওপেন)**

আমাদের অনুসরণ করুন: /metrorailwaykol /metrorailkolkata

## পূর্ব রেলওয়ে

ডিভিসনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া, রেলওয়ে স্টেশনের নিকটে ডিআরএম বিল্ডিং, হাওড়া-৭১১১০১ (সিনিয়র ডিইএন/সি/হাওড়ার অধিকারক্ষেত্রের অধীনে)। নিম্নলিখিত কাজের জন্য সেচ/সিপিডব্লুডি/এসইবি/এমইএস অথবা যে কোনও সরকার অধীনস্থ সংস্থার সাথে রেজিস্টার্ড সহ সমপ্রকৃতির কাজে অভিজ্ঞতা এবং প্রয়োজনীয় আর্থিক ক্ষমতা আছে এরূপ টেন্ডারদাতাদের থেকে অনলাইনে ই-টেন্ডার আহ্বান করছেনঃ- **এনআইটি নংঃ ৩৮৭_২০২৪-২৫, কাজের বিবরণঃ** সিনিয়র ডিভিসনাল ইঞ্জিনিয়ার [কো-অর্ডিনেশন]/হাওড়ার অধীনে হাওড়া ডিভিসন/অন্যান্য ডিভিসনে যে কোন স্থানের সাইটে ইঞ্জিনিয়ারের নির্দেশ অনুযায়ী টেলরের ব্যবহারের প্রয়োজনীয় সকল প্রকার পি.ওয়ে সামগ্রী যেমন রেল, স্যুইচ, ক্রসিং ইত্যাদি এবং ইআরসি, বোল্ট এবং নাট, বিয়ারিং প্লেট এবং অন্যান্য পি.ওয়ে সামগ্রী এবং ট্রাকের ব্যবহারের প্রয়োজনীয় ট্র্যাক মেশিন স্পেয়ার পার্টস্ যেমন কনভেয়র বেল্ট, কাটার, চেইন, ওয়্যার প্লেট, ফিল্টার, ভালভ্, সিলিন্ডার, ব্যাটারি, পাম্প, মোটর ইত্যাদি পরিবহন তৎসহ মেকানিক্যাল লোডিং, আনলোডিং এবং স্ট্যাকিং, পৃথকীকরণ ইত্যাদি সকল লিড সহ, লিফ্ট্, ৩০ মিনিটের লিডের মধ্যে মাল্টিপল ট্র্যাকের ক্রসিং। **আনুমানিক ব্যয়ঃ** ৪,০৪,৫৪,৮০৫ টাকা। **বায়নামূল্যঃ** ৩,৫২,৩০০ টাকা। **টেন্ডার ফর্মের মূল্যঃ** শূন্য। **সম্পূর্ণ করার সময়সীমাঃ** ০৬ (ছয়) মাস। টেন্ডার আহ্বায়ক বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত বন্ধের তারিখে কোনও কারণে ছুটি/বনধ্/স্ট্রাইক ঘোষিত হলে অনলাইনে টেন্ডার বন্ধের তারিখ পরিবর্তিত হবে না কারণ টেন্ডার বন্ধের তারিখ এবং সময়ের পরে কোনও অফার জমা করার আবেদন আইআরইপিএস ওয়েবসাইট অনুমোদন করে না। অবশ্য অনলাইনে টেন্ডার পরবর্তী কাজের দিনে খোলা হবে। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ এবং সময়ঃ** ১৬.০৪.২০২৫ তারিখ দুপুর ২টো। টেন্ডারের বিস্তারিত বিবরণ **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে। উপরোক্ত ওয়েবসাইটে অনলাইনে তাঁদের অফার জমা করতে টেন্ডারদাতাদের অনুরোধ করা হচ্ছে। ইএমডি এবং টিডিসি অর্থ মূল্য প্রদান-ই-টেন্ডারিংয়ের সাপেক্ষে বায়নামূল্য জমা (ইএমডি) এবং টেন্ডার নথিপত্রের মূল্য (টিডিসি) কেবলমাত্র নেট ব্যাঙ্কিং অথবা পেমেন্ট গেটওয়ের মাধ্যমে গৃহীত হবে। কোনও ম্যানুয়াল অফার গৃহীত হবে না।

HWH-704/2024-25

পূর্ব রেলওয়ে ওয়েবসাইটঃ www.er.indianrailways.gov.in/www.ireps.gov.in - এও টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে

আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

## পূর্ব রেলওয়ে

**ই-অকশন আহ্বায়ক বিজ্ঞপ্তি**

**ই-অকশন বিজ্ঞপ্তি নং ঃ সিওএম/পিইউবি/এইচডব্লুএইচ/ইএমইউ/ওওএইচ/২০২৪, তারিখঃ ২৬.০৩.২০২৫।** সিনিয়র ডিভিসনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, ৫ম তল, হাওড়া স্টেশনের নিকটে যাত্রী নিবাস, হাওড়া-৭১১১০১ বাণিজ্যিক প্রচারের অধিকারের চুক্তি প্রদানের জন্য ই-অকশন আহ্বান করছেন।

**ক্যাটালগ নং.ঃ পিইউবি-এইচডব্লুএইচ-২৫-১৩**

**এসইকিউ নং.ঃ এএ/১, লট নং.ঃ এডিভিটি-এইচডব্লুএইচ-এইচডব্লুএইচ-ওএইচ-১৪২-২৫-১ (অ্যাডভার্টাইজিং-আউট অফ হোম)। বিবরণঃ** হাওড়া রেলওয়ে স্টেশনে মনুমেন্টাল ফ্ল্যাগ এরিয়ার সামনে ০৪(চার)টি গ্লোবাল টাওয়ার স্থাপন এবং রক্ষণাবেক্ষণের মাধ্যমে বাণিজ্যিক প্রচারের প্রদর্শন। **এসইকিউ নং.ঃ এবি/১, লট নং.ঃ এডিভিটি-আইএনটিইএক্সটি-এস১-ইএমইউআর২২-২৫-১ (অ্যাডভার্টাইজিং-ট্রেন ইন্টিরিয়র অ্যান্ড এক্সটিরিয়র)। বিবরণঃ** হাওড়া ডিভিসনে চলাচলকারী ১২ কোচ ইএমইউ রেকের সম্পূর্ণ সাইড ওয়ালের বাহিরের সারফেস (জানালা এবং বাধ্যতামূলক সাইনেজ ব্যতীত) এবং কোচের ভিতরে নির্দিষ্ট স্থানে ভিনাইল র‍্যাপিংয়ের মাধ্যমে (আরডিএসও স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী গ্রাফিক ফিল্মস্) বাণিজ্যিক প্রচারের অধিকার প্রদান। **এসইকিউ নং.ঃ এবি/২, লট নং.ঃ এডিভিটি-আইএনটিইএক্সটি-এস১-ইএমইউআর২৪-২৫-১ (অ্যাডভার্টাইজিং-ট্রেন ইন্টিরিয়র অ্যান্ড এক্সটিরিয়র)। বিবরণঃ** হাওড়া ডিভিসনে চলাচলকারী ১২ কোচ ইএমইউ রেকের সম্পূর্ণ সাইড ওয়ালের বাহিরের সারফেস (জানালা এবং বাধ্যতামূলক সাইনেজ ব্যতীত) এবং কোচের ভিতরে নির্দিষ্ট স্থানে ভিনাইল র‍্যাপিংয়ের মাধ্যমে (আরডিএসও স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী গ্রাফিক ফিল্মস্) বাণিজ্যিক প্রচারের অধিকার প্রদান। **অকশন শুরুর তারিখ এবং সময়ঃ** ১১.০৪.২০২৫ তারিখ দুপুর ১২টা।

HWH-706/2024-25

পূর্ব রেলওয়ে ওয়েবসাইটঃ www.er.indianrailways.gov.in/www.ireps.gov.in - এও টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে

আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

**OFFICE OF THE DHULAURI GRAM PANCHAYAT**
**Domkal, Murshidabad**
**NOTICE INVITING e-TENDER NO- 29/15 th CFC/2024-25(2 nd Call)**

For and on behalf of the Prodhan, Dhulauri Gram Panchayat, invites sealed percentage rate tenders for One work. Source of Fund: 15 th CFC. Intending bidders may download tender documents from e-procurement portal of our website **http://wbtenders.gov.in** from **25.03.2025 at 12.00 Hours** to **04.04.2025. up to 12.00 Hours.** The pre-qualification documents alone will be opened on **08.04.2025 at 12.00hours.**

**Sd/- Prodhan**
**Dhulauri Gram Panchayat**

## KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e-TENDER

**ABRIDGED NIT**

**The Executive Engineer (Electrical)/LTG/Z-III, KMC** invites open e-tender online percentage rate two bid system for following work :
**NIT No. : KMC/LTG/Z-III/2024-25/874**
Name of work **: Providing of D.G. Set on Hire Basis at Haj House, Park Circus for the Haj Operation 2025.** Estimated Amount : **Rs.2,53,640.00.** Earnest Money **: Rs.5,200.00.** Period of Completion **: 30 Days.** Last Date and Time of submission of Bid **: 08.04.2025 at 12 noon** and Bid opening date for Technical Proposals (Online) **: 09.04.2025 at 2 p.m.** The bid forms and other details are available on and from **26.03.2025 at 6 p.m.** from the website **https://etender.wb.nic.in**

**The Executive Engineer (Electrical), Ltg/Crm., KMC** invites item rate e-tender online in two bid system for following work :-
**NIT No. : KMC/LTG/CRM/87/DHC/24-25 (1st Call)**
Name of work **: Restoration of faulty 315 KVA, 11KV/433V, Dry Type Transformer at Dhapa Human Crematorium (new).** Estimated Amount : **Open Quotation.** Earnest Money **: Rs.7,000.00 (Lump sum).** Period of contract **: 8 Days.** Last Date and time of submission of Bid **: 12.04.2025 at 2 p.m.** The bid form and other details are available on and from **03.04.2025 at 2 p.m.** from the website **https://wbtenders.gov.in**

**The Executive Engineer (Roads), KMC** invites e-tender online percentage rate two bid system for following work :-
**NIT No. : KMC/ROADS/2024-2025/877 (1st Call)**
Name of work **: Restoration of trenches dug by Water Supply Department at different spots C.N. Roy Road and P.G. Road in Ward No.66 under Br.-VII.** Estimated Amount (Incl. GST & CESS) **: Rs.2,16,567.08** (Excl. Contingency Amt.). Earnest Money **: Rs.4,350.00.** Period of Completion **: 45 Days.** Last date and time of submission of all Bids **: 17.04.2025 at 12 noon.** The bid forms and other details are available on and from **04.04.2025 at 12 noon** in the website **https://wbtenders.gov.in**

**The Executive Engineer (Civil), Borough-II, KMC** invites e-tender online percentage rate two bid system for the following works :-
**1. NIT No. : KMC/EE(C)/BR II/017/22/2024-2025**
Name of work **: Restoration of Asphaltum Road surface, Relaying of Channel and repairing of I.P. & Paver Block surface at Chidam Mudi Lane, Jogeswar Bose Lane, Durga Charan Mitra Street and others disturbed by W.S. Dept., CESC & others P.U. Agency in Ward No.17.** Estimated Cost (Including GST & CESS) **: Rs.2,72,660.16.** Earnest Money **: Rs.5,500.00.** Period of Completion **: 30 Days.**
**2. NIT No. : KMC/EE(C)/BR II/020/030/2024-2025/BUSTEE**
Name of work **: Development of Bustee Privies at 381, Rabindra Sarani Bustee in Ward No.20.** Estimated Cost (Including GST & CESS) : **Rs.3,98,548.25.** Earnest Money **: Rs.8,000.00.** Period of Completion **: 45 Days.** Last date and time of submission of Bid **: 09.04.2025 upto 11 a.m. (for Sl.No. 1 & 2).** Bid will be opened on **: 11.04.2025 at 11 a.m. (for Sl.No. 1 & 2).** The bid forms and other details will be available on and from **28.03.2025 at 5 p.m. (for Sl.No.1 & 2).** The website **https://etender.wb.nic.in (for Sl.No.1 & 2).**

**The Executive Engineer (E)/Electricity, KMC** invites e-tender online iterm rate two bid system for following works :-
**1. NIT No. : KMC/Elect/Ely/Estm-144/24-25 (1st Call)**
Name of work **: Supply and laying of LT Cable for Supplying Power to the New Market Pump Room under KMC.** Estimated Amount **: Rs.1,45,541.00.** Earnest Money **: Rs.3,000.00.** Period of Completion **: 7 Days.**
**2. NIT No. : KMC/Elect/Ely/Estm-152/24-25 (1st Call)**
Name of work **: Annual Comprehensive Maintenance of AC Machines at Hudco Building (4th, 5th, 6th and 8th floors), under KMC.** Estimated Amount **: Rs.4,72,478.04.** Earnest Money **: Rs.9,500.00.**
**3. NIT No. : KMC/Elect/Ely/Estm-156/24-25 (1st Call)**
Name of work **: Day to day operation and maintenance of drinking and bathroom water pumps (6 nos.) at Hudco building, under KMC.** Estimated Amount : **Open.** Earnest Money : **Rs.3,800.00.** Period of Completion **: 365 Days (for Sl.No.2 & 3).**
**4. NIT No. : KMC/Elect/Ely/Estm-166/24-25 (1st Call)**
Name of work **: Supply and installation of Air Conditioning System and necessary lighting arrangement at the UPS and Electrical Room along with allied electrical works of Food Lab at Hudco Building under KMC.** Estimated Amount **: Rs.4,25,105.97.** Earnest Money : **Rs.8,600.00.** Period of Completion **: 20 Days.**
**5. NIT No. : KMC/Elect/Ely/Estm-167/24-25 (1st Call)**
Name of work **: Supply and installation of ceiling and exhaust fan along with allied works at the Municipal Building Tribunal at Hudco Building 5th floor under KMC.** Estimated Amount **: Rs.1,45,890.46.** Earnest Money : **Rs.3,000.00.** Period of Completion **: 7 Days.**
**6. NIT No. : KMC/Elect/Ely/Estm-169/24-25 (1st Call)**
Name of work **: Supply and installation of two numbers glow sign board at Planning and Development Department under KMC.** Estimated Amount : **Rs.1,28,313.43.** Earnest Money **: Rs.2,600.00.** Period of Completion : **10 Days.** Last Date and Time of submission of Bid **: 09.04.2025 upto 4 p.m. (for Sl.No.1 to 6).** The Bid forms and other details are available on and from **02.04.2025 (for Sl.No.1 to 6)** from the website **https://wbtenders.gov.in (for Sl.No.1 to 6).**

1545 / 24-25


# এলাকায় জমে নোংরা জল, জল সরাতে এবার কাজ শুরু

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ২৮ মার্চ ঃ হাওড়ার বেলগাছিয়া ভাগাড়ে ধসের কারণে নিকাশি নালা নষ্ট হয়ে এলাকায় জমে নোংরা জল, জল সরাতে এবার কাজ শুরু। কয়েকটি এলাকায় সন্ধ্যের জল সাময়িক বন্ধ রেখেই চলবে কাজ। এই বিষয়ে শুক্রবার উত্তর হাওড়ার বিধায়ক গৌতম চৌধুরী বলেন, এটা একটা বিশাল বড় বিপর্যয়। যেভাবে ধস নেমেছে নর্দমা সাড়ে ৬ ফুটের মতো উঠে গিয়েছে। আমরা নর্দমা কাটাচ্ছি। কেএমডিএ'র কাজ করার কথা। তাঁরা সয়েল টেস্ট করবেন এবং সিট পায়েলিং করে এই কাজ করা হবে। একটু সময় লাগবে। কিন্তু আমরা বসে নেই। বিপর্যয়ের পর থেকে আমরা কাজ শুরু করে দিয়েছি। সুয়ারেজের একটা আউটলেট পাওয়া গিয়েছে। এর মাধ্যমে জল বার করা সম্ভব হবে। ৭নং ওয়ার্ডের বামুনগাছিতে জল দেওয়া হচ্ছে। দুপুরে জল দেওয়া হবে। সন্ধ্যার জল অপচয় হয়। খাবার জল জমে এলাকায় জল জমছে। সেই কারণে সকালে এবং দুপুরে জল দিলেও সন্ধ্যায় কম জল দেওয়া হবে। বামুনগাছিতে ২টো শুকনো পুকুরের সন্ধান পাওয়া গিয়েছে। এখানে প্রায় ১২টা পাম্প চলছে। আরও ২ টো পাম্প লাগানো হচ্ছে যাতে পুকুরে জল ফেলা যায়। নর্দমা কিছু নেই। যে নর্দমা রানীঝিল যেত, এখান থেকে সুয়ারেজের জল বাইপাস হয়ে যেত, সেই নর্দমা উঠে গিয়েছে। সেই কারণে পানীয় জল ছাড়লে সেই জল দাঁড়িয়ে যাচ্ছে। ইতিমধ্যে কেএমডিএ'কে জানানো হয়েছে। জল বন্ধ করা হবে বেলগাছিয়া এলাকার বড়বাগান, কলাবাগান, ' রোড, ' রোড প্রভৃতি ৭-৮ টা পাড়ায়। এদিকে, স্থানীয় বাসিন্দা সেন্টু চক্রবর্তী বলেন, পচা জল মাড়িয়ে যাতায়াত করতে হচ্ছে। বৃষ্টি হলে পরিস্থিতি আরও ভয়াবহ হয়ে যাবে। এতদিন জল আসছিল না। এখন সেই সমস্যা না থাকলেও রাস্তায় জল জমার সমস্যা দেখা দিয়েছে। জলের প্রচন্ড গন্ধ। বাড়ির মধ্যে জল ঢুকে যাচ্ছে।

## গৃহকোণ

# অন্দরসজ্জার সঙ্গে সমন্বয় করে একই রঙের ফুলের পাশাপাশি রাখুন বাহারি রঙের ফুল

ঈদের দিন আপনার বসার ঘরের অন্দরসজ্জার অংশ হয়ে উঠতে পারে তাজা ফুল। এক তোড়া ফুল এনে অন্দরের যেকোনো এক জায়গায় তো রেখে দেওয়াই যায়। তাজা ফুলের মিষ্টি সুবাসে অন্দরে আসবে উৎসবের আমেজ। আর লাগসই জায়গায় ফুলগুলোকে সাজিয়ে রাখতে পারলে তো কথাই নেই, আপনার অন্দর দেখতেও হয়ে উঠবে দৃষ্টিনন্দন।

বসার ঘরের ফুলদানিতে ফুল সাজাতে পারেন। বাটি, ডালা, ঝুড়ি, থালা প্রভৃতিও ফুল সাজানোর কাজে লাগবে। দেশজ ধারার অন্দরসজ্জায় মাটি, পোড়ামাটি, বাঁশ কিংবা বেতের অনুষঙ্গ মানিয়ে যাবে। আর অন্দরসজ্জা পাশ্চাত্য ধারার হলে সিরামিকের পাত্র ভালো। তবে অন্দরসজ্জা যেমনই হোক, সব ধারাতেই মানাবে গোলাপ, রজনীগন্ধা, গ্লাডিওলাস, জারবেরা, অর্কিড, লিলির মতো ফুল। অন্দরসজ্জার সঙ্গে সমন্বয় করে কোথাও একই রঙের ফুল রাখুন, কোথাও রাখুন বাহারি রঙের ফুল। অন্যান্য ফুলের সঙ্গে জিপসিও যোগ করতে পারেন। ঈদে ফুল দিয়ে অন্দরকে প্রাণবন্ত এবং নান্দনিক করে তোলার কিছু উপায় জানালেন সৃষ্টি আর্কিটেকচার অ্যান্ড কনসালট্যান্সির প্রতিষ্ঠাতা স্থপতি তাসনিম তূর্যি।

**সুঘ্রাণে প্রশান্তি**

তাজা ফুলের সুঘ্রাণ বদলে দিতে পারে অন্দরের পরিবেশ। সুঘ্রাণ ছড়ায়, বসার ঘর সাজাতে এমন ফুল বেছে নিন। প্রাকৃতিক উপকরণে তৈরি সুগন্ধি মোমও ব্যবহার করতে পারেন। ফুলের ছড়ার একেবারে কাছেই কোথাও দাঁড় করিয়ে দিতে পারেন মোম। ফুল আর মোমের রঙের সমন্বয়ে দেখাবেও চমৎকার। আবার মাটির শানকি বা এ ধরনের একটু ছড়ানো পাত্রে জল নিয়ে তাতে ছোট আকারের সুগন্ধি মোম ভাসিয়ে দিতে পারেন। পাত্রের জলেতে আরও ভাসিয়ে দিতে পারেন ফুল কিংবা ফুলের পাপড়ি। পাত্রটি একটু উঁচু জায়গায় রাখুন। চাইলে একটা টেবিলে রাখতে পারেন। কিংবা উঁচু কোনো মাটির ফুলদানির ওপর একটা মাটির থালা রেখে তার ওপর বসিয়ে দিতে পারেন জলের পাত্র। তবে ছোট শিশু ও পোষা প্রাণীদের নিরাপত্তার দিকেও খেয়াল রাখতে হবে। বাড়িতে ছোট শিশু বা পোষা প্রাণী থাকলে বরং জলের পাত্র কিংবা মোমের মতো উপকরণ ব্যবহার না করে কেবল সুগন্ধি ফুলকেই কাজে লাগাতে পারেন। উঁচু জায়গায় কয়েকটি সুগন্ধি ফুল কিংবা সুগন্ধি ফুলের মালা ছড়িয়ে রাখতে পারেন।

**যেখানে রাখতে পারেন ফুলদানি**

ফুলদানির জন্য বসার ঘরের তিন-চারটি জায়গা বাছাই করতে পারেন। সোফার পাশে রাখতে পারেন বড় ফুলদানি। বইয়ের তাক কিংবা টেলিভিশনের পাশেও রাখা যেতে পারে। বসার ঘরে ঢোকার জায়গাটাতেও ফুলদানি রাখতে পারেন। চাইলে সেখান থেকে একটি করে ফুল দিয়ে অতিথিকে স্বাগতও জানাতে পারেন। টেবিলের ওপর বা দেয়ালের তাকে ছোট ফুলদানি রাখতে পারেন। তবে এসব ক্ষেত্রে একটু বাড়তি সতর্কতা প্রয়োজন, যাতে ফুলদানি উল্টে না পড়ে। মেঝেতে চট করে জল পড়ে গেলে যে কেউই পিছলে পড়তে পারেন। বাড়িতে বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তি থাকলে বা এলে এদিকটায় বিশেষভাবে খেয়াল রাখবেন। ঝুড়িতে ছোট ছোট ফুল সাজিয়ে সেটিও টেবিলের ওপর বা কোনো উঁচু জায়গায় রাখতে পারেন।

**আরও যেখানে ফুলের পাপড়ি**

ডালা, ঝুড়ি বা অন্য কোনো ছড়ানো পাত্রে ফুলের পাপড়ি সাজিয়ে রাখতে পারেন। পাপড়ির ওপর সামান্য জলও ছিটিয়ে দিতে পারেন। পাত্রটি ছড়ানো ধাঁচের হলে তাতে পাপড়ি সাজানোর আগে মাঝখানটায় রেখে দিতে পারেন চমৎকার কোনো শোপিস। পাপড়ির ওপর জল ছিটিয়ে দিতে চাইলে অবশ্যই জলরোধী শোপিস বেছে নিন। এই ডালা বা পাত্রটি টেবিলের ওপর কিংবা ঘরের এক কোণের কোনো উঁচু জায়গায় রাখতে পারেন। বড় ফুলদানির ওপর থালা বসিয়েও এ রকমভাবে সাজানো যেতে পারে। টেবিলম্যাট বা রানারের ওপরও কয়েকটি ফুলের পাপড়ি ছড়িয়ে রাখা যেতে পারে।

**পরিবেশনেও ফুল-পাপড়ি**

চাইলে খাবার কিংবা পানীয় পরিবেশনের ট্রেতে ফুল বা ফুলের পাপড়ি সাজিয়ে দিতে পারেন। ভিন্নতা আসবে। ঈদে কমবেশি একই ধরনের খাবার অনেক বাড়িতেই তৈরি করা হয়ে থাকে। কিন্তু প্রাণবন্ত পরিবেশনার গুণে আপনার আতিথেয়তাকে আলাদাভাবে মনে রাখবেন অতিথি।

## ভাঙড়ে ডিজিটাল মিডিয়ার সাংবাদিকদের ওপর হামলা

দুরন্ত বার্তা,ভাঙড়, ২৮ মার্চঃ ভাঙড়ে ডিজিটাল মিডিয়ার সাংবাদিকদের ওপর হামলার অভিযোগকে ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়ালো শুক্রবার। এই এলাকার সাংবাদিকরা ভাঙড়ের বিধায়ক নওশাদ সিদ্দিকীর উদ্যোগে ব্রিজ হচ্ছে বলে কয়েকদিন আগে একটি খবর করে, আর তারপরে তাদের উপর আক্রমণ চালানো হয় বলে অভিযোগ। আর সাংবাদিকের ওপর আক্রমণের প্রতিবাদে ওই ডিজিটাল মিডিয়া সহ অন্যান্য মিডিয়ার সাংবাদিকরা কালো কাপড় পরে শুক্রবার ভাঙড় থানায় ডেপুটেশন জমা দিতে গেলে ফের হামলার শিকার হন বলে অভিযোগ করা হয়েছে। অভিযোগ উঠেছে থানায় করা অভিযোগে সাংবাদিকদের লাঠি ও বাঁশ দিয়ে বেধড়ক মারধরের হামলায় প্রায় ২০ জন সাংবাদিক আহত হয়েছে। হামলাকারীরা ক্যামেরা, বুমসহ বিভিন্ন সরঞ্জাম ভেঙে দেয় বলে অভিযোগ। এই ঘটনায় সাংবাদিক মহলে তীব্র ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে। ডিজিটাল মিডিয়া ফেডারেশনের সম্পাদক সাকিরুল ইসলাম জানান, এটি শুধুমাত্র কিছু সাংবাদিকের ওপর হামলা নয়, বরং গণমাধ্যম ও মতপ্রকাশের স্বাধীনতার ওপর সরাসরি আঘাত। থানার সামনেই যদি এমন ঘটনা ঘটে,তবে এটা আইনশৃঙ্খলার চরম অবনতি।এই ঘটনার বিরুদ্ধে বারুইপুর পুলিশ সুপারের কাছে অভিযোগ জানানো হয়েছে। পাশাপাশি মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের হস্তক্ষেপ চেয়ে রাজ্য পুলিশের ডিজি, ভাঙড় থানার ওসি এবং জেলা প্রশাসনের কাছেও চিঠি পাঠানো হয়েছে। অভিযুক্তদের দ্রুত গ্রেপ্তার ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবিতে বৃহত্তর আন্দোলনের হুঁশিয়ারি দিয়েছেন এদিন সাংবাদিকরা।

## বিএসএফের সামাজিক কর্মসূচি

ধর্মনগর, ২৮ মার্চঃ সীমান্তবাসীর মধ্যে শুভেচ্ছার ভাব তৈরির জন্য, বিএসএফ ইন্দো-বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক সীমান্ত এলাকার জনগণের সাথে বন্ধন জোরদার করার জন্য নিয়মিতভাবে নাগরিক কর্মসূচী এবং চিকিৎসা শিবির আয়োজন করে।

সীমান্ত ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনার অংশ হিসেবে শুক্রবার বিএসএফ ত্রিপুরা ফ্রন্টিয়ারের ৯৭ নম্বর ব্যাটেলিয়ান বিএসএফ কর্তৃক রানীবাড়িতে একটি নাগরিক কর্মসূচী এবং চিকিৎসা শিবির আয়োজন করা হয়।

সীমান্তের কাছাকাছি গ্রামগুলি প্রত্যন্ত অঞ্চলে অবস্থিত এবং তাদের উন্নয়নের জন্য তাদের সহায়তা প্রদানের প্রয়োজন অনুভূত হয়।

## হাওড়া শহরে জোড়া অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় চাঞ্চল্য

হাওড়া, ২৮ মার্চঃ হাওড়া শহরে জোড়া অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় চাঞ্চল্য। লিলুয়ায় জুটের সামগ্রী তৈরির কারখানায় আগুন, বাঁধাঘাটে আগুন পুরসভার হেলথ্ সেন্টারে।শুক্রবার বিক্রলে হাওড়ার লিলুয়ায় জুটের সামগ্রী তৈরির কারখানায় বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে। অন্যদিকে, এদিনই দুপুরে আগুন লাগে হাওড়া পুরসভার নগর প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রেও। জানা গেছে, এদিন বিকেলে লিলুয়ার জগদীশপুরের কাছে একসরায় একটি জুটের সামগ্রী তৈরির কারখানায় বিধ্বংসী আগুন লাগে। দমকলের ১০টি ইঞ্জিন প্রায় ৩ ঘণ্টার চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। আগুনে কার্যত ভস্মীভূত হয়ে যায় কারখানাটি। পুলিশ ও দমকল সূত্রে জানা গেছে, এদিন বিকেল সাড়ে ৩টে নাগাদ কারখানার গুদামে হঠাৎই আগুন লাগে। সেখানে জুটের বিভিন্ন দাহ্য পদার্থ মজুত থাকায় নিমেষেই সমগ্র কারখানায় আগুন ছড়িয়ে পড়ে। দমকলের ১০টি ইঞ্জিন দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে আগুন নেভানোর কাজ শুরু করে। ঘণ্টা তিনেকের চেষ্টায় আগুন আয়ত্তে আসে। অগ্নিকান্ডে হতাহতের কোনও খবর নেই। ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ প্রচুর। শর্টসার্কিট থেকে আগুন লেগেছিল বলে প্রাথমিকভাবে মনে করা হচ্ছে। অন্যদিকে, এদিন দুপুরে হাওড়ার মালিপাঁচঘড়া থানার অন্তর্গত বাঁধাঘাট অঞ্চলে পুরসভার প্রাথমিক নগর স্বাস্থ্য কেন্দ্রে আগুন লাগে। দুপুর সাড়ে বারোটা নাগাদ হঠাৎ করেই আগুন লাগার ঘটনাটি ঘটে। এই ঘটনায় এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে দমকল এবং মালিপাঁচঘড়া থানার পুলিশ ছুটে আসে। এদিন ল্যাব ডিপার্টমেন্টে ওই আগুন লাগে বলে প্রাথমিকভাবে মনে করা হচ্ছে। দমকলের একটি ইঞ্জিন প্রায় এক ঘন্টার প্রচেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ জানা যায়নি। তবে কিভাবে আগুন লাগল তা তদন্ত করে দেখছে মালিপাঁচঘড়া থানার পুলিশ।

## গন্ডাছড়ায় দুর্ঘটনায় বাবার মৃত্যু , গুরুতর আহত ছেলে

গন্ডাছড়া, ২৮ মার্চ ঃ মাধ্যমিক পরীক্ষা শেষে ছেলেকে নিয়ে বাড়ি ফেরা হল না পিতার। বৃহস্পতিবার মর্মান্তিক অটো দুর্ঘটনায় পিতা পুত্র দুজনই গুরতর আহত হলেও রাতে গুরতর আহত পুত্রকে হাসপাতালের পাশের শয্যায় রেখে চোখের জল ঝরাতে ঝরাতে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েন পিতা। তখন গুরতর আহত পুত্র পাশের শয্যায় শুইয়ে পিতার অকাল প্রয়াণের দৃশ্য দেখে শুধু চোখের জল ঝরানো ছাড়া কোন উপায় ছিল না। ছোট বড় যান দুর্ঘটনা গন্ডাছড়া মহকুমায় নতুন কিছু নয়। প্রতি সপ্তাহে গন্ডাছড়া মহকুমায় ২৩টি যান দুর্ঘটনা ঘটছেই। হেলদোল নেই স্থানীয় মহকুমা প্রশাসন এবং পুলিশ প্রশাসনের। বধিরের ভূমিকায় পুলিশ প্রশাসন। অভিযোগ গন্ডাছড়া মহকুমায় যে সমস্ত যাত্রীবাহী ছোটবড় যান এবং মালগাড়ি রয়েছে সেইগুলির সিংহভাগ চালকদেরই ড্রাইভিইং লাইসেন্স নেই। কারণ ওই চালকরা কেউ রিকশা চালক, না হয় ঠেলা চালক। ফলে গন্ডাছড়া মহকুমায় যান দুর্ঘটনার সংখ্যা বেড়েই চলছে।একের পর এক যান দুর্ঘটনায় বহু মানুষকে অকালে প্রাণ দিতে হয়েছে। বৃহস্পতিবার যে অটো দুর্ঘটনাটি ঘটেছে তা অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক এবং মর্মান্তিক। গন্ডাছড়া মহকুমার অন্তর্গত রতননগরের বাসিন্দা খেরণজয় ত্রিপুরা। তাঁর ছেলে দিবাকর ত্রিপুরা ছিল মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী। যথারীতি ছেলে দিবাকরের পরীক্ষা সম্পন্ন হয়।

পরীক্ষা শেষে বাবা খেরণজয় ছেলে দিবাকরকে জানায় তাড়াহুড়ো করোনা। আমি বৃহস্পতিবারদিন এসে তোমাকে বাড়িতে নিয়ে আসবো। বৃহস্পতিবার বাবা খেরণজয় ত্রিপুরা যথারীতি গন্ডাছড়ায় আসেন এবং ছেলের খুশী মতো কিছু কেনাকাটা করেন এবং ওইদিন বিকাল চারটা নাগাদ রতননগরের নিজ বাড়ির উদ্দেশ্যে বাবা এবং ছেলে অন্যান্য যাত্রীদের সঙ্গে একটি ব্যাটারি চালিত ইরিক্সায় উঠেন। ইরিক্সায় মোট ছয়জন যাত্রী ছিল। ইরিক্সাটি মহকুমার পাখি ত্রিপুরা পাড়া পাড় হয়ে কিছুটা পথ এগিয়ে ছোট একটি বাঁক নিতেই দ্রুতগতিতে থাকা উল্টে যায়। ওই দুর্ঘটনায় ইরিক্সায় থাকা বাবা খেরণজয় ত্রিপুরা এবং ছেলে দিবাকর গুরতরভাবে আহত হয়। দুজনকেই গন্ডাছড়া মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। বাবা এবং ছেলে দুজনে পাশাপাশি শয্যায় চিকিৎসারত ছিলেন।

একে অপরের দিকে তাকালেও কিছু বলার শক্তি ছিল না। প্রাথমিক চিকিৎসার পর চিকিৎসকরা খেরণজয় ত্রিপুরাকে কুলাই জেলা হাসপাতালে রেফার করেন। কিন্তু বৃহস্পতিবার রাতে হাসপাতালের এম্বুলেন্স -এ তোলার কিছুক্ষন আগে আহত ছেলের দিকে তাকিয়ে চোখের জল ফেলতে ফেলতে বাবা খেরণজয় ত্রিপুরা মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েন। চোখের জলে বাবার অকাল মৃত্যু প্রত্যক্ষ করে পাশের শয্যায় শুইয়ে থাকা ছেলে দিবাকর ত্রিপুরা। বাবার মৃত্যুতে একেবারেই বাকরুদ্ধ হয়ে পড়ে ছেলে। সংবাদ পেয়েই হাসপাতালে যান এমডিসি ভূমিকানন্দ রিয়াং, বিজেপির মন্ডল সভাপতি ধন্যমানিক ত্রিপুরা, আইপিএফটি নেতৃত্ব চরণবাসী ত্রিপুরা, এডিসির সাব -জ্যোনাল চেয়ারম্যান হিরণ্ময় ত্রিপুরা, এডিসি -র শিক্ষা দপ্তরের চেয়ারম্যান হরিশ দেব্বর্মা সহ অন্যান্য নেতৃত্বরা।

# ভালো তরমুজের ত্বক হবে অনুজ্জ্বল

**লাল মিষ্টি তরমুজ চেনার সবচেয়ে ভালো উপায় হচ্ছে 'ফিল্ড স্পট' বা 'গ্রাউন্ড স্পট' দেখে নেওয়া। তরমুজের যে অংশ দীর্ঘদিন মাটির ওপর থাকে, সেই অংশ হলুদ হয়ে যায় এবং একেই বলে ফিল্ড স্পট বা গ্রাউন্ড স্পট। তরমুজ কেনার আগে এই হলদেটে দাগ আছে কি না, তা দেখে নিন। বড় হলুদ দাগ থাকা মানে তরমুজটি ঠিকমতো পেকে যাওয়ার পর জমি থেকে ওঠানো হয়েছে।**

**তরমুজ ভারী কি না দেখুন**

তরমুজটি হাতে নিয়ে দেখুন, তা ভারী কি না। যে তরমুজ পুরোপুরি পেকে যায়, তাতে প্রচুর রস থাকে এবং এ কারণে তরমুজ বেশ ভারী হয়। আর যদি তরমুজটি হালকা মনে হয়, তাহলে ধরে নেওয়া যায় সেটা ঠিকঠাক পাকেনি। সে ক্ষেত্রে তরমুজ লাল ও মিষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা কম।

**শব্দই বলে দেবে তরমুজ পাকা কি না**

পাকা ও রসালো তরমুজে টোকা দিলে একটা গভীর ও ফাঁপা শব্দ পাবেন এবং শব্দটার হালকা প্রতিধ্বনিও হবে। বিষয়টা আরেকটু খুলে বলা যাক। পাকা তরমুজে টোকা দিলে ভেতরে জলের কারণে মূলত ফাঁপা শব্দ হয় এবং প্রতিধ্বনি শোনা যায়। কাঁচা তরমুজে আঘাত করলে তুলনামূলক উচ্চ স্বরের শব্দ হবে। অর্থাৎ নিরেট কিছুতে আঘাত করলে যেমন শব্দ হয়। আবার অতিরিক্ত পাকা তরমুজে আঘাত করলে ভারী ও থেঁতলানো ধরনের শব্দ হবে। তরমুজের কোনো অংশ থেঁতলে গেলে ভেতরের জল ও শাঁস আলাদা হয়ে যায়, ফলে সেই জায়গা শব্দ শোষণ করে বেশি। তরমুজের এই শব্দের ফারাক বোঝার জন্য প্রয়োজন অভ্যাস ও তীক্ষ্ণ কান। তবে একবার রপ্ত করে ফেললে সহজেই বুঝতে পারবেন কোন তরমুজ পাকা ও রসালো।

**বোঁটা শুকনা কি না দেখুন**

তরমুজের বোঁটা শুকনা নাকি সতেজ, তা দেখে বোঝা যায় তরমুজটি ঠিকমতো পেকেছে কি না। বোঁটা শুকনা ও বাদামি রঙের হলে বুঝবেন তরমুজ গাছে ঠিকভাবে পেকে তারপর তোলা হয়েছে। সবুজ থাকলে অসময়ে তোলা হতে পারে। গোলাকার বা ডিম্বাকার যে আকারেরই হোক না কেন, তরমুজটির আকৃতি সুষম কি না দেখুন।

সুষম বা সব পাশে সমান তরমুজ তুলনামূলক ভালো। তরমুজের দুই প্রান্ত অসমান হওয়া মানে পরাগায়ন সঠিকভাবে হয়নি। আর এতে দুই প্রান্তের শাঁসের গুণমানও কমে যায়। তরমুজের আকার আঁকাবাঁকা হলে মিষ্টি না হওয়ার আশঙ্কা বেশি। তবে এটা বড় তরমুজের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

**তরমুজের ত্বক দেখে কিনুন**

তরমুজের ত্বক ম্যাট বা কিছুটা অনুজ্জ্বল দেখালে পরিপক্ক বলে ধরে নেওয়া যায়। ত্বক চকচকে দেখালে ধরে নেবেন, তরমুজটি পরিপক্ক নয়। তবে এটা যাচাই করা কিছুটা কঠিন বটে। কারণ, খেত থেকে বাজার পর্যন্ত আসতে আসতে একেকটা তরমুজের ত্বকের ওপর দিয়ে অনেক 'ঝড়ঝাপটা'ই যায়। কোনো বিক্রেতা তরমুজ ধুয়ে ফেলেন, কেউ কেউ চকচকে করে তোলার চেষ্টা করেন। তবে খেত বা খেতের আশপাশের বাজার থেকে কেনার সময় তরমুজের ত্বক খেয়াল করতে ভুলবেন না।

**আঙুল দিয়ে মাপুন**

এই পদ্ধতি অনুসরণ করতে আপনার তর্জনী ও মধ্যমা আঙুল দুটি একসঙ্গে ধরে তরমুজের গাঢ় সবুজ অংশের প্রস্থ মাপুন। আঙুল দুটি যদি সহজেই দুটি সাদা ডোরা দাগের মাঝের গাঢ় সবুজ অংশের মধ্যে এটে যায়, তাহলে বুঝবেন তরমুজ পুরোপুরি পাকামিষ্টি, রসালো এবং এতে একটুও পানসে ভাব থাকবে না।

## ভাগাড় ইস্যুতে সিপিএমের পুরসভা অভিযান ঘিরে উত্তেজনা

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ২৮ মার্চঃ হাওড়া শহরকে জঞ্জালের ভাগাড় মুক্ত করতে, বেলগাছিয়া ভাগাড়ে ক্ষতিগ্রস্তদের স্থায়ী পুনর্বাসন এবং আশু ক্ষতিপূরণের দাবিতে এবং সুষ্ঠ জল নিকাশি, জঞ্জাল অপসারণ ও পরিশ্রুত পানীয় জলের দাবিতে শুক্রবার বিকেলে হাওড়া কর্পোরেশন অভিযানের ডাক দিয়েছিল সিপিআইএম হাওড়া জেলা কমিটি। এদিন বিকেল ৪টে নাগাদ সিপিআইএম কর্মীরা মিছিল করে হাওড়া পুরসভার গেটে আসে। আগে থেকেই পুলিশের পক্ষ থেকে গার্ডরেল দিয়ে ব্যারিকেড তৈরি করা হয়। র্যাফ এবং বিরাট পুলিশ বাহিনী মোতায়েন করা হয়। সিপিআইএম কর্মীদের হাওড়া পুরসভায় ঢুকতে বাধা দেওয়া হয়। এই নিয়ে উত্তেজনা দেখা দেয়। সেখানেই বিক্ষোভ দেখান সিপিআইএম কর্মী-সমর্থকরা।

## কলোনি গার্লস হাইস্কুলের গৌরবময় ৭৫ বৎসর উদযাপন উপলক্ষে হস্তশিল্প, কারুশিল্প প্রদর্শনী ও মেলা

নববারাকপুর, ২৮ মার্চঃ শুক্রবার বিকেলে নববারাকপুর কলোনি গার্লস হাইস্কুলের গৌরবময় ৭৫ বছর উদযাপন উপলক্ষে বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে শুভ উদ্বোধন হল বর্নময় হস্তশিল্প - কারুশিল্প প্রদর্শনী ও মেলা। দুদিন ব্যাপী মেলা ও প্রদর্শনীর শুভ উদ্বোধন করেন উৎসব কমিটির চেয়ারপার্সন তথা পুরসভার পুরপ্রধান প্রবীর সাহা।উপস্থিত ছিলেন বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকা মণিকা ঘোষ বিশ্বাস, পরিচালন সমিতির সভাপতি ঋষিকেশ রায়, সহ অন্যান্য সহ শিক্ষিকারা। পুরপ্রধান সহ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকা, পরিচালন সমিতির সভাপতি বিভিন্ন প্রদর্শনী ও হাতের কাজের কারু ও হস্তশিল্প প্রদর্শনী ঘুরে দেখেন।উদ্বোধক পুরপ্রধান প্রবীর সাহা বলেন খুব ভালো উদ্যোগ নিয়েছেন বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকা সহ পরিচালন সমিতির সভাপতি। ঘরের সন্তানরা নিজে হাতে নানান রকমারি খাবার বানিয়ে স্টল দিয়েছে আবার বিজ্ঞান ইতিহাস ভূগোল বিভিন্ন মডেল প্রদর্শনীতে অংশগ্রহণ করেছে। নিজেরা অনেক কিছু জানতে পারছে। মেয়ে দের আন্তরিক অভিনন্দন সুন্দর ভালো কাজে। বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকা মনিকা ঘোষ বিশ্বাস বলেন বিদ্যালয়ের গৌরবময় ৭৫ বছর উদযাপন উপলক্ষে বিদ্যালয়ের বিভিন্ন শ্রেণীর মেয়েদের হাতের তৈরি কারু ও হস্তশিল্প প্রদর্শনী ও মেলার পাশাপাশি বিঞ্জান ও সমাজ বিজ্ঞান মডেল প্রদর্শনীর আয়োজন বিদ্যালয়ে প্রাঙ্গণে। রয়েছে রন্ধন প্রদর্শনী ও স্টল। মেয়েরা দু মাস ধরে অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন শিক্ষিকারা উৎসাহ দিয়েছেন। সকলের সম্মিলিত প্রয়াসে এই দুদিন ব্যাপী প্রদর্শনী ও রকমারি খাবারের স্টল বিক্রির ব্যবস্থা। মেয়েদের অনেক রকম প্যাশান থাকে সেটাকে যদি প্রফেশনে আনা যায় বেশ ভালো প্রয়াস। মেয়েরা নানাবিধ হাতের কাজ জানে, ভালো আকতে পারে ভালো ব্যাগ তৈরী করতে পারে। সেটা তৈরি করে প্রদর্শনী কাম সেল বিক্রি করতে পারলে আয়ের পথ টা দেখল। মেয়েরা এগিয়ে যেতে পারবে। রকমারি সুস্বাদু খাবার (প্যানকেক, চকলেট কেক, ধোকলা, দই বড়া, ক্যাসিকাম চপ) তৈরি করে একদম স্বল্প মূল্যে বিক্রি করছে। প্যাশান টাকে হাতে কলমে শিখে প্রফেশনে পরিনত করা। মেয়েরা এগিয়ে যেতে পারবে। উদ্ভাবনী রন্ধনশিল্প সমন্বিত খাদ্যমেলা এবং বিঞ্জান ও সমাজ বিজ্ঞান বিষয় প্রদর্শনী ও মেলা ঘিরে পড়ুয়া শিক্ষার্থী প্রাক্তনীদের উদ্দীপনা ছিল চোখে পড়ার মতো।

## ইস্তাম্বুলের মেয়র একরেম ইমামোগলুকে গ্রেপ্তারের প্রতিবাদে বিক্ষোভ

ইস্তাম্বুলের মেয়র একরেম ইমামোগলুকে গ্রেপ্তার এবং বিক্ষোভকারীদের আটকের ঘটনা নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রমন্ত্রী মার্কো রুবিও। তুরস্কের পররাষ্ট্রমন্ত্রী হাকান ফিদানের কাছে নিজেদের উদ্বেগের কথা তুলে ধরেন রুবিও। তিনি বলেন, 'আমরা তুরস্কের মতো ঘনিষ্ঠ মিত্র দেশে এ ধরনের অস্থিতিশীলতা চাই না।'গতকাল বৃহস্পতিবার তুরস্কের চলমান পরিস্থিতি সম্পর্কে রুবিও সাংবাদিকদের বলেন, 'আমরা খেয়াল করছি। এরই মধ্যে আমরা উদ্বেগ প্রকাশ করেছি। কোনো দেশেই আমরা এ ধরনের অস্থিতিশীলতা চাই না। বিশেষ করে আমাদের ঘনিষ্ঠ কোনো মিত্র দেশে তো কোনোভাবেই নয়।' আরেক প্রশ্নের জবাবে মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, 'অন্যরা যেসব প্রতিবেদন দেখছেন, আমরাও সেই একই খবর দেখছি। চলমান বিক্ষোভ এবং কিছু খবর নিয়ে আমরা নিশ্চিতভাবে উদ্বিগ্ন।'গত মঙ্গলবার ওয়াশিংটনে রুবিও ও ফিদান বৈঠক করেন। বৈঠকের পর সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্সে এক পোস্টে রুবিও লেখেন, 'তুরস্কে সাম্প্রতিক গ্রেপ্তারের ঘটনা ও বিক্ষোভ নিয়ে আমি উদ্বেগ প্রকাশ করেছি।' কিন্তু নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক তুরস্কের এক কূটনীতিক বলেন, এভাবে কিছু বলা হয়নি। তুরস্ক যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বাধীন সামরিক জোট ন্যাটোর সদস্য। সেই হিসেবে যুক্তরাষ্ট্রের ঘনিষ্ঠ মিত্র।

ট্রাম্পের প্রথম মেয়াদে ওয়াশিংটন-আঙ্কারার মধ্যে মোটামুটি সুসম্পর্ক ছিল। কিন্তু ইউক্রেন যুদ্ধ শুরুর পর রাশিয়ার সঙ্গে সম্পর্ক বাড়ায় বাইডেন প্রশাসনের সঙ্গে এরদোয়ান প্রশাসনের সম্পর্কের অবনতি হয়। এখন নতুন ট্রাম্প প্রশাসন আঙ্কারার সঙ্গে সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ করতে চাইছে। ১৯ মার্চ একরেম ইমামোগলুকে আটক করা হয়।

**Name Change**

I, Bappaditya Sarkar S/O Ranjit Sarkar Residing of Vill.-Monmohanpur, PO-Dogachia Monmohanpur, PS-Gaighata, Dist.-North 24 Parganas, Pin-743245 WB, India do hereby solemnly affirm and declare my son's actual Name KRISHANK SARKAR instead of KRISANK SARKAR, vide an affidavit sworn before the Ld. A.C.J.M. 1st Class at Bongaon, North 24 Parganas on 18/03/2025. KRISHANK SARKAR and KRISANK SARKAR both are the same and one identical person.

**Name Change**

I , Tapati Mitra Datta W/O- Chanchal Mitra resident of Baranilpur,Phulpukur Uttar Para, P.O.- Sripalli, P.S.-Burdwan, Dist- Purba Bardhaman, West Bengal, PIN-713103, have changed my name and shall henceforth be known as 'TAPATI DATTA' vide an affidavit before the Notary Public at Purba Bardhaman on 28/03/2025. That Tapati Mitra Datta and Tapati Datta both are same and one identical person.

# আলুর বস্তা-প্রতি যা দাম দেওয়া হচ্ছে, তাতে ক্রমশ বাড়ছে ক্ষোভ অভিযোগ কৃষকদের

দুরন্ত বার্তা, হুগলি,২৮ মার্চঃ আবহাওয়ার খামখেয়ালিপনায় বিগত কয়েক বছর ধরে আলু চাষে ব্যাপক হারে ক্ষতির মুখে পড়ছেন আলু চাষিরা। সরকারি দামে লাভ তো দূরের কথা, বিপুল ক্ষতির মুখে পড়ছেন আলুচাষিরা। এমনই অভিযোগ উঠেছে। বস্তা-প্রতি যা কৃষকদের যা দাম দেওয়া হচ্ছে, তাতে ক্রমশ বাড়ছে ক্ষোভ। তাই তাঁদের দাবি ছিল, ধানের মতো আলুরও সহায়ক মূল্য নির্ধারন করুক সরকার। সেই সঙ্গে ভিনরাজ্যে আলু রফতানিতে নিষেধাজ্ঞা তুলে নেওয়ার আর্জিও জানিয়েছিলেন কৃষকরা। বিঘা প্রতি ক্ষতির পরিমাণ ৭৫০ টাকা।

সরকারের সহায়ক মূল্য নিয়েই ক্ষোভ তৈরি হয়েছে কৃষক মহলে। কৃষকদের হিসেব বলছে, আলুর উৎপাদন খরচ বস্তা পিছু ৪৬৫ টাকা। আর সেই বস্তা সরকার কিনছে ৪৫০ টাকায়। অর্থাৎ চাষিদের ক্ষতি হচ্ছে বস্তা পিছু ১৫ টাকা করে। চলতি বছরে গড়ে বিঘা প্রতি আলু উৎপাদন হয়েছে ৮০ বস্তা (৫০ কেজি)। গড়ে সেই আলুর উৎপাদন খরচ বস্তা পিছু ৪৪০ টাকা। তার সঙ্গে রয়েছে বস্তার দাম, বাছাই খরচ এবং হিমঘর পর্যন্ত নিয়ে যাওয়ার খরচ। সব মিলিয়ে অতিরিক্ত ২৫ টাকা করে খরচ পড়ে বস্তা পিছু।

অর্থাৎ বস্তা প্রতি সব মিলিয়ে খরচ দাঁড়াচ্ছে ৪৬৫ টাকা করে। কিন্তু সরকার হিমঘর থেকে চাষিদের থেকে আলু কিনবে ৪৫০ টাকায়। আর তাতেই বিঘা প্রতি ক্ষতি হচ্ছে ৭৫০ টাকা করে। তিন মাস ধরে প্রায় ৩৫ হাজার টাকার উপর খরচ করে এক বিঘা জমিতে চাষ করেন কৃষকরা। আর অভিযোগ, সেখানে লাভের বদলে উল্টে বিঘা প্রতি ক্ষতি হচ্ছে ৭৫০ টাকা করে। অন্যদিকে, ভিনরাজ্যে আলু রফতানিতে এখনও জারি আছে নিষেধাজ্ঞা ফলে ব্যবসায়ীদের আলু কেনার ক্ষেত্রে অনীহা দেখা দিয়েছে। ব্যবসায়ীরা আলু না কিনলে আলুর দাম নিম্নমুখীই থাকবে ফলে বর্তমানে ব্যাপক ক্ষতির মুখে আলুচাষিরা। তবে সহায়ক মূল্য নির্ধারণের ক্ষেত্রে কৃষি দফতরের যুক্তি, ব্যবসায়ীরা যাতে চাষিদের থেকে কম দামে আলু কিনতে না পারে, তার জন্যই সহায়ক মূল্য নির্ধারণ করা হয়েছে, এতে চাষিদেরই লাভ। কৃষি দফতরের এই যুক্তিকে হাস্যকর বলে দাবি আলু ব্যবসায়ীদের। তাঁদের বক্তব্য, ভিনরাজ্যে রফতানি বন্ধ রাখলে কোনোমতেই চাষিরা লাভের মুখ দেখতে পাবেন না।

# জলাশয়ের পাশে পরে সাইকেল ও জুতো, রহস্যজনক ভাবে একই সাথে নিখোঁজ চার পড়ুয়া

গোপাল বিশ্বাস, নদীয়া, ২৮ মার্চ ঃ রহস্যজনক ভাবে চার স্কুল পড়ুয়ার নিখোঁজ হবার ঘটনাকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য ছড়ালো নদীয়ায়। এমনই চাঞ্চল্যকর ঘটনাটি ঘটেছে নদীয়ার কৃষ্ণগঞ্জের কৃষ্ণপুর পশিমপাড়া এলাকায়। পরিবার সূত্রে জানা যায় নদীয়ার শিবনিবাস শ্রী শ্রী মহানন্দ উচ্চ বিদ্যালয়ের পাঠরত শুভ ঘোষ (নবম শ্রেণী), সায়ন ঘোষ (দশম শ্রেণী,) রূপম চক্রবর্তী (দশম শ্রেণী,) আকাশ ঘোষ (নবম শ্রেণীর ছাত্র।) প্রত্যেকেই বৃহস্পতিবার বিকেলে টিউশন পড়তে যাবার নাম করেই বাড়ি থেকে বেরোয় তারা। সন্ধ্যা হলেও কেউ বাড়ি না ফেরায় খোঁজাখবর শুরু করে পরিবারের তরফে। এবং পরবর্তী সময়ে জানা যায় এই চারজনেই কেউ বাড়ি ফেরেনি। খোঁজাখুঁজি শুরু করলেও কোন সন্ধান না পেয়ে পরিবারের তরফে কৃষ্ণগঞ্জ থানায় গিয়ে ঘটনাটা জানানো হয়। শেষ পাওয়া খবর অনুযায়ী শুক্রবার সকাল পর্যন্ত ওই কোন সন্ধান পাওয়া যায়নি, ওই চার স্কুল ছাত্রের। পাশাপাশি স্থানীয় সূত্রে জানা যায় এলাকার একটি ছোট জলাশয়ের পাসে পরে থাকতে দেখা গেছে একটি সাইকেল ও জুতো! সামগ্রিক ঘটনায় রহস্যের দানা বাঁধতে শুরু করেছে ইতিমধ্যেই, পাশাপাশি উঠতে শুরু করেছে একাধিক প্রশ্নও, তারা কি চার বন্ধু নিজেরাই কোথাও চলে গেছে, নাকি এর পেছনে রয়েছে কোন চক্র! পরিবারে তাদের ছেলেরা না ফেরায় চিন্তায় প্রত্যেকটি পরিবার, পাশাপাশি ঘরের ছেলেকে ফিরে পেতে কাতর আবেদনও জানান তারা। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে স্থানীয় পুলিশ প্রশাসন।

# মজুত সিলিন্ডার বিস্ফোরণে আগুন, ধোঁয়ায় স্বাস্থ্যকেন্দ্রের পরিষেবা সাময়িক বন্ধ

দুরন্ত বার্তা, দুর্গাপুর, ২৮ মার্চ ঃ আচমকা মজুত করে রাখা সিলিন্ডার বিস্ফোরণে দাউদাউ করে জ্বলে উঠল সাইকেলের দোকান। কালো ধোঁয়ায় ঢেকে গেল পাশে থাকা স্বাস্থ্যকেন্দ্র। আতঙ্কে রীতিমতো হুড়োহুড়ি রোগীদের। বেশ কিছুক্ষণ বন্ধ থাকে পরিষেবা। সব মিলিয়ে তুমুল উত্তেজনা দুর্গাপুরে। এই বিষয়ে নিকটবর্তী স্বাস্থ্যকেন্দ্রের ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক তথা চিকিৎসক নির্মলদেব বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন,আমরা স্বাস্থ্য কেন্দ্রে গিয়েছি। অগ্নিকাণ্ডের জেরে স্বাস্থ্য কেন্দ্রও বিষাক্ত ধোঁয়ায় ঢেকেছে। প্রায় দেড় ঘণ্টা স্বাস্থ্যকেন্দ্র বন্ধ রাখা হয়। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, স্বাস্থ্যকেন্দ্রের পাশেই একটি সাইকেলের দোকান রয়েছে। সেখানে বেআইনিভাবে মজুত করে রাখা হত সিলিন্ডার। শুক্রবার সকাল সাড়ে ন'টা নাগাদ ওই দোকানের গ্যাস সিলিন্ডারের পাইপ ফেটে যায়। এরপরই আগুন জ্বলে ওঠে। দোকানে মজুত করে রাখা সিলিন্ডার বিস্ফোরণ হয়। আগুনের লেলিহান শিখায় গ্যারাজের পাশাপাশি ভস্মীভূত হয়ে যায় পাশের একটি দোকানও। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় দমকলের ইঞ্জিন। প্রায় এক ঘণ্টার চেষ্টায় আগুন আয়ত্তে আসে। গ্যারাজের পাশের দোকানের মালিকের কথায়, সাইকেলের দোকানে বড় গ্যাস সিলিন্ডার থেকে ছোট গ্যাস সিলিন্ডারে রিফিলিং করা হয়। এদিন সকালে একটি সিলিন্ডার ফেটে ভয়াবহ ঘটনা ঘটে। সাইকেলের দোকান তো ভস্মীভূত হয়েছেই। সঙ্গে আমার দোকানও পুড়ে ছাই। স্থানীয়দের একাংশের দাবি, তাঁরা একাধিকবার এই কারবার বন্ধের কথা বলেছিলেন। কিন্তু সাইকেলের দোকান মালিক গুরুত্ব দেননি।

# ধর্ম নিয়ে বিভেদ মণিপুর, রাজস্থানে আছে, বাংলায় নেই ঃ কাজল

দুরন্ত বার্তা, নানুর, ২৮ মার্চ ঃ আমাদের রাধা মাধব মন্দির ঘিরে নানুরে ভক্ত জনদের নিয়ে সকল সম্প্রদায়ের সম্প্রীতি চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয় ধর্ম নিয়ে বিভেদ মণিপুর, রাজস্থানে আছে, বাংলায় নেই, বলে মন্তব্য করলেন বীরভূম জেলা সভাধিপতি ফায়জুল হক ওরফে কাজল শেখ। তিনি বলেন, আমাদের রোযা প্রায় শেষের দিকে। আজকে আমি রোযা রেখেও নানুরে রাধা মাধব কমিটির পাশে এসে দাঁড়িয়েছি। নানুরের একশো কীর্তনের দল সংকীর্তন পরিক্রমা করছেন। তাদেরকে আর্থিক সাহায্য করছি। ভাত- সবজি সহ নানা পদে সন্ধ্যায় ভোগ হবে। এবার থামস থাকছে। সেখানেও আমি পাশে দাঁড়িয়েছি। এটাই সম্প্রীতির বাংলা। মিলে মিশে আমরা পরস্পরের ধর্মাচরণ উৎসব পালন করবো। কথিত, যশোর থেকে নিত্যানন্দ মহাপ্রভুর আগেও সম্রাট আকবরের আমলে প্রেমানন্দ মহারাজ শিবিকা যোগে এই রাধামাধব কে কাটোয়া পাঠান। সেখান থেকে তিনি নানুরে আসেন। নানুর থেকে ফের কাটোয়ায় ফিরে যাবেন। এখানে জাতি ধর্ম নির্বিশেষে একসাথে বসে পঙক্তি ভোজন করে থাকেন।

# চুরি যাওয়া গরু সহ পুলিশের জালে আটক পাচারকারী

গোপাল বিশ্বাস, নদীয়া, ২৮ মার্চ ঃ ফের নদীয়ায় পুলিশ প্রশাসনের মিলেলো সাফল্য। এবারে চুরি হয়ে যাওয়া গরু সহ পাচারকারীকে পাক রাও করলো পুলিশ।

জানা যায় সম্প্রতি নদীয়ার রানাঘাটের বিভিন্ন গ্রাম্য এলাকা থেকে মধ্য রাতে গাড়ি করে গরু চুরি হবার ঘটনা ঘটছিলো। পরপর গরু চুরি হলে নড়েচড়ে বসে রানাঘাট থানার পুলিশ প্রশাসন, ও শুরু করে চিরুনী তল্লাসি, গোপন সূত্রের খবর পেয়ে অবশেষে চোরের দলের ও গরু কেনার দালালের সন্ধান পায় রানাঘাট থানা। এসডিপিও সবিতা গটওয়াল জানান গতকাল মধ্যরাতে আইসি তন্ময় চট্টোপাধ্যায় ও পিসি অফিসার পিন্টু প্রামাণিকের টিম নদীয়ার চাপড়া এলাকায় যায়, এবং সেখানে প্রায় ১২ ফুট উচু প্রাচীর টপকে হবিবপুর এলাকা থেকে চুরি যাওয়া গাড়ি সহ গরু ও চোর আর দালালকে গ্রেপ্তার করে। পুলিশ সূত্রে এও জানা যায় হরিয়ানা থেকে আসা একটি গরু চোরের দল এই কাজপর সাথে যুক্ত। সূত্রের খবর বিভিন্ন জায়গা থেকে গরু চুরি করে নদীয়ার চাপড়ায় বিক্রি করতো হরিয়ানার চোরের দল। এই ঘটনায় আরও কারা জড়িত আছে জানতে চিরুনী তল্লাসী শুরু করছে রানাঘাট থানার পুলিশ।

# ছেলের মৃত্যু স্বাভাবিক নয়, দাবি বাবার

দুরন্ত বার্তা, পূর্বস্থলী, ২৮ মার্চ ঃ সাতগাছিয়া হিন্দু মিশন বয়েজ ওয়েলফেয়ার হোমে ছাত্রের রহস্যজনক মৃত্যুর পর মৃত্যুর সঠিক কারণ জানতে শুক্রবার মৃতদেহ পাঠানো হলো কালনা মহকুমা হসপিটাল থেকে বর্ধমান মেডিকেল কলেজ হসপিটাল। ছেলের মৃত্যু স্বাভাবিক নয়, সিসিটিভি ফুটেছে যা ছবি দেখা গেছে সেই ছবি আমার ছেলের নয়, শুক্রবার এমনই চাঞ্চল্যকর দাবী করলেন মৃতের বাবা। ঘটনার পর থেকেই এদিন শুক্রবার সকাল থেকেই ওই হোমে শুনশান চেহারা।

যদিও হোম কর্তৃপক্ষের দাবি খেলার করার দোতলার ক্যান্টিন লিবার থেকে পড়েই মৃত্যু হয়েছে ওই ছাত্রের। জানা গেছে মৃত ওই ছাত্রের নাম তন্ময় দাস, ওই হোমের পঞ্চম শ্রেণির ছাত্র ছিল। কালনা শহরের লালবাগান এলাকায় তার বাড়ি। ২০২২ সাল থেকে ওই হোমই পড়াশোনা করত ওই ছাত্র। তবে কড়া নিরাপত্তার মধ্যে হোমের মধ্যে ছাত্রের কিভাবে মৃত্যু ঘটলো শুরু হয়েছে চাঞ্চল্য। আজ শুক্রবার ওই হোমে তদন্তে যান কালনা থানার আইসি, এসডিপিও । পরিদর্শনের যান বিধায়ক দেবপ্রসাদ বাগও। পরবর্তী সময়ে শুক্রবার দুপুর দুটো নাগাদ সেখানে যান মাস এডুকেশনের ডিরেক্টর উপালি রায় সহ দুই সদস্যের প্রতিনিধি দল। তারাও পুরো বিষয়টি তদন্ত করে যান শুক্রবার। যদিও ওই ছাত্র এর দাবি অস্বীকার করছে হোম কর্তৃপক্ষ।

# ডিওয়াইএফআইয়ের উত্তরকন্যা অভিযান ঘিরে রণক্ষেত্র শিলিগুড়ি, পুলিশের লাঠিচার্জ, আটক মীনাক্ষী

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ২৮ মার্চ ঃ ডিওয়াইএফআইয়ের উত্তরকন্যা অভিযান ঘিরে শুক্রবার দুপুরে রণক্ষেত্রর চেহারা নিল শিলিগুড়ি। অভিযান ঠেকাতে আগে থেকেই পুলিশ একাধিক ব্যারিকেড তৈরি করে রেখেছিল। মীনাক্ষী মুখোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে বামেদের যুব সংগঠনের সদস্যরা সেই ব্যারিকেড ভেঙে এগোতে থাকলে পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। পুলিশের তরফে লাঠি, কাঁদানে গ্যাস ছোঁড়া হয়। পাল্টা হিসেবে ডিওয়াইএফআই কর্মীরা ইট ছুড়তে শুরু করে বলে অভিযোগ। ঘটনার জেরে শিলিগুড়ির বর্ধমান রোড, নৌকাঘাট, তিনবাত্তি মোড়, উত্তরকন্যা সহ একাধিক এলাকা কার্যত অবরুদ্ধ হয়ে যায়। ইতিমধ্যে ঘটনাস্থলে পৌঁছেছে বিশাল পুলিশ বাহিনী। মীনাক্ষী-সহ বামেদের যুব সংগঠনের একাধিক নেতা, নেত্রীকে আটক করেছে পুলিশ। বেকার যুবক, যুবতীদের চাকরি, চাকরি না হওয়া পর্যন্ত সরকারিভাবে ভাতা প্রদান-সহ বিভিন্ন দাবিতে এদিন উত্তরকন্যা অভিযানের ডাক দিয়েছিল বামেদের যুব সংগঠন। অভিযানের খবর পেয়ে পুলিশ আগে থেকেই বর্ধমান রোড, নৌকাঘাট, তিনবাত্তি মোড়, উত্তরকন্যা সহ বিভিন্ন এলাকায় ব্যারিকেড করে। যদিও একাধিক দলে ভাগ হয়ে ডিওয়াইএফআই কর্মীরা উত্তরকন্যার দিকে এগোতে থাকে। সূত্রের খবর, পুলিশের একাধিক ব্যারিকেড ভেঙে এগোনোকে ঘিরেই গোলমাল তৈরি হয়। বাধার মুখে পড়ে পুলিশকে লক্ষ্য করে আন্দোলনকারীরা ইঁট ছুড়তে শুরু করে। পাল্টা হিসেবে পুলিশও জল কামান ও কাঁদানে গ্যাস ছোড়ে। এরপরই পরিস্থিতি রণক্ষেত্রর চেহার নেয়। ঘটনায় দু'পক্ষেরই বেশ কয়েকজন জখম হয়েছেন বলে খবর। মিছিল থেকেই ক্ষোভের সুরে মীনাক্ষী বলছেন, কিসের জন্য জল কামান আনবে? কে দেয় অর্ডার? এক একজন পুলিশকে আমরা দশজন মিলে দেখে নিতে পারি। কিন্তু, গণতন্ত্রকে রক্ষা করতে এসেছি। তাই যে পুলিশ ব্যারিকেড দিয়েছে তাঁরাই ওটা সরিয়ে আমাদের যেতে দেওয়ার ব্যবস্থা করবে। কলতান দাশগুপ্ত বলছেন, ডেপুটেশন দিতে যাওয়ার কথা আমাদের। কিন্তু, পুলিশ কেন রাস্তায় দাঁড়িয়ে আছে আমরা বুঝতে পারছি না। আমরা চাইলেই ব্যারিকেড ভেঙে এগিয়ে যেতে পারি। কিন্তু, আমাদের দাবি বেকারদের কাজ। তার জন্য উত্তরকন্যায় মন্ত্রী, অফিসারদের সঙ্গে দেখা করে দাবি আদায় করে আনতে চাই।

# হুলুস্থুল কাণ্ড! জনবহুল এলাকায় উদ্ধার ১১ ফুটের বিষধর, তটস্থ এলাকাবাসী

দুরন্ত বার্তা, মালবাজার, ২৮ মার্চ ঃ কিছুদিন আগেই খবর এসেছিল মালবাজারের নাগরাকাটা এলাকায় ১৪ ফিটের কিংকোবড়া উদ্ধারের পর চালসার মূর্তি এলাকা থেকে একটি ১২ ফিটের অজগর সাপ উদ্ধার হয়েছিল। এবার আবার ১১ ফুটের কিংকোবরা উদ্ধার নাগরাকাটায়। মালবাজার মহকুমার নাগরাকাটা চা বাগানের স্কুল লাইন থেকে ১১ ফুটের কিংকোবরা সাপ উদ্ধার করে গরুমারা জঙ্গলে ছেড়ে দিল খুনিয়া রেঞ্জের বনকর্মীরা। জানা গেছে, এদিন স্কুল লাইনের একটি বাড়ির সামনে কিংকোবরা সাপটিকে দেখা যায়। এরপরই খবর পেয়ে সর্প বিশারদ সৈয়দ নৈঈম বাবুনকে সঙ্গে নিয়ে কিংকোবরা সাপটিকে উদ্ধার করে নিয়ে যায় বনকর্মীরা। এরপরই গরুমারা জঙ্গলে সাপটিকে ছেড়ে দেওয়া হয়। খুনিয়া রেঞ্জের বিট অফিসার জয়দেব রায় বলেন, কিংকোবড়াটি লম্বায় ১১ ফিট। সাপটি সুস্থ থাকায়, ঊর্ধতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশে জঙ্গলে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। এমনিতেই দক্ষিণরায়ের আনাগোনা হোক কিংবা গজরাজের দাপট, সব খবরেই মালবাজারের নাম সবার উপরে। মালবাজারের বাসিন্দাদের দিন-রাত তটস্থ থাকতে হয়। আবার মালবাজার খবরের শিরনামে। জিপিএসের অভাবে অজগর ঘুরছে যেখানে-সেখানে। ঢুকছে লোকালয়ের মধ্যেও। এই ভয়ংকর পরিস্থিতিতেই দিন কাটাচ্ছেন মালবাজারের মানুষজন। কথায় আছে 'যেখানে বাঘের ভয় সেখানে সন্ধ্যা হয়' তেমনই এখানে যেখানে সাপের ভয়, সেখানে সন্ধ্যে হয়। মালবাজারের প্রত্যন্ত এলাকায় এমনই সাপের উৎপাত যে সেখানকার মানুষেরা রীতিমতো তটস্থ। সেখান গ্রামবাসীরা বলছে যত গরমের দাবাদহ বাড়ে, ততই এলাকায় সাপের উৎপাত হয়। আর এই উৎপাতের জেরেই রীতিমতোভাবে তটস্থ এলাকার মানুষ। খুনিয়া রেঞ্জের বনকর্মী জয় দেবরাজ বলেন, 'সাপটা আমরা নিয়ে আসছি নাগরাকাটা এলাকার সিকুল থেকে। পৌনে চারটের সময় খবর আসে, আমি সঙ্গে সঙ্গেই এখানকার যে সাপ বিষরদ বাপনদা, ওনাকে নিয়ে সাপটাকে উদ্ধার করে গরুমারা জঙ্গলে ছেড়ে দিলাম। সাপটার দৈর্ঘ্য মোটামুটি ১১ ফুট মতো। সাপটি সম্পূর্ণভাবে সুস্থ ছিল। আমরা বন বিষরদের পরামর্শেই সাপটাকে এলাকায় ছেড়ে দিয়ে এসেছি।' মালবাজারের গ্রামবাসীরা বলেছেন, অজগর সাপ বা রক পাইথন এই সময় এমনিতেই বেরোয়। মার্চ, এপ্রিল, মে, জুন, জুলাই মাস করে এখানে খুবই সাপ ঘুরে বেড়ায়। গরম পড়লেই সাপেদের দাপট বেড়ে যায় এলাকায়। প্রায়ই বনকর্মীকে ডেকে সাপ ধরাতে হয়, নাহলে যে কোনও সময় যে কোনও মূহুর্তে বড়সড় অঘটন ঘটে যেতে পারে।

# শুখা মরশুম পেরোতে চললেও এখনও গঙ্গা ভাঙন রোধের কাজ শুরু হয়নি

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ২৮ মার্চ ঃ শুখা মরশুম পেরোতে চললেও এখনও গঙ্গা ভাঙন রোধের কাজ শুরু হয়নি । ফলে ঘুম ছুটেছে গঙ্গাপাড়ের মানুষজনের। কালীপুজোর পর থেকে বর্ষা শুরুর আগে পর্যন্ত শুখা মরশুম হিসাবে বিবেচিত হয় । রতুয়া এক নম্বর ব্লকের গঙ্গা ভাঙন দুর্গত মহানন্দটোলা ও বিলাইমারি গ্রাম পঞ্চায়েতের মানুষজন অনেকদিন ধরেই দাবি জানাচ্ছেন, শুখা মরশুমে গঙ্গাভাঙন রোধের কাজ করা হোক । তাতে মাটি কিছুটা বাঁচবে। কিন্তু তাঁদের অভিযোগ, তাঁদের দাবিকে কোনও গুরুত্বই দেয় না প্রশাসন। গত বছর ভাঙন রোধের কাজ হয়নি। এবার এখনও পর্যন্ত সেই কাজ শুরু হয়নি। শুরু যে হবে তারও কোনও নিশ্চয়তাও নেই। মহানন্দটোলা গ্রাম পঞ্চায়েতের শ্রীকান্তটোলা গত বছরের ভাঙনে প্রায় নিশ্চিহ্ন। এখন গোটা দশেক ঘর রয়েছে পুরো গ্রামে। একজন গ্রামবাসী জানান, দু'বছর ধরে আমরা আশা করে রয়েছি ভাঙন রোধের কাজ হবে। কিন্তু কোনও কাজ হয় না। প্রশাসন কিংবা সরকার আমাদের কিছুই দিচ্ছে না। আমাদের আর কী চাওয়ার আছে ? আমাদেরও ঘর আর গ্রাম ছেড়ে অন্য কোথাও আশ্রয় নিতে হবে । মন্দির থেকে এখন নদীর দূরত্ব ২৫ মিটারের বেশি নয়। ৫০ মিটার দূরে মুলিরামটোলা প্রাথমিক স্কুল। এবার স্কুলটাও আর থাকবে কি না সন্দেহ রয়েছে। কালীপুজোর পর থেকে ভাঙন রোধের কাজ করার ভালো সময়। ছ'মাস শুখা মরশুম চলে। এখন সময় পেরোতে চলছে। আর কবে ভাঙন রোধের কাজ করবে। শ্রাবণ মাসে ? যখন নদী পাড় কাটবে, বন্যা হবে, তখন ? এখনই সেই কাজ করার সময়। চৈত্র মাস শুরু হয়ে গিয়েছে। বৈশাখ আসছে। এখনও কাজ শুরু করলে কিছুটা রক্ষা ছিল । প্রশাসন শুধু তারিখ দিয়ে চলেছে। ভাঙন রোধের কাজ হবে কি না তা নিয়ে মমতাদিদি কিংবা মোদিদাদা এখনও কোনও সিদ্ধান্ত নিতে পারেননি। কারও কোনও চিন্তা নেই। বাড়ি পড়ছে, পড়ুক। লোক মরছে, মরুক। স্থানীয় নেতার পয়সা হচ্ছে, হোক। মোদ্দা কথা, মানুষ মরছে আর নেতার পয়সা হচ্ছে। এখনও পর্যন্ত ভাঙন রোধের কোনও কাজই হয়নি । কেউ কেউ বলছে, এখানে নাকি ২১ কোটি টাকার কাজ হয়েছে । অথচ মাত্র ২১টা বস্তা নদীতে পড়ে রয়েছে । তাঁর কথায়, এখনই কাজ করার সময় । কিন্তু এখনও কাজ হচ্ছে না । যখন ভাদ্র মাসে বন্যা আসবে, তখন এমএলএ, এমপি আসবে। গালে হাত দিয়ে কথা বলবে। মানুষকে দেখিয়ে কয়েক কোটি টাকার কাজ করাবে। সামান্য টাকার কাজ করিয়ে বাকি টাকা নিজেদের পকেটে ঢোকাবে। এই টাকা নেতা থেকে শুরু করে ইঞ্জিনিয়ার, অফিসার, সবার পকেটে যাচ্ছে । দেশের সংবিধান অনুযায়ী ভারতের মানুষকে রক্ষা করার দায়িত্ব কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের । কিন্তু এরা বড়লোকের সরকার । একটা বড় কোম্পানির লোক রাস্তা দিয়ে হাঁটলে ওর পিছনে ১০টা পুলিশ থাকবে। কিন্তু সাধারণ মানুষ বিপদে পড়লেও তার পিছনে কেউ থাকবে না। এটা ভারতের কী ধরনের সংবিধান ? সংবিধান শুধু কি নামেই ? কাজের জন্য কি সংবিধান লেখানো হয়নি ? গরিবের জন্য সংবিধান উল্টো হচ্ছে। প্রশাসন এখন শুধু বড়লোকের জন্য, গরিবের জন্য নয় । সেচ দফতরের প্রতিমন্ত্রী সাবিনা ইয়াসমিন অবশ্য আশ্বাস দিয়েছেন, শুখা মরশুমেই ভাঙন রোধের কাজ হবে। ইতিমধ্যে তার পরিকল্পনা তৈরি হয়ে গিয়েছে । কয়েকদিনের মধ্যেই সেই কাজে হাত দেওয়া হবে ।

# অস্বাভাবিক মৃত দেহ উদ্ধার

দুরন্ত বার্তা, নলহাটি, ২৮ মার্চ ঃ এক অস্বাভাবিক মৃতদেহ উদ্ধার ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়ালো নলহাটিতে। ঘটনাটি ঘটেছে ২৮ মার্চ শুক্রবার আনুমানিক সকাল ৭ টা নাগাদ। এদিন নলহাটি দুই নম্বর ব্লকের তিরোলা গ্রামের কাছে ১৪ নম্বর জাতীয় সড়কের পাশে উদ্ধার হয় এক ব্যক্তির মৃতদেহ। মৃতের নাম মোঃ আফতাউদ্দিন । বাড়ি পাশের গ্রাম ভগলদিঘি। জানা যায়, মুর্শিদাবাদের পলসন্ডার কাছে বিদ্যুতের পাওয়ার হাউসে সিকিউরিটি গার্ডের কাজ করতেন তিনি। সকালবেলা কাজ শেষে মোটরসাইকেল চেপে বাড়ি ফেরার পথে তিরোলা বাসস্ট্যান্ডের কাছে জাতীয় সড়কের ধারে এলাকাবাসীরা তার মৃতদেহ পরে থাকতে দেখে। খবর দেওয়া হয় নলহাটি থানার লোহাপুর ক্যাম্পের পুলিশকে। দ্রুত ঘটনার স্থলে পৌঁছে যায় পুলিশ উদ্ধার করে প্রথমে লোহাপুর ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে পাঠানো হলে সেখান থেকে তাকে রামপুরহাট মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়। সেখানে তাকে মৃত বলে ঘোষণা করা হয়। তবে কিভাবে মৃত্যু হয়েছে তার সঠিক তথ্য পাওয়া যায়নি। এলাকায় ও পরিবারে নেমে এসেছে শোকের ছায়া। ঘটনার তদন্তে পুলিশ।


**OFFICE OF THE COUNCILLORS OF MURSHIDABAD MUNICIPALITY**
LALBAGH, P.O. & DIST.- MURSHIDABAD, PIN-742149
e-mail Id: murshidabadmunicipality@gmail.com
Office Phone & Fax No:-03482-270232
**NOTICE INVITING e-Tender**
e-Tender are invited through online Bid System under Following Tender **(NIeT) No: 489/MM/NIeT/2024-25 and, Dated: 28-03-2025.** The last date for online submission of tender is **11-04-2025(Tuesday) up to 12:00 Hours**. For details please visit website **https://wbtenders.gov.in**
**Sd/- Chairman, Murshidabad Municipality**

**জৌগ্রাম গ্রাম পঞ্চায়েত**
(জামালপুর পঞ্চায়েত সমিতির আওতায়)
গ্রাম+পোষ্ট - জৌগ্রাম, থানা-জামালপুর, জেলাঃ পূর্ব বর্ধমান, পিনঃ ৭১৩১৬৬
**ই টেন্ডার আহ্বান করে বিজ্ঞপ্তি**
প্রধান, জৌগ্রাম গ্রাম পঞ্চায়েত্ জেলা পরিষদ, পিডব্লুডি, সিপিডব্লুডি এবং অনুরূপ অন্যান্য সরকার কর্তৃক নিবন্ধীকৃত কো-অপারেটিভ সোসাইটি ও অনুরূপ কাজ করার অভিজ্ঞতা আছে এমন ইঞ্জিনিয়ারদের দ্বারা পরিচালিত প্রকৃত সম্পদশালী এবং অভিজ্ঞ কন্ট্রাক্টরদের কাছ থেকে নিম্নলিখিত ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছেঃ **Nit no-25/24-25 ( Jau/317) Dated 28.3.2025.** বিস্তারিত শর্তাবলী জৌগ্রাম গ্রাম পঞ্চায়েতের অফিসের নোটিশ বোর্ড এবং **www.wbtender.com**-তে উপলব্ধ। বিস্তারিত জানতে যে কোনো কার্যদিবসে সকাল ১০টা থেকে বিকেল ৫টার মধ্যে গ্রাম পঞ্চায়েত অফিসে যোগাযোগ করুন।
স্বাক্ষর
প্রধান
জৌগ্রাম গ্রামপঞ্চায়েত

**e-Tender Notice**
e-tender are invited by Prodhan, Eral Gram Panchayat under Aus-II PANCHAYAT SAMITY, Dist. Purba Bardhaman, from resourceful/bonafide contractors with experience and requisite credential vide **NIeT No- EGP/195 Dt-28/03/2025**. Last Dt. of application **04/04/2025 up to 18:00 IST.** For details visit the website **https://www.wbtenders.gov.in**
**Sd/- Prodhan**
**Eral Gram Panchayat**

**লামডিং মণ্ডলে য়ার্ডের উন্নতকরণ**
**ই-টেণ্ডার নোটিস সংখ্যা. এলএমজি/ইএনজিজি/২৩ অফ ২০২৫ তারিখঃ ২৬-০৩-২০২৫।** নিম্নলিখিত কাজের জন্যে নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেণ্ডার আহ্বান করা হয়েছে। **আইটেমের সংক্ষিপ্ত বিবরণঃ** জ্যেষ্ঠ ডিইএন/IV/লামডিং অধিক্ষেত্রের অধীনের লামডিং-ফরকাটিং জংশন খণ্ডের চুঙ্গাজান, নাওজান, সরুপথার, বরপথার, ভিলগাওঁ ষ্টেশনে ৬০ কেজি সিটিআর (পি) দ্বারা চুঙ্গাজান য়ার্ডে (২৭৯/৬-২৮০/৪ কিলোমিটারের এল/১ এবং এল/৩)/(১.৬ কিলোমিটার), নাওঁজান য়ার্ডে (২৮৭/১-২৮৭/৯ কিলোমিটার)/(এল-১ এবং এল৩)/(১.৬ কিলোমিটার), সরুপথার য়ার্ডে (২৯৫/৯-২৯৬/৮ কিলোমিটার)/(এল-১/ (০.৯ কিলোমিটার), বরপথার য়ার্ডে (৩০৫/১-৩০৬/০/ কিলোমিটার) (এল-১, এল-২ এবং এল-৩)/(২.৭ কিলোমিটার), ভিলগাওঁ য়ার্ডে (৩১৩/১-৩১৩/৯ কিলোমিটার) /(০.৮ কিলোমিটার) (সর্ব্বমোট ৭.৬ কিলোমিটার) এর য়ার্ডের উন্নতকরণ এবং ১২ তে ১, ৮.৫ তে ১ এর বিজি থ্রো টার্ণ আউট নবীকরণ এবং চুঙ্গাজানে (৪ সেটের পয়েন্ট নং. ১০২, ১০৪, ১২২, ১২৪), নাওঁজানে ( ৪ সেটের পয়েন্ট নং. ১০২, ১০৪, ১১২, ১১৪), সরুপথারের ৪ সেট (পয়েন্ট নং. ১৩ x, ১৪ x, ১৩, ১৪) বরপথারের ১০ সেট (১১, ১১এ ১২, ১২এ, ১৩, ১৩এ, ১৪, ১৪এ, ১৭, ১৭x), ভিলগাওঁ এর ২ সেট (১৩এ ১৪এ) সর্ব্বমোট ২৪ সেটের ভিরেইলিং সুইচ (দুটি প্যাকেট ব্যবস্থা)। **টেণ্ডার রাশিঃ** ১৩,২০,১৪,০৬৭.৮২/- টাকা। **বায়না রাশিঃ** ৮,১০,১০০/- টাকা। **টেণ্ডার বন্ধ হওয়ার তারিখ এবং সময়ঃ ২২-০৪-২০২৫** তারিখের **১৫.০০** ঘন্টায় এবং **খোলা যাবেঃ ২৩-০৪-২০২৫** তারিখের **১৫.০০** ঘন্টায়। উপরোক্ত ই-টেণ্ডারের টেণ্ডার প্র-পত্রের সঙ্গে সম্পূর্ণ বিবরণ আগামী **২২-০৪-২০২৫** তারিখের **১৫.০০** ঘন্টা পর্যন্ত **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।
**ডিআরএম (ডব্লিউ), লামডিং**
**উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে**
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"


**বিজ্ঞপ্তি**
**মোকাম বনগ্রাম ডিস্ট্রিক্ট ডেলিগেট আদালত, উত্তর ২৪ পরগণা**
**মিস সাকসেশন - ২৭/২০২৪**

দরখাস্ত কারিগণ: (১) শ্রীমতী সরস্বতী ঘোষ, স্বামী মৃত গৌর ঘোষ ওরফে গৌর চন্দ্র ঘোষ, সাং- রাইসমিল, পোঃ ও থানা- গোপালনগর, জেলা- উত্তর ২৪ পরগণা, পিন - ৭৪৩২৬২, (২) শ্রীমতী কৃষ্ণা হালদার, স্বামী অমর হালদার, পিতা মৃত গৌর ঘোষ ওরফে গৌর চন্দ্র ঘোষ, সাং- ব্যারাকপুর, চারমাইল, পোঃ ও থানা- গোপালনগর, জেলা- উত্তর ২৪ পরগণা, পিন- ৭৪৩২৬৩, (৩) শ্রীমতী ঝর্ণা ঘোষ, স্বামী- স্বপন কুমার রায়, পিতা মৃত গৌর ঘোষ ওরফে গৌর চন্দ্র ঘোষ, সাং- রাঘবপুর, পোঃ- নেপালগঞ্জ, থানা- বিষ্ণুপুর, জেলা- দক্ষিণ ২৪ পরগণা, কলকাতা- ৭০০১০৩, (৪) শ্রীমতী তপু ঘোষ, স্বামী স্বাধীন ঘোষ, পিতা- মৃত গৌর ঘোষ ওরফে গৌর চন্দ্র ঘোষ, এতদ্বারা সর্ব সাধারণকে জানানো যাইতেছে যে, উক্ত দরখাস্ত কারিগণ স্বর্গীয় গৌর ঘোষ ওরফে গৌর চন্দ্র ঘোষ, পিতা- মৃত বিষ্ণুপদ ঘোষ, সাং রাইসমিল, পোঃ ও থানা- গোপালনগর, জেলা- উত্তর ২৪ পরগণা, পিন- ৭৪৩২৬২, দ্বারা ত্যক্ত i) Rs. 7,00,000/- MIS being A/C No. 015020MP00001002. Dated 18/11/2022 at Punjab National Bank, Gopalnagar Branch, ii) Rs. 5,00,000/- MIS being A/C No. 015020MP00000964, Dated 04/11/2022 at Punjab National Bank Gopalnagar Branch, iii) Rs. 30,00,000/- MIS being A/C No. 015020MP00000955, Dated 04/11/2022 at Punjab National Bank Gopalnagar Branch, iv) Rs. 1,82,409.41/- at Savings Account being no. 0150010080519, Punjab National Bank, Gopalnagar Branch, এখানে সর্বমোট Rs.43,82,409.41/- টাকা স্বত্বাধিকার/স্বত্বাধিকারি পাইবার জন্য অত্র আদালতে Succession মোকদমা দাখিল করিয়াছেন। ইহাতে কাহারো কোন প্রকার আপত্তি থাকিলে অত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে আদালতে আপত্তি দাখিল করিবেন। অন্যথায় আইন আমলে আসিবে।

স্বাঃ/-
তারক দাস, সেরেস্তাদার
মোকাম বনগ্রাম ডিস্ট্রিক্ট ডেলিগেট আদালত


**পূর্ব রেলওয়ে**
**টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং ঃ ইএনজিজি-১১/২৪-২৫ (ওপেন) তারিখ ঃ ২৫.০৩.২০২৫ (ক্যাপিটাল টেন্ডার)।** চিফ ওয়ার্কস ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, কাঁচরাপাড়া ওয়ার্কশপ, ক্যারেজ/লোকো কমপ্লেক্স, উত্তর ২৪ পরগনা, ডাকঘরঃ কাঁচরাপাড়া, পিন- ৭৪৩১৪৫ নিম্নলিখিত কাজের জন্য পূর্বে বিশেষত রেলওয়ে/ সিপিডব্লুডি/ পিডব্লুডি/এমইএস/সেচ অথবা অন্য যে কোনও সরকার অধীনস্থ সংস্থায় সমপ্রকৃতির কাজ সম্পাদন করে থাকা পর্যাপ্ত অভিজ্ঞ এবং আর্থিক ক্ষমতাসম্পন্ন নামী কন্ট্রাক্টরদের থেকে **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটের মাধ্যমে ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন। **ক্রমিক নং.১, টেন্ডার নং.ঃ ডব্লুটি-২৭-২৪-২৫,কাজের বিবরণঃ** কাঁচরাপাড়া ওয়ার্কশপেঃ শপ-২৪-এর স্টোরের ব্যবস্থা এবং গোডাউনের ফ্লোরের উচ্চতা বৃদ্ধি। **টেন্ডার মূল্যঃ** ৫২,১৮,১৩৭.৮৬ টাকা। **বায়না মূল্য/বিড সিকিউরিটি * ঃ** ১,০৪,৪০০ টাকা। **ক্রমিক নং.২, টেন্ডার নং.ঃ ডব্লুটি-২৮-২৪-২৫,কাজের বিবরণঃ** কাঁচরাপাড়া ওয়ার্কশপে- কনফারেন্স রুম এবং অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ অফিসের সামনে লো শেডের ব্যবস্থা। **টেন্ডার মূল্যঃ** ১৬,০৮,০১০.৮৯ টাকা। **বায়না মূল্য/বিড সিকিউরিটি * ঃ** ৩২,২০০ টাকা। **টেন্ডার নথিপত্রের মূল্য (অফেরৎযোগ্য)ঃ** শূন্য (ক্রমিক নং ১ ও ২-এর জন্য)। **এলওএ ইস্যুর তারিখ থেকে সম্পূর্ণ করার সময়সীমাঃ** ৯ মাস (ক্রমিক নং ১-এর জন্য) ও ৬ মাস (ক্রমিক নং ২-এর জন্য)। **টেন্ডার খোলার তারিখ এবং সময়ঃ** ২১.০৪.২০২৫। *রেলওয়ে বোর্ড ভাইড লেটার নং ২০২০/সিই-১/সিটি/৩ই/জিসিসি/পলিসি, তারিখ ৩০.১২.২০২০ অনুযায়ী নির্দেশ দেওয়া আছে যে ৩১.১২.২০২১ তারিখ পর্যন্ত যে কোনও কাজের টেন্ডারের জন্য কোনও প্রকার ইএমডি গ্রহণ করা যাবে না। কিন্তু, আজ পর্যন্ত এই ধরণের পরবর্তী নির্দেশ না থাকায়, ইএমডি সিস্টেম ফেরৎ দিয়ে দেওয়া হয়েছে। কাজের পরিধি সাংকেতিক মাত্র। অবশ্য, বিস্তারিত বিবরণ ইন্ডিয়ান রেলওয়ে ই-টেন্ডারিং সাইট (আইআরইপিএস) অর্থাৎ **https://www.ireps.gov.in**-তে দেখা যাবে। **বিজ্ঞাপনের সময়সীমাঃ** এই সময়ে টেন্ডারে অংশগ্রহণের জন্য সকল তথ্য পাওয়া যাবে কিন্তু প্রস্তাব জমা করা যাবে না। **প্রস্তাব জমার সময়সীমাঃ** টেন্ডার খোলার পনেরো দিন আগে থেকে যখন টেন্ডারদাতারা নিজেদের প্রস্তাব জমা করতে পারবেন। **২১.০৪.২০২৫ তারিখ দুপুর ২ টোয়** টেন্ডার বন্ধ হবে এবং টেন্ডার খোলার আধিকারিক এবং নেট অ্যাক্সেসিবিলিটি উপলব্ধতা অনুযায়ী ওই তারিখেই দুপুর ২.৩০ মিনিটের পরে যে কোনও সময় টেন্ডার খোলা হবে।
MISC-402/2024-25
পূর্ব রেলওয়ে ওয়েবসাইটঃ www.er.indianrailways.gov.in/ www.ireps.gov.in -এও টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে
আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

**RITES LIMITED** (A Govt. of India Enterprise)
RITES THE INFRASTRUCTURE PEOPLE
Shikhar, Plot No.1, Sector-29, Gurgaon – 122001
CIN : L74899DL1974GOI007227
**Engagement of professionals for the following post(s) / discipline(s) through interview at RITES Office / Online.**

| VC No. | Individual Consultant Post | No. of Posts | Consolidated Payment for Services (in Rs. P.M.) | Mode & Date of Interview |
|---|---|---|---|---|
| YP/08/25 | Equipment Planning Expert (International) | 01 | 2,40,000/- | Mode:Online/ Physical Date – 15th to 17th April, 2025 |
| YP/09/25 | Document Specialist (Equipment) | 01 | 2,20,000/- | |

For details regarding how to apply, venue, selection process and other T&Cs., candidates may see the detailed advertisement posted on RITES website **www.rites.com** under Career Section. **(Last date of receipt of online application is 15.04.2025, 11:00 PM)**

**গুজরাট এনআরই কোক লিমিটেড-অবসানের পথে**
**নিলামের জনসাধারণের বিজ্ঞপ্তি**
নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক এতদ্বারা জনসাধারণের উদ্দেশ্যে বিজ্ঞপ্তি প্রদান করা হচ্ছে যে, **গুজরাট এনআরই কোক লিমিটেডের** মালিকানাধীন নিম্নোক্ত সম্পদ এবং জিনিসপত্র - **লিকুইডেশনে (জিএনসিএল)**, নীচে উল্লেখিত শর্তাবলী অনুসারে **'ই-নিলামের মাধ্যমে'** বিক্রি করা হচ্ছে। বিক্রয়টি কোনও ওয়ারেন্টি বা ক্ষতিপূরণ ছাড়াই।

| | | |
|---|---|---|
| ১. | নিলামের তারিখ এবং সময় | সোমবার, ২৮ এপ্রিল, ২০২৫, সকাল ১১.০০ টা থেকে বিকাল ৫.০০ টা পর্যন্ত। প্রতিটি নিলামের সময়সীমা ৫ মিনিট পর্যন্ত সীমাহীনভাবে বাড়ানো হবে অর্থাৎ নিলাম শেষ হওয়ার আগের ৫. মিনিটের মধ্যে যদি কোনও বিড করা হয় তবে ই-নিলামের শেষ সময় প্রতিবার ৫ মিনিট বাড়ানো হবে। |
| ২. | বিক্রয়ের জন্য সম্পদ জিনিসপত্র | **ব্লক এঃ** ১,৬৮,০০৩.০০ বর্গমিটার জমি (এর মধ্যে কাঠামো সহ) যার মধ্যে রয়েছে প্লট নং ৫৮৭ থেকে ৫৯১ এবং ৫৯৪ থেকে ৫৯৮, কেআইএডিবি, শিল্প এলাকা, বেলুড়, ধরওয়াদ- ৫৮০০১১, কর্ণাটক। **ব্লক বিঃ** তালিকাভুক্ত নয় এমন ইক্যুইটি শেয়ারে বিনিয়োগ **ব্লক সিঃ** বর্তমানে লিকুইডেটরের দখলে থাকা ১৫ একর খালি জমির উপর লিজহোল্ড অধিকার হস্তান্তর। (যেহেতু উক্ত জমির লিজের মেয়াদ ইতিমধ্যেই শেষ হয়ে গেছে, তাই সফল দরদাতার কাছে যেকোনো হস্তান্তরের জন্য ইজারাদাতা এবং অন্যান্য প্রাসঙ্গিক কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে প্রয়োজনীয় সমস্ত অনুমোদন এবং সম্মতি গ্রহণ করতে হবে, যা সফল দরদাতার একমাত্র দায়িত্ব হবে।) **জমির বিবরণঃ** বেলুড় শিল্প এলাকায় প্লট নং ৬০১, ৬০২ এবং ৬০৩, যা হুবলি, গরগ, তালুক ধরওয়াদ, জেলা ধারওয়াদের মুম্মিগাট্টি গ্রামের সীমানার মধ্যে অবস্থিত, সিনিয়র নং ১১১-(পি), ১১২-(পি) এবং ১১৫-(পি) এর অন্তর্গত। (বিস্তারিত জানার জন্য, অনুগ্রহ করে www.gujaratnrecoke.com ওয়েবসাইটে প্রক্রিয়া স্মারকলিপি দেখুন) |
| ৩. | রিজার্ভ মূল্য | **ব্লক এঃ** আইএনআর ৩৩,৩২,৩৩,১৯০- (ত্রিশ কোটি টাকাবত্রিশ লক্ষ তেত্রিশ হাজার একশ নব্বই মাত্র) **ব্লক বিঃ** আইএনআর ৯২,১৯,৬৬৯- (ত্রিশ লক্ষ উনিশ হাজার ছয়শ উনষট্টি টাকা মাত্র) **ব্লক সিঃ** আইএনআর ৩,৭৫,০০,০০০- (ত্রিশ কোটি পাঁচাত্তর লক্ষ টাকা মাত্র) |
| ৪. | ইমেস্ট মানি ডিপোজিট | ব্লক এঃ ৩,৩০,০০,০০০- টাকা (মাত্র তিন কোটি ত্রিশ লক্ষ টাকা) ব্লক বি ঃ ৯,০০,০০০- টাকা (মাত্র নয় লক্ষ টাকা) ব্লক সিঃ ৩৭,৫০,০০০- টাকা (মাত্র সাঁইত্রিশ লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা) |
| ৫. | নিলামে অংশগ্রহণ করা | সকল আগ্রহী ক্রেতাকে www.gujaratnrecoke.com ওয়েবসাইটে থাকা প্রাসঙ্গিক এবং প্রযোজ্য শর্তাবলী বা প্রক্রিয়া স্মারকলিপি (যেখানে প্রযোজ্য) মেনে চলতে হবে। |
| ৬. | যোগ্যতার নথি জমা দেওয়ার শেষ তারিখ | সোমবার, ১৪ এপ্রিল, ২০২৫ |
| ৭. | যোগ্য দরদাতার ঘোষণা | বুধবার, ১৬ এপ্রিল, ২০২৫ |
| ৮. | ইএমডি জমা দেওয়ার শেষ তারিখ | ২৫ এপ্রিল, ২০২৫, শুক্রবার সন্ধ্যা ৭.০০ টায় বা তার আগে |

আগ্রহী সকল দরদাতাদের কেবলমাত্র ইমেলের মাধ্যমে নিম্নমানের দরদাতাদের সাথে যোগাযোগ করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। liquidator.gncl@gmail.com liquidator.gncl@decoderesolvency.com ঠিকানায় ই-মেইল করুন।
সুমিত বিনানী
লিকুইডেটর
স্থানঃ কলকাতা
sumt_binani@hotmail.com
তারিখঃ মার্চ ২৯, ২০২৫ IBBI রেজিস্ট্রেশন নম্বর: IBBIIPA-001IP-N000052016-1710025

**DHANIAKHALI-I GRAM PANCHAYAT**
**NOTICE INVITING e-TENDER**
e-Tenders are being invited from eligible contractors for **pukka drain construction** works under CFCG 15" FC Fund vide following IDs

| e-Tender ID No | Bid Submission End Date & Time |
|---|---|
| 2025_ZPHD_832018_1 | 11-April-2025 05:00 PM |

For details visit website **https//wbtenders.gov.in**
For any other query please visit the office of undersigned in working hours.
Sd/- Pradhan
Dhaniakhali-I Gram Panchayat.

**RAMJIBONPUR MUNICIPALITY**
**Corrigendum**
Corrigendum No. 07 Dated: 28.03.2025
Ref. e-NIT No. 12 Dated: 12.03.2025.
Regarding Documents download/sell end date (Online), Bid submission end date (Online), Opening of Technical Proposal(Online) for NIT No. 12 Dated: 12.03.2025.Sl No. 3 Tender Ref. no. :WBMAD/ULB/RM/CM/NIT-12/2024-25,Tender ID :2025_MAD_826811_3, Last date & time for submission of bid through online is 07.04.2025 upto 2:00 P.M. The details will be available on websites: www.wbtenders.gov.in (or) www.etender.wb.nic.in or www.ramjibonpurmunicipality.org.in and Office Notice Board.
**Sd/- Chairman,**
**Ramjibonpur Municipality**

**হাওড়া পৌর নিগম**
ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ
৪, মহাত্মা গান্ধী রোড, হাওড়া- ৭১১১০১
ফোন ঃ ২৬৩৮ ৩২১১ / ১৩, ফ্যাক্সঃ ২৬৪১ ২২১৪ / ৫৮৪৬ / ৫২১৮
নং.ঃ সিএন / ইডি / এস এণ্ড ডি / ২৮ / ২০২৪-২০২৫ তারিখ ঃ২৬.০৩.২০২৫
**সংশোধনী**
রেফারেন্স এনআইটি নংঃ ডব্লুবি-এইচএমসি / টিএন / ইডি / এস এণ্ড ডি / ২৬ / ২০২৪-২০২৫ তারিখঃ০১.০৩.২০২৫
সময়সূচীটি নিম্নরূপে সংশোধিত হচ্ছেঃ

| ক্রম নং. | বিবরণ | বিজ্ঞপ্তিকৃত তারিখ ও সময় | সংশোধিত তারিখ ও সময় |
|---|---|---|---|
| ০৭ | দরপত্র জমা দেওয়ার সমাপ্তি (অনলাইন) | ২৬.০৩.২০২৫ বিকাল ৫.০০ | ০৪.০৪.২০২৫ বিকাল ৫.০০ |
| ০৮ | প্রথম পর্ব খোলার তারিখ প্রস্তাব (অনলাইন) | ২৯.০৩.২০২৫ দুপুর ২.০০ | ০৭.০৪.২০২৫ দুপুর ২.০০ |
| ০৯ | টেকনিক্যালি যোগ্য দরদাতাদের তালিকা আপলোডের তারিখ (অনলাইন) | সূচিত করা হবে পরে | কোন পরিবর্তন নেই |
| ১০ | আর্থিক প্রস্তাব খোলার তারিখ (অনলাইন) | সূচিত করা হবে পরে | কোন পরিবর্তন নেই |

উপরোক্ত দরপত্রের অন্যান্য সকল শর্তাবলী অপরিবর্তিত থাকবে।
২১১ (৩) / ২৪-২৫
২৮.৩.২৫
এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার (এস এণ্ড ডি)
হাওড়া পৌরনিগম

**NIT No.: 10/MGP/E-Tender/NIT 10/2024-25 Dated-28-03-2025**
**E-Tender ID:- 2025_ZPHD_831249_1** Sinking of New Tubewell near the Nagendra SSK at mouja Baliara sansad no XVIII, UNDER MOUSHUNI GP 15 th FC. **E-Tender ID:- 2025_ZPHD_831249_2** Sinking of New Tubewell near the House of Shatrughna Dhauriya, Sansad-V, UNDER MOUSHUNI GP 15 th FC. Last date of online bid submission is **07-04-2025 up to 11 A.M.** Details on **www.wbtenders.gov.in.**
**Sd/- Pradhan**
**Moushuni Gram Panchayat**
**Namkhana, South 24 Pgs.**

**Cooch Behar Municipality**
**TENDER NOTICE**
The Chairman of Cooch Behar Municipality invites e-tender for "RENOVATION WORK OF SECOND FLOOR OF SREE SREE KARUNAMOYEE SCHOOL AT ASHRAM ROAD, UNDER COOCH BEHAR MUNICIPALITY"
vide Tender Id: 2025_MAD_831646_1
Estimated Cost — Rs. 11,22,607.86
Submission end date-14/04/2024
Details information will be available from the website —
(i) **http://wbtenders.gov.in**
**(ii) wwww.coochbeharmunicipality.conn**
Sd/-
**Chairman,**
**Cooch Behar Municipality.**

**পূর্ব রেলওয়ে**
সিনিয়র ডিভিসনাল ইঞ্জিনিয়ার/সি/হাওড়া, পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া, রেলওয়ে স্টেশনের নিকটে ডিআরএম বিল্ডিং, হাওড়া-৭১১১০১ নিম্নলিখিত কাজের জন্য সেচ/সিপিডব্লুডি/এসইবি/এমইএস অথবা যে কোনও সরকার অধীনস্থ সংস্থার সাথে রেজিস্টার্ড সহ সমপ্রকৃতির কাজে অভিজ্ঞতা এবং প্রয়োজনীয় আর্থিক ক্ষমতা আছে এরূপ টেন্ডারদাতাদের থেকে অনলাইনে ই-টেন্ডার আহ্বান করছেনঃ সিনিয়র ডিইএন/এইচকিউ/হাওড়ার অধীনে। **ই-টেন্ডার নংঃ ৩৮৫_২০২৪-২৫, কাজের বিবরণঃ** (১) এইএন/এইচকিউ/হাওড়ার অধীনে বিএমজি-তে ১৪০ বিডি ক্রেন কভারের জন্য রুফ শেড সম্প্রসারণের ব্যবস্থা (২) ইএলএস/হাওড়ায় শেড ফ্লোরের অন্যান্য আনুষঙ্গিক কাজ সহ লিকেজ রুফ শীট, ভ্যালি গাটার এবং রেন ওয়াটার পাইপ প্রতিস্থাপনের ব্যবস্থা (৩) হাওড়া ওল্ড স্টেশন কমপ্লেক্স এবং হাওড়া নিউ স্টেশন কমপ্লেক্সে অফিসার্স রেস্ট হাউজের (ওআরএইচ) জন্য ২টি প্যাসেঞ্জার লিফট্ প্রতিস্থাপন। **আনুমানিক ব্যয়ঃ** ৯৫,৩৯,৮৩৭.২৪ টাকা। **বায়নামূল্যঃ** ১,৯০,৮০০ টাকা। **টেন্ডার ফর্মের মূল্যঃ** ০.০০ টাকা। **সম্পূর্ণ করার সময়সীমাঃ** স্বীকৃতি পত্র ইস্যুর তারিখ থেকে ০৮ (আট) মাস । টেন্ডার আহ্বায়ক বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত বন্ধের তারিখে কোনও কারণে ছুটি/বনধ্/স্ট্রাইক ঘোষিত হলে অনলাইনে টেন্ডার বন্ধের তারিখ পরিবর্তিত হবে না কারণ টেন্ডার বন্ধের তারিখ এবং সময়ের পরে কোনও অফার জমা করার আবেদন আইআরইপিএস ওয়েবসাইট অনুমোদন করে না। অবশ্য অনলাইনে টেন্ডার পরবর্তী কাজের দিনে খোলা হবে। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ এবং সময়ঃ** ২৪.০৪.২০২৫ তারিখ দুপুর ২টো। টেন্ডারের বিস্তারিত বিবরণ **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে। উপরোক্ত ওয়েবসাইটে অনলাইনে তাঁদের অফার জমা করতে টেন্ডারদাতাদের অনুরোধ করা হচ্ছে। ইএমডি এবং টিডিসি প্রদান-ই-টেন্ডারিংয়ের সাপেক্ষে বায়নামূল্য জমা (ইএমডি) এবং টেন্ডার নথিপত্রের মূল্য কেবলমাত্র নেট ব্যাঙ্কিং অথবা পেমেন্ট গেটওয়ের মাধ্যমে গৃহীত হবে। **দ্রষ্টব্যঃ** আইআরইপিএস (ই-টেন্ডার পোর্টাল)-তে আহ্বান করা টেন্ডারের জন্য ইএমডি হিসাবে ফিক্সড ডিপোজিট রিসিপ্ট (এফডিআর) গৃহীত হবে না। কোনও ম্যানুয়াল অফার গৃহীত হবে না।
HWH-702/2024-25
পূর্ব রেলওয়ে ওয়েবসাইটঃ www.er.indianrailways.gov.in/www.ireps.gov.in – এও টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে
আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

# ঘরের মাঠেই বঞ্চিত কেকেআর, তবু বদলাবে না ইডেনের বাইশ গজ!

**দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৮ মার্চঃ** ইডেনের পিচে কোনও বদল হবে না, জানিয়ে দিলেন পিচ কিউরেটর সুজন মুখোপাধ্যায়। ঘরের মাঠের সুবিধা থেকে বঞ্চিত কলকাতা নাইট রাইডার্স। আরসিবির কাছে প্রথম ম্যাচ হারের পর এমনই দাবি উঠেছিল। স্পিন সহায়ক উইকেট হলে আইপিএলের শুরুতেই কেকেআরকে হয়তো হারতে হত না। তা নিয়ে যথেষ্ট ক্ষোভের মুখে পড়েছেন পিচ কিউরেটর সুজন মুখোপাধ্যায়। এই নিয়ে মুখ খুলেছেন প্রাক্তন প্লেয়াররা। কিন্তু নিজের অবস্থান থেকে বিন্দুমাত্র সরতে নারাজ ইডেনের পিচ কিউরেটর। যতই ক্ষোভ উগড়ে দিক, কেকেআর ইডেনে পাবে না তাদের মনপসন্দ পিচ। বিরাট কোহলির টিমের বিরুদ্ধে কার্যত একতরফা হারতে হয়েছিল নাইটদের। বিরাট হাফসেঞ্চুরি করে জেতান আরসিবিকে। দুই স্পিনার সুনীল নারিন ও বরুণ

চক্রবর্তী থাকা সত্ত্বেও কাজে লাগেনি। দুই কার্যকর স্পিনার থাকা সত্ত্বেও যদি বাইশ গজ স্পোর্টিং হয়, তাতে লাভ কী? এই প্রশ্ন অনেকেই তুলেছেন। কেকেআর ম্যানেজমেন্টও এই বিষয়ে অভিযোগ তুলেছিল। শোনা গিয়েছিল, ইডনের পিচ নিয়ে টিম ম্যানেজমেন্ট না-খুশ। এই প্রসঙ্গে প্রাক্তন কিউই পেসার সাইমন ডুল বলেছিলেন, ''এই সমস্যা সমাধান না হওয়া পর্যন্ত নিজেদের হোম ম্যাচ অন্যত্র সরিয়ে নিয়ে যাওয়া উচিত কেকেআর মানেজমেন্টের। তারা এই স্টেডিয়াম ব্যবহারের জন্য অর্থ দিয়ে থাকে, তাদের সম্পূর্ণ অধিকার আছে সেই মাঠে কী রকম পিচ হবে, তা নির্ধারণ করার।'' ডুল পিচ কিউরেটর সুজনকে ইঙ্গিত করে বলেন, ''কেকেআরকে পরামর্শ দেওয়া ওঁর কাজ নয়। উনি এর জন্য টাকা পান না।'' ক্রিকেট ধারাভাষ্যকার হর্ষ ভোগলে এই প্রসঙ্গে ক্রিকবাজকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে বলেন, ''নাইট অধিনায়ক এমন পিচ চায়, যেখানে স্পিনাররা সুবিধা পাবে। সেটা পিচ কিউরেটরের বোঝা উচিত। যখন রাজস্থান নিজের ঘরের মাঠে খেলে, তখন ওরাও কিন্তু বোলারদের কথা ভেবেই পিচ চায়। আমি যদি কেকেআর দলের সঙ্গে থাকতাম, আমিও চূড়ান্ত অখুশি হতাম। ঘরের মাঠের সুবিধা সব দলেরই পাওয়া উচিত। ঘরের মাঠের ম্যাচগুলিতে যদি জয় না তুলতে পারে, তবে অ্যাওয়ে ম্যাচগুলো কঠিন হয়ে যায় সেই দলের জন্য।''

# টেনিসের ইতিহাসে রেকর্ড গড়লেন জকোভিচ, টপকে গেলেন ফেডেরারকে

**মায়ামি, ২৮ মার্চঃ** মায়ামি ওপেনে নতুন রেকর্ড গড়লেন নোভাক জকোভিচ। সবচেয়ে বেশি বয়সী খেলোয়াড় হিসাবে কোনও এটিপি মাস্টার্স ১০০০ প্রতিযোগিতার সেমিফাইনালে উঠলেন তিনি। ৩৭ বছর ১০ মাস বয়সে এই কীর্তি স্থাপন করেছেন জকোভিচ। টপকে গিয়েছেন রজার ফেডেরারকে। ২০১৯ সালে ৩৭ বছর সাত মাস বয়সে ইন্ডিয়ান ওয়েলস এবং মায়ামি ওপেনের সেমিফাইনালে উঠেছিলেন ফেডেরার। বৃহস্পতিবার রাতে সেবাস্তিয়ান কোরদাকে ৬-৩, ৭-৬ গেমে হারিয়েছেন জকোভিচ। জয়ের পর জোরে চিৎকার করতে থাকেন সার্বিয়ার খেলোয়াড়। গ্যালারি থেকে তাঁর কোচ অ্যান্ডি মারেও আবেগ সামলে রাখতে পারেননি। ১০০তম এটিপি ট্যুর খেতাব থেকে জকোভিচ আর দু'টি জয় দূরে। ম্যাচের পর বলেছেন, ''গোটা প্রতিযোগিতাতেই দারুণ সার্ভ করেছি। তবে আজকের ম্যাচে দ্বিতীয় সেটে বেশি ভাল সার্ভ করেছি।'' টাইব্রেকারে দুটো পয়েন্টই বিজয়ী ঠিক করে দিয়েছে। সেমিফাইনালে গ্রিগর দিমিত্রভের বিরুদ্ধে খেলবেন জকোভিচ। এ দিকে, মহিলাদের সিঙ্গলসে বিশ্বের এক নম্বর ইগা শিয়নটেককে হারিয়ে চমকে দিয়েছিলেন উঠতি প্রতিভা আলেকজান্দ্রা এয়ালা। তাঁর দৌড় শেষ। সেমিফাইনালে জেসিকা পেগুলা তাঁকে ৭-৬, ৫-৭, ৬-৩ গেমে হারিয়েছেন।

# ‘ছাপরি’ বিদ্রুপ থেকে আবারও হিরো, হোমে ‘অ্যাওয়ে’ ম্যাচ হার্দিকের

**মুম্বই, ২৮ মার্চঃ** একটা বছর। পরিস্থিতি বদলেছে! কতটা? পুরোপুরি বোঝা যাবে শনিবার সন্ধ্যায়। আহমেদাবাদের গ্যালারি থেকে এবার বিদ্রুপ হয়তো নয়। ভালোবাসার বর্ষা নামতেই পারে। কথা হচ্ছে হার্দিক পান্ডিয়াকে নিয়ে। মুম্বই ইন্ডিয়ান্স ক্যাপ্টেন। কিন্তু আজ তাঁর প্রথম পরিচয় ঘরের ছেলে। হোম গ্রাউন্ডে অ্যাওয়ে ম্যাচ খেলবেন। ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগের অন্যতম সফল দল মুম্বই ইন্ডিয়ান্স। এই টুর্নামেন্টে পাঁচ বার ট্রফি জিতেছে মুম্বই। এই ফ্র্যাঞ্চাইজির হয়ে ট্রফির স্বাদ পেয়েছেন হার্দিক পান্ডিয়াও। ২০২২ সালে দল বদল হার্দিকের। ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগে নতুন দুটি দল যোগ হয়। আট থেকে দশ দলের টুর্নামেন্ট হয় ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগ। আর নতুন দল গুজরাট টাইটান্স নেয় হার্দিক পান্ডিয়াকে। হোম টিম। ক্যাপ্টেনও করা হয় হার্দিককেই। ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগের ইতিহাসে অভিষেকেই ট্রফি! মাত্র দুটো দলের এই রেকর্ড রয়েছে। প্রথমটা নিঃসন্দেহে রাজস্থান রয়্যালস। আইপিএলের উদ্বোধনী সংস্করণ অর্থা ২০০৮ সালে চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল তারা। দ্বিতীয় দল? গুজরাট টাইটান্স। ২০২২ সালে আইপিএলে অভিষেক হয় টাইটান্সের। হার্দিক পান্ডিয়ার নেতৃত্বে প্রথম মরসুমেই চ্যাম্পিয়ন। পরের বছর রানার্স। দুর্দান্ত সাফল্য। হার্দিক পান্ডিয়া নায়ক হয়ে উঠেছিলেন। কিন্তু গত মরসুমে তাসের ঘরের মতো ভেঙে পড়ে সব কিছু। নায়ক হয়ে ওঠেন খলনায়ক। আইপিএলের

গত মরসুমে হার্দিককে ক্যাপ্টেন রেখেই রিটেনশন তালিকা প্রকাশ করেছিল টাইটান্স। যদিও কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই পরিস্থিতি বদলে যায়। ট্রেডিংয়ে মুম্বই ইন্ডিয়ান্সে ফিরে যান হার্দিক পান্ডিয়া। যে দল থেকে উত্থান, সেই মুম্বই ইন্ডিয়ান্স তাঁকে ক্যাপ্টেনও করে। আর এখানেই সমস্যার শুরু। কিংবদন্তি রোহিত শর্মাকে হঠাৎই নেতৃত্ব থেকে সরিয়ে দেওয়া। হার্দিকের পাশাপাশি মুম্বই টিম ম্যানেজমেন্টের প্রতিও ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠেন সমর্থকরা। প্রতি ম্যাচেই বিদ্রুপ করা হয় হার্দিককে। মুম্বইয়ের হোম ম্যাচ অর্থাৎ ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়ামেও যেমন বিদ্রুপের শিকার হয়েছিলেন, তেমনই নিজের শহর আমেদাবাদের গ্যালারি থেকেও নানা বিদ্রুপ। এমনকি ছাপরি-ও বলা হয়েছে! টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ, চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি। দুটো আইসিসি টুর্নামেন্ট জিতেছেন দেশের হয়ে। হার্দিক আবারও হারানো জায়গা ফিরে পেয়েছেন। ওয়াংখেড়ের যে গ্যালারি বিদ্রুপ করেছিল, সেখানেই টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের সেলিব্রেশনে গ্যালারিতে হার্দিকের নামে জয়ধ্বনি। ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগের এ মরসুমে প্রথম ম্যাচে খেলতে পারেননি হার্দিক। স্লো ওভার রেটের নির্বাসন কাটিয়ে ফিরছেন মুম্বই ইন্ডিয়ান্স ক্যাপ্টেন। কাল গুজরাট টাইটান্সের বিরুদ্ধে আমেদাবাদে নামছেন হিরো হার্দিক। ওই যে কথায় আছে- যে সয়, সে রয়। হার্দিক সয়েছেন, রয়েছেন। খলনায়ক থেকে আবারও নায়ক হয়ে উঠেছেন। আমেদাবাদের গ্যালারি থেকে লক্ষাধিক ক্রিকেট প্রেমী সমস্বরে যদি হার্দিকের নামে জয়ধ্বনি দেন। জিতবেন হার্দিক, জিতবে ক্রিকেটও।

# মাথায় হাত ইন্টার কাশীর, পিছিয়ে পড়ল শিরোপা দৌড়ে

**জয়পুর, ২৮ মার্চঃ** আই-লিগ ২০২৫-এর জয়পুরে নিজেদের প্রথম প্রচারণ শেষ করল রাজস্থান ইউনাইটেড এফসি। শুক্রবার বিদ্যাধর নগর স্টেডিয়ামে তারা দিল্লি এফসি-কে ৩-১ গোলে পরাজিত করে টানা তৃতীয় জয় তুলে নিয়েছে। এই ম্যাচে রাজস্থানের হয়ে গোল করেছেন মাইকল কাব্রেরা (৫২') এবং মারতান্ড রায়না (৮৪'), যখন দিল্লির অধিনায়ক ভিক্টর কামহুকার (৪৫+৪') আত্মঘাতী গোলটি দিয়েছেন। দিল্লির পক্ষে একমাত্র গোলটি করেছেন তরুণ হৃদয় জৈন (৬৭')। এই হারের ফলে শিরোপার দৌড়ে ইন্টার কাশীর সম্ভাবনা আরও ক্ষীণ হয়ে গেছে, যারা এখন চাপে পড়েছে। প্রথমার্ধে রাজস্থান ইউনাইটেড আধিপত্য বিস্তার করে খেলা শুরু করে। দলের অধিনায়ক আলাইন ওয়ারজুন ম্যাচের শুরু থেকেই আক্রমণের কেন্দ্রে ছিলেন। এই স্প্যানিশ খেলোয়াড়ের দুটি শক্তিশালী ভলি গোললাইনে বাধা পায়-প্রথমটি দিল্লির অধিনায়ক ভিক্টর কামহুকা ব্লক করেন, এবং দ্বিতীয়টি ক্রসবারে লেগে ফিরে আসে। ৪৩তম মিনিটে মারতান্ড রায়না একটি ফ্রি-কিক থেকে গোল করলেও, সহকারী রেফারি এটি অফসাইডের কারণে বাতিল করে দেন। এক মিনিট পরে, উরুগুয়ের মাইকল কাব্রেরা দূর থেকে শট নেন, যা দিল্লির গোলরক্ষক লালমুয়ানসাঙ্গা বাঁচিয়ে দেন। প্রথমার্ধের শেষ মুহূর্তে রাজস্থান ভাগ্যের সাহায্যে এগিয়ে যায়। কিরগিজ মিডফিল্ডার বেকতুর আমানগেলদিয়েভ বক্সের বাইরে থেকে শট নেন, যা কামহুকার পায়ে লেগে দিক পরিবর্তন করে জালে জড়িয়ে যায়। এই আত্মঘাতী গোলের মাধ্যমে রাজস্থান ১-০ তে এগিয়ে যায়। দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতেই কাব্রেরা দলের লিড দ্বিগুণ করেন। ৫২তম মিনিটে তিনি গোলরক্ষক লালমুয়ানসাঙ্গার উপর দিয়ে বল চিপ করে দুর্দান্ত গোল করেন। ২-০ গোলে পিছিয়ে পড়ে দিল্লি মরিয়া হয়ে আক্রমণে যায়। ৬৬তম মিনিটে গোগোমসার গোয়ারি একটি সুযোগ পান, কিন্তু তার শট পোস্টের পাশ দিয়ে বেরিয়ে যায়। পরের মিনিটেই দিল্লি ব্যবধান কমায়। ক্যামেরুনের জুনিয়র এনকেঙ্গের শট রাজস্থানের গোলরক্ষক জেমস কিথান আটকানোর চেষ্টা করলেও বল হৃদয় জৈনের কাছে চলে যায়। এই তরুণ খেলোয়াড় কাছ থেকে জোরালো শটে গোল করে দিল্লিকে ২-১-এ ফেরান। এটি তার মরসুমের চতুর্থ গোল। ৮১তম মিনিটে দিল্লি আবার গোল করলেও তা বাতিল হয়। জেস্টিন জর্জের লম্বা থ্রো-ইন সরাসরি জালে ঢুকে যায়, কিন্তু নিয়ম অনুযায়ী থ্রো-ইন থেকে গোল গণ্য হয় না। রেফারি গোলকিকের সিদ্ধান্ত দেন। তবে, ৮৪তম মিনিটে রাজস্থান ম্যাচে শেষ পেরেক ঠোকে। ওয়ারজুনের নিখুঁত ক্রসে মারতান্ড রায়না হেড করে ৩-১ গোলে দলকে জয় নিশ্চিত করেন। এই জয়ের সঙ্গে রাজস্থান ইউনাইটেড জয়পুরে তাদের প্রথম আই-লিগ প্রচারণ শেষ করল। ঘরের মাঠে তারা মোট ১১টি ম্যাচ খেলে ৬টি জয়, ৩টি ড্র এবং ২টি হারের রেকর্ড গড়েছে। ২১ ম্যাচ শেষে ৩৩ পয়েন্ট নিয়ে তারা লিগে পঞ্চম স্থানে রয়েছে। অন্যদিকে, ইতিমধ্যে রেলিগেশন নিশ্চিত হওয়া দিল্লি এফসি এই মরসুমে ১৪তম হারের মুখ দেখল। ১৩ পয়েন্ট নিয়ে তারা লিগের তলানিতে থাকবে। রাজস্থানের এই জয় ইন্টার কাশীর শিরোপা জয়ের সম্ভাবনায় বড় ধাক্কা দিয়েছে। লিগের শীর্ষে থাকা দলগুলির সঙ্গে পয়েন্টের ব্যবধান কমানোর সুযোগ ছিল ইন্টার কাশীর কাছে, কিন্তু দিল্লির এই হার তাদের পরিকল্পনায় বাধা সৃষ্টি করেছে। রাজস্থানের ধারাবাহিক পারফরম্যান্স লিগের প্রতিযোগিতাকে আরও তীব্র করে তুলেছে। রাজস্থানের জয়ে মূল ভূমিকা পালন করেছেন মাইকল কাব্রেরা এবং মারতান্ড রায়না। কাব্রেরার দ্বিতীয়ার্ধের গোল দলকে শক্ত অবস্থানে নিয়ে যায়, আর রায়নার শেষ মুহূর্তের হেডার জয় নিশ্চিত করে। অধিনায়ক ওয়ারজুনের নেতৃত্ব এবং ক্রস প্রদানের দক্ষতা ম্যাচের ফলাফলে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। দিল্লির পক্ষে হৃদয়

জৈনের গোল তাদের একমাত্র সান্ত্বনা। তবে, ভিক্টর কামহুকার আত্মঘাতী গোল দলের হারের অন্যতম কারণ হয়ে দাঁড়ায়। রাজস্থান ইউনাইটেডের সমর্থকরা এই জয়ে উচ্ছ্বসিত। সোশ্যাল মিডিয়ায় একজন সমর্থক লিখেছেন, ডেজার্ট ওয়ারিয়র্স ঘরের মাঠে দুর্দান্ত খেলেছে। এই ফর্ম বজায় থাকলে আমরা শীর্ষে পৌঁছতে পারি। দিল্লির সমর্থকরা হতাশ হলেও হৃদয় জৈনের পারফরম্যান্সে ভবিষ্যতের আশা দেখছেন। আই-লিগ ২০২৫-এর এই পর্যায়ে প্রতিযোগিতা তুঙ্গে। রাজস্থানের এই জয় তাদের পঞ্চম স্থানে রাখলেও শীর্ষ দলগুলির সঙ্গে ব্যবধান কমানোর সুযোগ এখনও রয়েছে। দিল্লির জন্য এই মরসুম হতাশার হলেও, তরুণ খেলোয়াড়দের উত্থান ভবিষ্যতের জন্য আশার আলো। ইন্টার কাশীর শিরোপা জয়ের সম্ভাবনা এখন অন্য দলগুলির ফলাফলের উপর নির্ভর করছে। রাজস্থান ইউনাইটেডের এই জয় জয়পুরে তাদের প্রথম প্রচারণকে স্মরণীয় করে তুলেছে। দিল্লির বিরুদ্ধে ৩-১ গোলের এই জয় শুধু তাদের পয়েন্ট বাড়ায়নি, বরং ইন্টার কাশীর শিরোপা স্বপ্নে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। আই-লিগের বাকি ম্যাচগুলিতে রাজস্থানের এই ফর্ম বজায় থাকলে তারা শীর্ষে পৌঁছানোর দাবিদার হয়ে উঠতে পারে। অন্যদিকে, দিল্লির জন্য এই মরসুম শেষ হলেও, পরবর্তী মরসুমে ফিরে আসার প্রত্যয় নিয়ে তাদের প্রস্তুতি শুরু করতে হবে।

# হাসপাতাল থেকে বাড়ি ফিরলেন তামিম ইকবাল

**ঢাকা, ২৮ মার্চঃ** অনেকটাই সুস্থ হয়ে উঠেছেন তামিম ইকবাল। তিনি বাড়ি ফিরেছেন। বাংলাদেশি সংবাদমাধ্যম সূত্রে এ খবর জানা গিয়েছে। গত সোমবার ঢাকা প্রিমিয়ার লিগে সাভারের বিকেএসপি-র মাঠে তামিমের দল মহামেডান স্পোর্টিং ক্লাবের ম্যাচ ছিল শাহিনপুকুরের বিরুদ্ধে। সেখানে টস করতে যাওয়ার সময় আচমকাই বুকে ব্যথা অনুভব করেন তামিম। দ্রুত তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। বাংলাদেশের প্রাক্তন অধিনায়কের এনজিওগ্রাম করানো হয়। তাঁর দু'বার হার্ট অ্যাটাক হয়েছে বলে জানানো হয়েছিল। তামিমের হার্টে ব্লকেজ পাওয়া গিয়েছে।

সফলভাবে রিং পরানো হয়। শুক্রবার দুপুরে বাড়ি নিয়ে যাওয়া হয়েছে তামিমকে। তামিমের ভাই নাফিস ইকবাল খবরটি নিশ্চিত করেছেন। তিনি জানিয়েছেন, দুপুরে এভারকেয়ার থেকে তামিমকে বাড়ি নিয়ে যাওয়া হয়েছে। স্বাভাবিক জীবনে ফিরতে মোটামুটি তিনমাস সময় লাগবে ৩৬ বছরের এই ক্রিকেটারের। আপাতত তিনি বিশ্রামে থাকবেন। কিছু বিধিনিষেধও তামিমকে মেনে চলতে হবে। মঙ্গলবার মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ে ফিরে আসার পর সামাজিক মাধ্যমে তিনি লেখেন, 'হৃদয়ের স্পন্দনই আমাদের বাঁচিয়ে রাখে। কিন্তু এই স্পন্দন যে কোনও ঘোষণা না দিয়েই থেমে যেতে পারে - এই কথাটি আমরা বারবার ভুলে যাই। গতকাল দিনটি শুরু করার সময় কি আমি জানতাম, আমার সঙ্গে কী হতে যাচ্ছে?'

# রেকর্ড! অতীতের নজির ভেঙে ৫০০০ কোটি মিনিট ভিউ আইপিএলে

**মুম্বই, ২৮ মার্চঃ** আইপিএলের প্রথম সপ্তাহেই দর্শক সংখ্যায় রেকর্ড। জিও হটস্টার ও স্টার স্পোর্টসে দর্শক সংখ্যার বিচারে এর আগের সমস্ত নজির ভেঙে দিল ১৮তম আইপিএল। প্রথম সপ্তাহে দু'টি প্লাটফর্ম মিলিয়ে আইপিএল দেখা হয়েছে ৪,৯৫৬ কোটি মিনিট। গত বছর পর্যন্ত আইপিএল দেখানো হত ডিজনিহটস্টার অ্যাপে। এবার সেটা দেখানো হচ্ছে জিওহটস্টারে। গত বছরের নিরিখে সেখানে দর্শক সংখ্যা

বেড়েছে ৪০ শতাংশ। স্মার্ট টিভি বা ল্যাপটপে দর্শক সংখ্যা বেড়েছে ৫৪ শতাংশ। একবারে সবচেয়ে বেশি দেখেছেন ৩.৪ কোটি দর্শক। অন্যদিকে স্টার স্পোর্টসে দর্শক সংখ্যা বেড়েছে ২২ শতাংশ। যেখানে শুধু প্রথম সপ্তাহেই খেলা দেখেছেন ২৫.৩ কোটি দর্শক। সব মিলিয়ে জিওহটস্টারে সপ্তাহান্তে ১৩৭ কোটি দর্শক আইপিএল দেখেছেন। প্রথম তিন ম্যাচ মিলিয়ে মোট ২১৮৬ কোটি মিনিট খেলা দেখা হয়েছে। যা প্রমাণ করে আইপিএলের জনপ্রিয়তা কতটা তুঙ্গে। অন্যদিকে বার্ক-এর দেওয়া তথ্য অনুযায়ী টিভিতে ২৭৭০ কোটি মিনিট খেলা দেখা হয়েছে। শুধু প্রথম তিন ম্যাচে টিভি রেটিং গতবারের থেকে ৩৯ শতাংশ বেড়েছে। যা নিয়ে জিওস্টারের ক্রীড়াবিভাগের প্রধান সংযোগ গুপ্ত বলছেন, ''৪৯৫৬ কোটি মিনিটের পরিসংখ্যান বলে দিচ্ছে এবারের আইপিএল কী অসাধারণ ভাবে শুরু হয়েছে। ভবিষ্যতেও যাতে সকলে আনন্দ সহকারে ম্যাচ দেখতে পারে, আমরা ধারাবাহিক ভাবে সেই চেষ্টা করে যাব।'' অন্যদিকে জিওস্টারের ডিজিটালের প্রধান কিরণ মানির বক্তব্য, ভারতে খেলা ও বিনোদনের ধারণা যেভাবে বদলাচ্ছে, সেটাকে তাঁরা ধরতে পেরেছেন। তিনি বলছেন, ''প্রথম সপ্তাহেই দেখিয়ে দিয়েছে যদি ভালো ভাবে ম্যাচ দেখানো যায়, তাহলে দর্শকদের আরও আকৃষ্ট করা যায়। আইপিএলের প্রচার ও প্রসারের মাধ্যমে আমরা ভারতে ক্রীড়া বিনোদনের সংজ্ঞা বদলানোর লক্ষ্যে এগোচ্ছি।''

# ধর্ষণ মামলায় দানি আলভেসকে ‘রেহাই’ স্পেনের আদালতে

**মাদ্রিদ, ২৮ মার্চঃ** অবশেষে ধর্ষণ মামলায় রেহাই পেলেন দানি আলভেস। ধর্ষণের অভিযোগে ২০২৩ সালের ২০ জানুয়ারি গ্রেফতার হন ব্রাজিলীয় ফুটবলার। সাড়ে চার বছরের জেলের সাজাও ঘোষণা করা হয়। তবে কাতালুনিয়ার উচ্চ আদালতের রায়ে তাঁর সাজা বাতিল করা হয়েছে। ২০২২ সালে বার্সেলোনার নাইট ক্লাবে তরুণীকে যৌন নির্যাতনের অভিযোগে মামলা দায়ের করা হয়েছিল আলভেসের বিরুদ্ধে। পরবর্তীকালে তাঁকে এই অভিযোগের ভিত্তিতে গ্রেফতারও করা হয়। ১৩ মাসের তদন্ত প্রক্রিয়া শেষ করার পর ২০২৪-র ফেব্রুয়ারিতে তিনি

স্পেনের একটি আদালত তাঁকে দোষী সাব্যস্ত করে। সেখানে তাঁকে সাড়ে চার বছরের কারাদণ্ড দেওয়া হয়। ১৪ মাস জেল খাটার পর জামিন পান ব্রাজিলীয় ফুটবলার দানি আলভেস। তবে বেশ কিছু শর্ত আরোপ করে বার্সেলোনার একটি আদালত। সাজা ঘোষণার রায়ের বিরুদ্ধে আপিল করেছিলেন বার্সেলোনার প্রাক্তন ফুটবলার। সেখানে জয় পেলেন তিনি। তিন দিনের শুনানি শেষে কাতালুনিয়ার উচ্চ আদালতের রায়ে রেহাই পেলেন দানি আলভেস। জানা যাচ্ছে, দানির বিরুদ্ধে যে রায় দেওয়া হয়েছিল, তা বাতিল করা হচ্ছে। বরং জানানো হয়েছে, আলভেসের বিরুদ্ধে মামলায় অসঙ্গতি রয়েছে। জেল থেকে আগেই ছাড়া পেয়েছিলেন ৪১ বছর বয়সি ফুটবলার। এবার স্পেনের বাইরেও যেতে পারবেন দানি। এর আগে তাঁর পাসপোর্ট বাজেয়াপ্ত রাখা হয়েছিল। ব্যক্তিগত বন্ডে ১০ লক্ষ ইউরো জমা করতে বলা হয়েছিল। ভারতীয় মুদ্রায় যার পরিমাণ প্রায় ১০ কোটি টাকা। উল্লেখ্য, দানি আলভেস প্রথমে সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করলেও পরে জানান, দু'জনের সম্মতিতেই গোটা ঘটনা ঘটেছে।

# ‘অসম্মানের ম্যাচ’ জিতে রিয়ালকে আরও পেছনে ফেলল বার্সেলোনা

নিয়মিত খেলোয়াড়দের কয়েকজন নেই, তবে এর কোনো ছাপ পড়ল না বার্সেলোনার খেলায়াড় প্রথম মিনিট থেকে ওসাসুনার রক্ষণে প্রবল চাপ তৈরি করল হান্সি ফ্লিকের দল। আক্রমণাত্মক ফুটবলে সহজ জয়ে লা লিগার শীর্ষ স্থান সুসংহত করল তারা।

**বার্সেলোনা, ২৮ মার্চঃ** বার্সেলোনার চিকিৎসকের মৃত্যুতে স্থগিত হয়ে যাওয়া ম্যাচ মাঠ গড়াল বৃহস্পতিবার রাতে। একপেশে ম্যাচে ৩-০ ব্যবধানে জিতল ফ্লিকের দল। দুই দলের প্রথম দেখায় প্রতিপক্ষের মাঠে ৪-২ গোলে হেরেছিল বার্সেলোনা। ঘরের মাঠে এর মধুর প্রতিশোধ নিল তারা। ফেররান তরেস দলকে এগিয়ে নেওয়ার পর সফল স্পট কিকে ব্যবধান দ্বিগুণ করেন দানি ওলমো। বদলি নেমে হেডে চমৎকার গোলে ফল নিয়ে সব অনিশ্চিয়তার ইতি টানেন রবের্তো লেভানডফস্কি। শুরু থেকে একের পর এক আক্রমণে ওসাসুনাকে ভীষণভাবে চেপে ধরে বার্সেলোনা। গোলও পেয়ে যায় দ্রুত। একাদশ মিনিটে ফ্রেংকি ডি ইয়ংয়ের রক্ষণ চেরা পাস পেয়ে চলতি বলেই ক্রস করেন আলেহান্দ্রো বাল্দে। দুই জনের কড়া পাহারার মধ্যেই ছুটে গিয়ে স্লাইডে জাল খুঁজে নেন তরেস। তিন মিনিট পর ব্যবধান বাড়ানোর দারুণ সুযোগ নষ্ট করেন তরেস। লামিনে ইয়ামালের দারুণ পাসে গোলরক্ষক সের্হিও এররেরাকে একা পেয়ে যান তিনি। কিন্তু কাজে লাগাতে পারেননি সুযোগ। ২১তম মিনিটে সফল স্পট কিকে ব্যবধান দ্বিগুণ করেন ওলমো। এর আগে নাটকীয়তা হয় বেশ। স্প্যানিশ এই ফরোয়ার্ডকে ওসাসুনা গোলরক্ষক ফাউল করায় পেনাল্টি পায় বার্সেলোনা। ওলমোর প্রথম শট ডান দিকে ঝাঁপিয়ে ঠেকিয়ে দেন এররেরা। কিন্তু শট নেওয়ার আগেই সফরকারীদের একজন ডি বক্সে ঢুকে পড়ায় ফের শট নেওয়ার সুযোগ পান স্প্যানিশ

ফরোয়ার্ড। একদম বার ঘেঁষে একই দিকে শট নেন তিনি আর গোলরক্ষক ঝাঁপ দেন উল্টো দিকে। গোল করার পর বেশিক্ষণ মাঠে থাকতে পারেননি ওলমো। মরসুমে তৃতীয়বারের মতো চোট পেয়ে ২৭তম মিনিটে মাঠ ছাড়েন তিনি। বদলি নামেন ফের্মিন লোপেজ। ২৯তম মিনিটে পেদ্রির ক্রসে খুব কাছ থেকে ঠিক মতো শট নিতে পারেননি তরেস। দুই মিনিট পর ইয়ামালের আড়াআড়ি শট বেরিয়ে যায় দূরের পোস্টের কাছ দিয়ে। ৩৯তম মিনিটে একটুর জন্য জালের দেখা পাননি তরেস। তার চমৎকার ফ্রি কিক ব্যর্থ হয়ে যায় ক্রসবারে লেগে। একই ছন্দে শুরু করা দ্বিতীয়ার্ধে প্রথম সুযোগ তৈরি করে বার্সেলোনাই। ৪৭তম মিনিটে শট লক্ষ্যে রাখতে পারেননি পেদ্রি। পরের মিনিটে কর্নার থেকে হেড লক্ষ্যে রাখতে পারেননি ওসাসুনা ডিফেন্ডার হোর্সে এরান্দো। গোলের জন্য সফরকারীদের এটাই প্রথম শট। পাল্টা আক্রমণে বার্সেলোনার পাবলো তোরের শট বেরিয়ে যায় পোস্ট ঘেঁষে। ৫৬তম মিনিটে আরও একটি সুযোগ নষ্ট করেন তরেস। খুব কাছ থেকে আরও একটি শট লক্ষ্যে রাখতে ব্যর্থ হন তিনি। ৬০তম মিনিটে বদলি নামার পরের মিনিটে সুযোগ পান ওসাসুনা ফরোয়ার্ড মোই গোমেস। চমৎকার স্লাইডে কর্নারের বিনিময়ে তার শট ফিরিয়ে দেন এরিক গার্সিয়া। এরপর কিছুক্ষণ আক্রমণাত্মক ফুটবলে ব্যবধান কমানোর চেষ্টা করে ওসাসুনা। গোমেসের সঙ্গে আসরে তৃতীয় সর্বোচ্চ গোলদাতা আন্তে বুদেমির বদলি নামার পর বাড়ে দলটির আক্রমণের ধার। তবে চাপ বেশিক্ষণ ধরে রাখতে পারেনি তারা। ৭৭তম মিনিটে চমৎকার পাল্টা আক্রমণে ব্যবধান বাড়ায় বার্সেলোনা। নিজেদের ডি বক্সের সামনে থেকে বাড়ানো বল ধরে লোপেস দারুণ ক্রসে খুঁজে নেন লেভানডফস্কিকে। অসাধারণ হেডে বাকিটা সারেন ছন্দে থাকা পোলিশ স্ট্রাইকার। চলতি আসরে এটি তার ২৩তম গোল। ৮৬তম মিনিটে স্কোর লাইন ৪-০ করার সহজ সুযোগ হাতছাড়া করেন পাউ ভিক্তর। গোলরক্ষককে একা পেয়ে অনেকটা তার বরাবরই শট নেন এই তরুণ। ২৮ ম্যাচে ২০ জয় ও তিন ড্রয়ে ৬৩ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে আছে বার্সেলোনা। ৬০ পয়েন্ট নিয়ে দুই রেয়াল মাদ্রিদ, ৫৬ পয়েন্ট নিয়ে তিনে আতলেতিকো মাদ্রিদ। ৩৩ পয়েন্ট নিয়ে ১৪ নম্বরেই আছে ওসাসুনা।

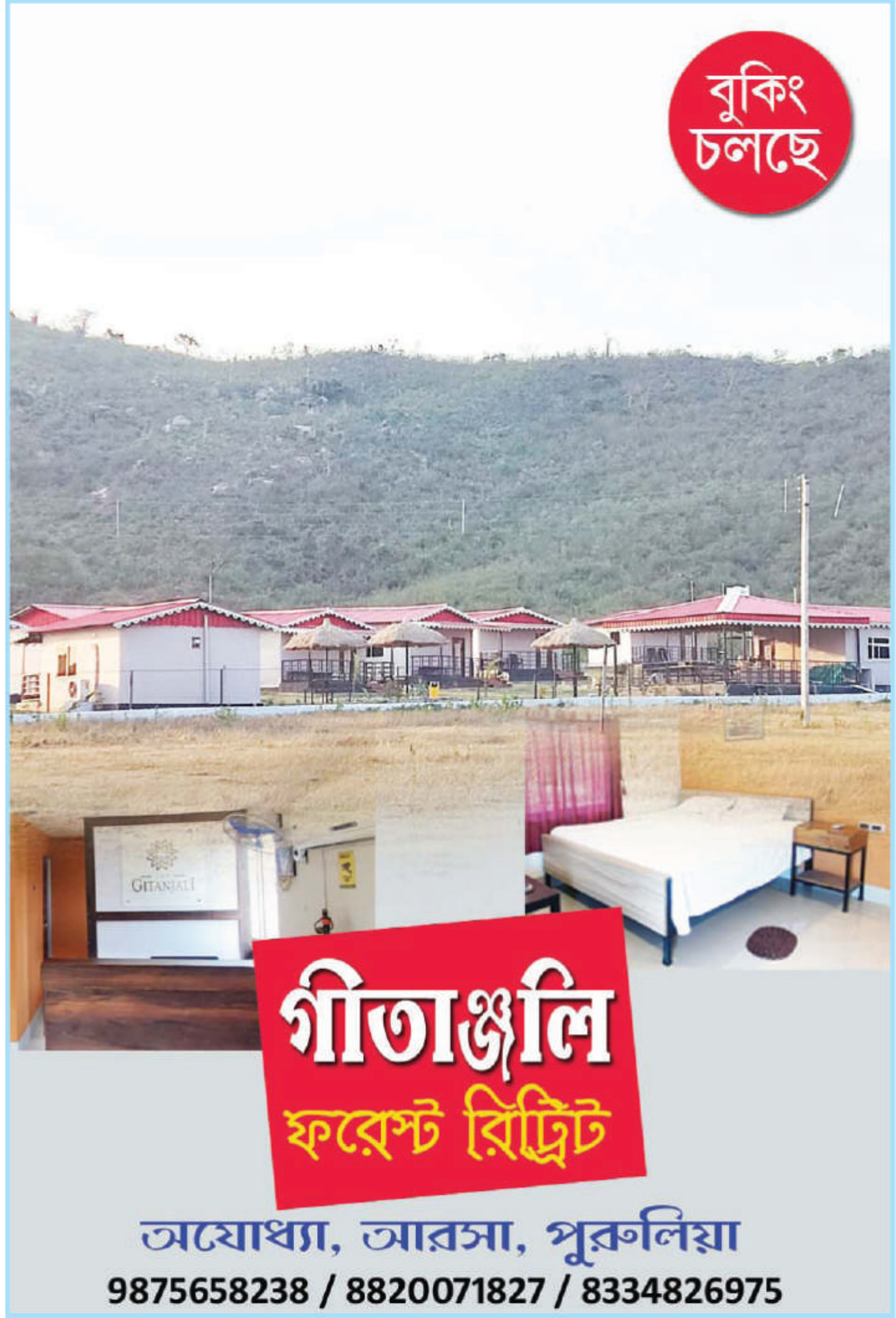


দুরন্ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক ও মুদ্রক অলোক কুমার নস্কর কর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড, ১৩, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত ও ৯৪ ফিয়ার্স লেন, ৫ম তল, কলকাতা-৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত, সম্পাদক-অলোক কুমার নস্কর Ph. No. 033-2237-0488, 9830217166
Printed & Published by Aloke Kumar Naskar on behalf of Duranta Prakashan Pvt. Ltd. and printed at Satyajug Employees Co Operative Industrial Society Limited, 13, Prafulla Sarkar Street, Kolkata-700072 and Published at 94, Phears Lane, 4th Floor, Kolkata-700012, Dist.-Kolkata, Editor: Aloke Kumar Naskar E-mail: dailydurantabarta@gmail.com